HASTASAR

OR

BAUDDHA MAHAPARITRAN.

A

Collection of Buddhist (Morning and Evening) Hymns, Precepts, *Karmasthanas* and *Parittas* in PALI TEXT with Bengali Interpretations & Translation in Prose and Poetry

PART I.

BY

DHARMA RAJ BARHUYA

A Chittagonian Pupil of

H.R.H. KROMMUN VAJRAJNANA-VARAURASA

High Priest of Siam, Bangkok,

CALCUTTA.

PRINTED BY SARAT CHANDRA CHATTOPADHYAYA,

MOHAN PRESS.

49 PHEAR LANE, COLOOTOLAH STREET.

B. 2436. M. 1254. A. D. 1893,

হস্তসার



বা

বৌদ্ধ মহাপরিত্রাণ।

অর্থাৎ

মূলপালি, সান্বয় ব্যাখ্যা, গদ্য ও পদ্যানুবাদ
সহ উৎসর্গ, প্রার্থনা, শীল, কর্ম্মস্থান
ও শুভ মঙ্গল পবিত্রাণ।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীধর্ম্মরাজ বড়ুয়া প্রণীত ও প্রকাশিত।

অভিবাদন সীলস্‌স নিচ্চং বুড্‌ঢাপচাষিনো।
চত্তাবো ধম্মা বড্‌ঢন্তি, আয়ু, বণ্ণো, সুখং, বলং ॥"

কলিকাতা,

৪৯ নং ফিয়ার লেন, কলুটোলা ষ্ট্রীট
মোহন যন্ত্রে,

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বুদ্ধাব্দ ২৪৩৬—১২৫৪ মগাব্দ। খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৩।



This Work

IS

Respectfully dedicated

TO

H. R. H. KROM MUN VAJRA JNANA VARAURASA,

High Priest of Siam, Bangkok

By

His most obedient pupil

THE AUTHOR,

বিজ্ঞাপন।

ত্রিরত্নের প্রসাদে বহুল বাধা-বিপত্তির পর "হস্তসার বা বৌদ্ধ মহাপরিত্রাণ" প্রকাশিত হইল। সূচনা দৃষ্টেই এই বহির নাম ও কি বিষয়ক তাহার উদ্দেশ পাইবেন। এক কথায় বলিতে গেলে, এইটী বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর নিত্য প্রয়োজনীয় হাত বই—আরও সহজ কথায় বৌদ্ধকণ্ঠহার। বৌদ্ধ গৃহী, ভিক্ষু, উপাসক ও উপাসিকা মাত্রেরই অবশ্য প্রয়োজনীয় ত্রিরত্ন-পূজন-বিধি উৎসর্গমন্ত্র, প্রাতঃ ও সায়ং-প্রার্থনা, শীল, কর্ম্মস্থান ও শুভ মঙ্গল-পরিত্রাণ, অক্ষরে অক্ষরে বাঙ্গালা অক্ষরে অনুলিখিত পালি-মূল সংগ্রহ পূর্ব্বক যথাক্রমে তাহার ব্যাখ্যা (সান্বয়ার্থ), গদ্য ও পদ্যানুবাদ সহ রচিত হইয়াছে। উচ্চারণ সহ পালি বর্ণমালার একখানা তালিকাও সংলগ্ন করা গিয়াছে। বিজ্ঞাবিজ্ঞ, শিক্ষিতা-শিক্ষিত ও আবালবৃদ্ধ বনিতা সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী ও সহজবোধ্য করিবার জন্য যতদূর প্রয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহার লেশমাত্রও ক্রটী করি নাই। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। পাঠক পাঠিকাগণের উপরই তাহার বিচার ভার অর্পিত হইল। এক্ষণে মদীয় "হস্তসার" বৌদ্ধ নরনারীগণের হাতে হাতে পরিশোভিত ও কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত কণ্ঠহার হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

হাজার চেষ্টাতেও প্রথম সংস্করণে কিছু ভুল না থাকিয়া যায় না। এইহেতু শুদ্ধিপত্র দেওয়া গেল। সানুনয় নিবেদন এই যেন শুদ্ধিপত্র দেখিয়া শুদ্ধ করতঃ পাঠ করেন।

অবশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত মহোদয়, মহোদয়া ও গ্রামীয়গণ, শারীরিক, বাচনিক ও অগ্রিম মূল্যাদি দ্বারা পুস্তক প্রকাশে সাহায্য করতঃ আমাকে দ্বিগুণতর উৎসাহিত ও চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তদ্ধেতু তাঁহারা বৌদ্ধ জগতে ধন্যবাদার্হ হইলেন।

শারীরিক সাহায্য দাতা।—লঙ্কাদ্বীপাগত শ্রীযুক্ত মহাথেরঃ

ধর্ম্মাধার ভিক্ষু; আবুরখীলবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ভিক্ষু ও বিপ্র-দাস শ্রামণের; আন্ধারমাণিকবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঠাকুর ও গুণারাম ঠাকুর; করৈলডাঙ্গাবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র ঠাকুর ও বাবু শ্যামাচরণ বড়ুয়া; মরিয়াম নগরবাসী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন শ্রামণের ও বৈদ্যপাড়াবাসী মদনুজপ্রতিম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু নবরাজ বড়ুয়া;

বাচনিক সাহায্য দাতা।—শ্রীযুক্ত বাবু গোলোকচন্দ্র মুচ্ছদ্দী ও শুভঙ্কর বড়ুয়া মোহরের—রাঙ্গুনিয়া; শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচন্দ্র ও ইন্দ্রজয় দেওয়ান—রাঙ্গামাটী; শ্রীযুক্ত বাবু পীতাম্বর মোহরের—(চাক্‌মারাজষ্টেট) রাঙ্গামাটী; ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকা চরণ বড়ুয়া চর্কান দ্বীপ।

আর্থিক সাহায্য দাতা।—শ্রীযুক্ত ভিক্ষু গুণাধন ঠাকুর—নয়া-পাড়া, নিত্যানন্দ ঠাকুর—আবুরখীল ও ডাক্তার অম্বিকাচরণ বড়ুয়া—৪৮।১ নং কপালিটোলা ডিস্পেন্সরী—কলিকাতা, প্রত্যেকে ১৫৲

শ্রীযুক্ত মহাথেরঃ হরিশ্চন্দ্র ঠাকুর—আবদুলাপুর ও গিরীশচন্দ্র ঠাকুর—বীণাযুড়ী. শ্রীলশ্রীযুক্ত কুমার ভুবন মোহন রায় (চম্পক রাজকুমার)—রাঙ্গামাটী,শ্রীযুক্ত বাবু শুভঙ্কর মোহরের—রাঙ্গুনিয়া ও বাবু রামমণি বড়ুয়া—রাউজান, প্রত্যেকে ১০৲

শ্রীযুক্তমহাথেরঃ—দুর্য্যরাজ ঠাকুর—আবুরখীল,অমর সিংহ ঠাকুর—হস্তীচক্ষু,—প্রহরচাঁদ ঠাকুর—সাতবাড়ীয়া,—নবীনচন্দ্র ঠাকুর—রাঙ্গুনিয়া,শ্রীযুক্ত কর্ম্মবাচাচার্য্য চণ্ডীচরণ ঠাকুর—আন্ধার মাণিক,—রামমণি ঠাকুর—গহিরা,শ্রীযুক্ত ভিক্ষু গুণারাম ঠাকুর—আন্ধার-মাণিক,—দুর্য্যোধন ঠাকুর—হোয়াড়াপাড়া,—কৃপাশরণ ঠাকুর—উনানপুরা,—লালচাঁদ ঠাকুর—রাঙ্গুনিয়া,—নকুলচন্দ্র ঠাকুর—ও বাবু রাম ঠাকুর—শীলক, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া—বৈদ্যপাড়া ও পণ্ডিত রসিক চন্দ্র বড়ুয়া আবুরখীল, শ্রীযুক্ত বাবু যুবরাজ মুচ্ছদ্দী—আবুরখীল, —নিশিচন্দ্র বড়ুয়া ও বিপ্রদাস মুচ্ছদ্দী—পাহাড়তলী,—কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান ও ইন্দ্রজয় দেওয়ান—

রাঙ্গামাটী,—অভয়াচরণ পোদ্দার—লাঠীছড়ী,—হরচন্দ্র মুচ্ছদ্দী—পাঁচখাইন,—নবচন্দ্র বড়ুয়া—পিঙ্গলা,—ধনঞ্জয় বড়ুয়া—রত্নপালঙ্গ,—হরকিশোর চৌধুরী, ড্রয়িংমাষ্টার, ট্রেণিংস্কুল, চট্টগ্রাম—সাতবাড়ীয়া,—উমাচরণ বড়ুয়া—কাঁটালভাঙ্গা,—রামজী বড়ুয়া—রাউজান,—যুবরাজ বড়ুয়া—করল,শ্রীযুক্তা পরমমণি ঋষি(রাঁচী), শ্রীমতী বিপুলাসুন্দরী আহালিয়ে ৬ মোক্ষসুন্দর ও কাঞ্চনমালা আহালিয়ে শ্রীযুক্ত মুচ্ছদ্দী বড়ুয়া—আবুরখীল,—সাধুচরণ বড়ুয়া—ওয়ারিসবাগান, কলিকাতা, প্রত্যেকে ৫৲।

মোট অগ্রিম মূল্যপ্রাপ্ত গ্রামের নাম।—আন্ধারমাণিক ২৩৲ আবদুলাপুর ১২৲ আবুরখীল ৫৬৲ উনানপুরা ৫৲ করল ৬৲ করৈলডাঙ্গা ৪৲ কর্ত্তালা ৬৲ কাঁটালভাঙ্গা ৫৲ কৈয়াপক্ষ্যা ১৲ খৈয়াখালী ২৲ গহিরা ১৫৲ গুমানমর্দ্দন ৫৲ গোয়ালপাড়া ২৲ চরকানাই ১৲ চর্কানদ্বীপ ২৲ চাটারা ৫৲ চাঁদগাও ৬৲ জোয়াড়া ৫৲ জোয়াড়াপাড়া ১৲ জৈষ্ঠপুরা ১৲ ঠেগরপুণী ৩৲ ডোমখালী ২৲ তিহড়ী ১৲ তেকোঠা ১৲ নয়াপাড়া ৪৲ নাইখাইন ৩৲ নান্নুপুর ২৲ পাহাড়তলী ২১৲ পাঁচখাইন ২৲ পাঁচরিয়া ৪৲ পিঙ্গলা ৩৲ বরমা ১৲ বাথুয়া ১৲ বাদুরতলী ৩৲ বাগোয়ান ১৲ বীণাযুড়ী ১২৲ বেঙ্গুরা ১৲ বেপারীপাড়া ৭৲ বৈদ্যপাড়া ৬৲ বৈলতলী ১৲ ভোজপুর ১৲ মাদার্সা ৩৲ মুকুটনাইট ১৲ মৃজাপুর ৪।৹ মেহেরহাটী ১৲ রত্নপালঙ্গ ৫৲ রাউজান ২৩৲ রাঙ্গামাটী ৮৮৲ রাঙ্গুনিয়া ৪৩৲ (ঘাটচের্ক্ ৭৲ দেওয়ানবাজার ২৲ নাজিরের টিলা ১৲ ফিরিঙ্গিখীল ৩৲ বকাবিলী ৩৲ মরিয়াম নগর ১১৲ শীলক ৭৲ হরিঘর ১৲ খাসরাঙ্গুনিয়া ৮৲) লাথরা ১৲ লাঠীছড়ী ৭৲ সদর ঘাট বৌদ্ধছাত্র নিবাস ১৲ সহর মোগলটুলী ৩৲ সাতবাড়ীয়া ১২৲ সুলতানপুর ১৲ সূচিয়া ১৲ হস্তীচক্ষু ১০৲ হাসিমপুর ১৲ হিঙ্গলা ১৲ হোয়াড়াপাড়া ৯৲ সাপ্‌পুরা ২৲ করণখাইন্ ১৲ ওয়ারিসবাগান ৬৲।

২০শে চৈত্র ১২৫৪ মগাব্দ
কলিকাতা।

শ্রীধর্ম্মরাজ বড়ুয়া।

সূচীপত্র।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	৯	ভগবতে	ভগবতো
১৭	১০	উংসর্গ	উৎসর্গ
২০	১৩	"সম্যক্‌সম্বুদ্ধ	"সম্যক্‌সম্বুদ্ধ"
২০	১৬	সন্দিস্সমানং[	সন্দিস্সমানং]
২১	৩	-র্গত আংশ	-র্গতাংশ
২১	৭	সাক্খাতো	স্বাক্খাতো
৫২	৭	সাজ্ঞীসমাপন্না	সাজ্ঞীবসমাপন্না
ঐ	১৫	যথাবলং	যথাবলং
৫৫	২	বহুলং	বহুলং

৫৫	৫	বহুলা	ৰহুলা
৮৯	১৬	ভবিস্সন্তি	ভবিস্সন্তি
ঐ	১৮	অবের	অবৈর
৯৩	৪	ৰদ্ধে	ৰুদ্ধে
৯৬	৪	অমি	আমি
১০১	৮	করনাযো	করণীয়ো
১০২	১০	সথ	সথু
১০৪	১২	তৃতীয়াস্মনুরণীয়	তৃতীয়ানুস্মরণীয়
১১১	১৭	ব্যাক্তি	ব্যক্তি
১১৯	১	(পঞ্চশীল)	(পঞ্চসীল)
ঐ	৯	বেরমণা	বেরমণী
১২০	১৪	অবিযং	অরিযং
ঐ	ঐ	সীতলং	সীতলং ॥
১৩৪	২০	মক্তির	মুক্তির
১৩৬	৮	তথপপন্না	তথুপপন্না
১৪৭	৪	স্নুনন্তু	সুণন্তু
ঐ	১০	(শুনন্তু)	(সুণন্তু)
১৭০	১৪	মোক্ষবারোধক	মোক্ষাবরোধক
১৮৫	৭	পন্তুবক্কস্তিং	গন্তুবক্কন্তিং
১৯৫	৮	পঠযস্মিং	পঠমস্মিং
১৯৭	১১	নিসাযেথ	নিসামেথ
১৯৯	২	(পণাতং	(পণীতং)
ঐ	৮	(বুদ্ধসেট্ঠো)	(ৰুদ্ধসেট্ঠো)
২৩০	২১	কমল	কোমল
২৩৮	৩	সেত্তন্নং	সত্তন্নং

২৪০	১৩	(সঙ্খিংস্থ)	(সঙ্খিংসু ন)
২৬১	১৭	(চয়িত্র)	(চরিত্র)
ঐ	১৯	পারিমতারাজী	পারমিতারাজী
২৭১	৩	ভিক্ষ	ভিক্খু
২৭৫	২০	ধম্মাভিথূতি	ধম্মাভিথুতিং
২৭৬	৬	(দক্খিণীয়ো)	(দক্খিণীয়ো)
ঐ	ঐ	দক্খিণায়	দক্খিণীয়
২৭৭	৭	শাস্তা	শাস্তা
২৮১	১৫	অনুস্মবণ	অনুস্মরণ
২৮৯	১১	(সাসনে) সাসনে	(সাসনে) শাসনে
২৯১	৩	চক্ষুমন্তস্স	চক্খুমন্তস্স
৩০১	১৭	(হমি-	(মহি-
৩০৩	১১	তাঁহাকে আমারও	তাঁহাকেও আমার
৩০৪	১২	দণ্ডায়মাণে	দণ্ডায়মানে
৩২২	১৬	দুস্সপিনং	দুস্সুপিনং
ঐ	২০	ধম্মামনুভাবেন	ধম্মানুভাবেন

পালি বর্ণমালা।

বাঙ্গালা পালি বর্ণ।	রোমান পালি বর্ণ	রোমান পালি বর্ণ	উচ্চারণ।	বাঙ্গালা পালি বর্ণ।	রোমান পালি বর্ণ	রোমান পালি বর্ণ	উচ্চারণ।
			স্বরবর্ণ				
অ	A	a	আ	উ	U	u	উ
আ	Ā	ā	আ	ঊ	Ū	ū	ঊ
ই	I	i	ই	এ	E	e	এ
ঈ	Í	í	ঈ	ও	O	o	ও
			ব্যঞ্জনবর্ণ				
ক	K	k	কা	জ	J	j	জা
খ	KH	kh	খা	ঝ	JH	jh	ঝা
গ	G	g	গা	ঞ	N̄	n̄	ঞা
ঘ	GH	gh	ঘা	ট	Ṭ	ṭ	টা
ঙ	Ṅ	ṅ	ঙা	ঠ	ṬH	ṭh	ঠা
চ	C	c	চা	ড	Ḍ	ḍ	ডা
ছ	CH	ch	ছা	ঢ	ḌH	ḍh	ঢা

পালি বর্ণমালা

ণ	Ṇ	ṇ	ণা	ম	M	m	মা
ত	T	t	তা	য	Y	y	য়্যা
থ	TH	th	থা	র	R	r	রা
দ	D	d	দা	ল	L	l	লা
ধ	DH	dh	ধা	ব	V	v	ওয়
ন	N	n	না	স	S	s	সা
প	P	p	পা	হ	H	h	হা
ফ	PH	ph	ফা	ল	Ḷ	ḷ	হ্লা
ব	B	b	বা	অং	AM	am	আং
ভ	BH	bh	ভা				

হস্তসার

বা

বৌদ্ধ মহা পরিত্রাণ।





নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স





সূচনা।

বুদ্ধ ধর্ম্ম সংঘ এই তিন রত্ন জানি।
সাষ্টাঙ্গ প্রণতি মম হ'য়ে যোড়পাণি॥
ধর্ম্ম উপদেষ্টা বুদ্ধ, সংঘ ধর্ম্ম-ধর।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রাবক সংঘ খ্যাত চরাচর॥
ত্রিভবে যতেক রত্ন আছে বিদ্যমান।
কোন রত্ন নহে তিন রত্নের সমান॥
বুদ্ধ ধর্ম্ম সংঘ তিন নহে ভেদ পর।
একে তিন তিনে এক তিন সমসর॥

সংঘে ধর্ম্ম বিদ্যমান ধর্ম্মে বুদ্ধ লীন।
এই হেতু তিনে এক, একে আছে তিন॥
প্রথমে ত্রিরত্নে শিরে করিয়া বন্দন।
তারপর শীলবন্ত যত দেবগণ॥
তারপর বিজ্ঞগণে উদ্দেশে বন্দিয়া।
অনন্তর মাতা পিতা দোঁহে প্রণমিয়া॥
যতজন করেছেন মম উপকার।
একে একে নমি আমি চরণে সবার॥
সর্ব্ব শেষে বন্দি মম গুরু যত জন।
একাক্ষর শিক্ষা মোরে দিলা যেই জন॥
বর্ণমালা শিখাইয়া দিলা চক্ষুদান।
শাস্ত্র শিখাইয়া যে করিলা জ্ঞানবান্॥
যাঁর উপদেশে চিনিলাম ত্রিরতনে।
একে একে বন্দি গুরু সবার চরণে॥
তোমরা সকল গুরুগণের প্রসাদে।
রচিতে বাসনা হস্তসার অপ্রমাদে॥
অল্পভার বহু মূল্য রতন যেমন।
হাতে লয়ে যেতে পারে যথা ইচ্ছা মন॥
অল্পভার বহুমূল্য রতন সমান।
এই গ্রন্থ "হস্তসার" সে হেতু বাখান॥

আকস্মিক বিপদে পাইতে পরিত্রাণ।
হীরক অঙ্গুরী হাতে রাখে ধনবান্॥
বিপদে পড়িলে ধনী অঙ্গুরী বেচিয়া।
সেই ধনে সে বিপদ যায় সে তরিয়া॥
ভব-ভয়ে নরচয়ে দিতে পরিত্রাণ।
এই গ্রন্থ হীরকের অঙ্গুরী সমান॥
এই হেতু নিত্য সঙ্গে রাখ হস্তসার।
ইহপর উভলোকে দুঃখে পাবে পার॥
যে ভাষায় ত্রিরতন গুণ পরচার।
পালি-ভাষা নাম এবে হ'য়েছে তাহার।
—কোন্ পথে গেলে নর পাইবে নির্ব্বাণ।
সে ভাষায় ভগবান্ করিলা ব্যাখান॥
অনিত্য সংসার মাঝে অনিত্য সকল।
কালেতে সকল ভাষা হ'তেছে বদল॥
দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বেতে যে ভাষায়।
কথা বার্ত্তা কহিত সমস্ত বাঙ্গালায়॥
এবে সেই পালি-ভাষা কালের লীলায়।
কেহ নাহি বুঝে দেখ এই বাঙ্গালায়॥
যে যে দেশে পালি-ধর্ম্ম আছে প্রচলিত।
তথাকার অক্ষরে তা হ'য়েছে লিখিত॥

সিংহলে সিংহলাক্ষরে শ্যামে শ্যামাক্ষরে।
কাম্বোজে কাম্বোজাক্ষরে বর্ম্মে বর্ম্মাক্ষরে॥
বিলাতে বিলাতাক্ষরে হ'য়েছে লিখিত।
বাঙ্গালায় বঙ্গাক্ষরে লেখাই উচিত॥
পরিশুদ্ধরূপে পূর্ব্বে বাঙ্গালা নগরে।
কেহ না লিখিলা পালি বাঙ্গালা অক্ষরে॥
সে অভাব দূরীভূত করণ মানসে।
রচি হস্তসার আমি অসম সাহসে॥
ভয়ে ভয়ে রচিলাম এই হস্তসার।
পালি সহ বঙ্গ অর্থ করিনু প্রচার॥
বাঙ্গালা অক্ষরে পালি কিরূপে লিখিবে।
কোন্ উচ্চারণ মতে তাহা বা পড়িবে॥
কি বলিয়া ত্রিরতনে করিবে বন্দন।
কি নিয়মে ত্রিরতনে করিবে পূজন॥
সকালে বুদ্ধের নাম কিরূপে লইবে।
বৈকালেতে ত্রিরতনে কেমনে ভজিবে॥
কি বলিয়া ভিক্ষু কাছে ধরম যাচিবে।
কি বলিয়া ভিক্ষুর বচনে সায় দিবে॥
পঞ্চশীল অষ্টশীল কিরূপে লইবে।
দশশীল কি প্রকারে লইতে হইবে॥

উপোসথ অষ্টশীল কিরূপে লইবে।
শীল পালনেতে কিবা ফল বা পাইবে॥
রোগে শোকে দুঃখে নর কিসে পরিত্রাণ।
সর্ব্ব দুঃখক্ষয়ে নর কেমনে নির্ব্বাণ॥
ইহপরকালে পাবে কিরূপে মঙ্গল।
হস্তসার বুঝাইয়া বলিবে সকল॥
ভব-সাগরেতে নর যবে মীনবৎ।
ভেসে২ ভ্রমে চোকে নাহি দেখে পথ॥
হাতে রাখ হস্তসার নিদান-সময়।
খুলিয়া দেখিবা মাত্র যাবে সর্ব্ব ভয়॥
অমনি পাইবে পথ কেমনে তরিবে।
হাতের এ' হস্তসার দেখাইয়া দিবে॥
অতএব ভ্রাতৃগণ! মোর কথা ধর।
হাতে রাখ হস্তসার, হস্তসার কর॥
ইহপরকাল ত্রাতা এই হস্তসার।
ধর্ম্ম রচে হস্তসার-সার হস্তসার॥

বাঙ্গালা অক্ষরে পালি-ভাষা লেখা পড়ার সঙ্কেত।

যে ভাষায় করে নাথ ধর্ম্ম পরচার।
পালি-ভাষা নাম এবে হ'য়েছে তাহার॥
একাধিক চল্লিশ অক্ষর আছে তায়।
অষ্ট স্বর তাহাতে আপনি পড়া যায়॥
তেত্রিশ ব্যঞ্জন বর্ণ আছে তারপর।
পড়িতে না পারে যুক্ত না থাকিলে স্বর॥
অ আ ই ঈ উ ঊ এ ও এই অষ্ট স্বর।
"অ" না বলি "আ" বলিয়া অ বর্ণকে পড়॥
ক হইতে ম অবধি পঁচিশ অক্ষর।
যরলবসহল় অং অষ্ট অতঃপর॥
পালিতে ব্যঞ্জন এই তেত্রিশ অক্ষর।
আকারান্ত ভাবে সদা উচ্চারণ কর॥
ব্যঞ্জনের সাথে না থাকিলে অন্য স্বর।
অলক্ষ্যে হ্রস্ব "আ" তাতে থাকে নিরন্তর॥
লিখিতে বা পড়িতে বা বাঙ্গালা ভাষায়।
ব দুটীর ভেদাভেদ কিছু নাহি তায়॥

কিন্তু সে পালিতে আছে উভয়তঃ ভেদ।
মনোযোগ দাও, বলি দুটীর প্রভেদ॥
পালিতে বর্গীয় ৰকে "বা" বলিয়া পড়।
অন্তঃস্থ ব "ওয়া" বলি উচ্চারণ কর॥
উভয়ের ভেদাভেদ জানিবার তরে।
বিন্দু এক দিনু বর্গ্য (ৰ)কার ভিতরে॥
যে বকার ৰ, ভ, ম, কারে যুক্ত হয়।
বর্গ্য ৰ বলিয়া তাহা জানিবে নিশ্চয়॥
তা'ছাড়া ব ফলা যত অন্তঃস্থ বকার।
"ওয়া" ফলা উচ্চারণ কর সে সবার॥
"য়্যা" বলিয়া যকারকে পালিতে পড়িবে।
নীচে বিন্দু ল় কারকে "হ্লা" উচ্চারিবে॥
পালিতে দন্ত্য "স" মাত্র রাখ মনে করি।
তালব্য শ মূর্দ্ধণ্য ষ পালিতে না হেরি॥
রেফ কি বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু তা'তে নাই।
পালি লেখা পড়ার এ'সঙ্কেত জানাই॥
বঙ্গেতে সহজে পালি করিতে লিখন।
এ'ক'টী অক্ষর নীচে করিনু গঠন॥
কয়ে খয়ে সংযোগেতে পড়িবেক ক্খ।
ঞয়ে ঞয়ে সংযোগেতে পড়িবেক ঞ্ঞ॥

ঞয়ে হয়ে সংযোগেতে পড়িবেক ঞ্হ।
টয়ে ঠয়ে সংযোগেতে পড়িবেক ট্ঠ॥
ণয়ে হয়ে সংযোগেতে পড়িবেক ণ্হ।
নয়ে হয়ে সংযোগেতে পড়িবেক ন্হ॥
ময়ে হয়ে সংযোগেতে পড়িবেক ম্হ।
যয়ে হয়ে সংযোগেতে পড়িবেক য্হ॥
লয়ে হয়ে সংযোগেতে পড়িবেক ল্হ।
বয়ে হয়ে সংযোগেতে পড়িবেক ব্হ॥
সয়ে সয়ে সংযোগেতে পড়িবেক স্স।
ল়য়ে হয়ে সংযোগেতে পড়িবেক ল়্হ॥
যদবধি এ'সঙ্কেত মুখস্থ না হবে।
তদবধি পালি লেখা কেহ না পড়িবে॥
সর্ব্বাগ্রে সঙ্কেত এই মুখস্থ করিবে।
তারপর পালি-ভাষা যতনে পড়িবে॥
বৌদ্ধ হয়ে শুদ্ধরূপে যে না পড়ে পালি
তাহাদের স্বর্গে যাইবার আশে ছালি॥
যেই জনে ত্রিরতনে না করে বন্দন।
সকালে বৈকালে যেবা না করে পূজন॥
প্রাতঃসন্ধ্যা ত্রিরতন নাম নাহি লয়।
পঞ্চশীল নিত্য কাল যেবা না স্মরয়॥

আপন চরিত্র শুদ্ধ না করে যেজন।
কিসে আশা করে স্বর্গে করিতে গমন॥

ত্রিরত্ন বন্দনা ও পূজাবিধি।

বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘ এই ভবে ত্রিরতন।
ত্রিরতনে পূজিবার করিয়া মনন॥
ভিক্ষু শ্রামণের * কিম্বা গৃহস্থ সুজন।
যবে চৈত্যে মঠে কিম্বা বিহারে গমন॥
প্রথমেতে ভূমিতলে রুমাল পাতিবে।
হাটু পাড়ি যোড় করে তাহাতে বসিবে॥
(বুদ্ধং নমামি)†—বুদ্ধে করি নমস্কার।
পঞ্চ প্রতিষ্ঠিতে ‡ বুদ্ধে বন্দ একবার॥

---

*কুড়ি বৎসরের কম বয়স্ক দশশীলধারী অনুপসম্পন্ন ভিক্ষু; আমাদের দেশে সামানী বলে—তাহা ভুল।

† ( ) এইরূপ বন্ধনী চিহ্নের অন্তর্গত পদ বা বাক্য পালি। তাহা পালি উচ্চারণানুসারে পড়িতে হইবে।

‡ মাটিতে হাঁটু পাড়িয়া বসিয়া এমত ভাবে নমস্কার করিতে হইবে যেন উভয় হাঁটুতে উভয় হাতের কনুই লাগে এবং হাত দুটী বিস্তৃত ভাবে মাটিতে পড়ে ও তাহার মাঝখান দিয়া কপাল মাটিতে ছোঁয়। ত্রিরত্ন ও ঠাকুরগণকে নমস্কার করিবার এই নিয়ম।

(ধম্মং নমামি) ধর্ম্মে করি নমস্কার।
এ'বলিয়া ধর্ম্মকে বন্দিবে একবার॥
এইরূপে ত্রিরতনে বন্দন করিয়া।
অন্য কেহ আসে কি না চাহিবে বসিয়া॥
এইরূপে একে একে আসি ভক্তগণ।
ত্রিরত্নে বন্দিয়া যথাস্থানে সর্ব্বজন॥
বয়সানুসারে বসিবেক সারি সারি।
পূরে ভিক্ষু মধ্যে নর পিছু ভাগে নারী॥
এইরূপে যবে সব ভকত যুটিবে।
ত্রিরতন পূজা হেতু আচার্য্য উঠিবে॥
নর নারীগণ আর শ্রামণেরগণ।
ধূপ, দীপ, কুসুম যা' করে আহরণ॥
আচার্য্যের হাতে সব দিবেন গছিয়া।
তাহাতে পূজিবে বুদ্ধে আচার্য্য উঠিয়া॥
বয়োজ্যেষ্ঠ অথচ পণ্ডিত যেই জন।
আচার্য্যের পদ তেঁই করিবে গ্রহণ॥
পূজার সামগ্রী তেঁই করেতে লইয়া।
পূজন পালঙ্কে সাজাবেন দাড়াইয়া॥
গৃহী ছাড়া সে সময়ে সব ভিক্ষুগণ।
যোড়হাতে স্বস্থানে দাড়াবে সর্ব্বজন॥

দীপাধারে জ্বালাইয়া দিবেন প্রদীপ।
ধূপাধারে জ্বালাইয়া দিবে তেঁই ধূপ॥
কুসুম পাত্রেতে সাজাইবেন কুসুম।
এইরূপে পূজা সাঙ্গ করি মনোরম॥
আচার্য্য উৎসর্গ মন্ত্র কহিবে তখন।
তাঁর মুখে মুখে বলো অন্য ভিক্ষুগণ॥
সমস্বরে পড়িবেক সকল বিষয়।
মহাপাপ স্বরভঙ্গ যেজন করয়॥
নাতিধীরে নাতিদ্রুত একচিত্ত হৈয়া।
সাবধানে পড়িবেক চিহ্ন নিরখিয়া॥
কমা চিহ্ন দেখি তথা ক্ষণেক থামিবে।
চিহ্নেচিহ্নে যথারীতি থামিয়া পড়িবে॥
এইরূপে না পড়িলে মহাপাপ হয়।
হিত তরে কৃত কর্ম্মে ভ্রমে পাপোদয়॥
যার নাম ডাকিতে যেরূপ উচ্চারণ।
সেইরূপে না ডাকিলে না আসে যেমন॥
সেইরূপ যথাবিধি মন্ত্র না পড়িলে।
সেই মন্ত্রে কিছু মাত্র ফল নাহি মিলে॥
তাই বলি উচ্চারণ তরে সর্ব্বজন।
অতি সাবধান হবে ভুল না কখন॥

ভজন আলয়ে না থাকিলে ভিক্ষুগণ।
বিজ্ঞ একজন গৃহী করিবে পূজন॥
একই বিধান তাহে নাহিক বিশেষ।
বন্দন পূজন বিধি ইহাই বিশেষ॥

উৎসর্গমন্ত্র।

(পালি।)*

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স ৩॥

যো সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো, স্বাক্খাতো যেন ভগবতা ধম্মো, সুপটিপন্নো যস্স ভগবতে সাবকসংঘো, তমহং ভগবন্তং সধম্মং সসংঘং ইমেহি সক্কারেহি যথারহং আরোপিতেহি

* পালি পাঠকগণ, পালি পড়িবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালা অক্ষরে পালি-ভাষা লেখা পড়ার সঙ্কেতগুলি মনে করিবেন। তাহা ভাল রূপে মনে হইলে তারপর পালি পড়িতে যত্ন করিবেন।

অভিপূজয়ামি। সাধু মে ভন্তে! ভগবা, সুচির-পরিনিব্বুতোপি, পচ্ছিমাজনতানুকম্পমানসা, ইমে সক্কারে দুগ্গতপণ্ণাকারভূতে পটিগণহাতু, মম দীঘ-রত্তং হিতায় সুখায়।

সান্বয়ার্থ। (তস্স) সেই (ভগবতো) ভগবান্‌কে (অর-হতো) অর্হৎকে (সম্মাসম্বুদ্ধস্স) সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে (নমো) [আমার] নমস্কার (অত্থু) হউক। (নমো তস্স) ইত্যাদি সর্ব্বত্র তিনবার বলিবে। [ভগবান্ অনেক আছেন বটে, কিন্তু] (যো সো ভগবা) যেই সে ভগবান্ (অরহং) অর্হৎ ও (সম্মাসম্বুদ্ধো) সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, [ধর্ম্ম অনেক প্রকার আছে বটে, কিন্তু] (যো ধম্মো) যেই ধর্ম্ম (যেন ভগবতা) সেই যে ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্‌-সম্বুদ্ধকর্ত্তৃক (স্বাক্খাতো = সু + আক্খাতো) সুচারু-রূপে আখ্যাত হইয়াছে এবং [সংঘ অনেক আছে বটে, কিন্তু] (যস্স ভগবতো) সেই যে ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধের (যো সাবকসংঘো) যেই সকল শ্রাবকসংঘ, শিষ্যগণ (সুপটিপন্নো) সুপ্রতি-পন্ন, সুপথে উপস্থিত হইয়াছেন, (অহং) আমি (সধম্মং) ধর্ম্মের সহিত ও (সসংঘং) সংঘের

সহিত (তং ভগবন্তং) সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে (যথারহং) যথাবিধি (আরোপিতেহি) উঠাইয়া দিয়াছি যে (ইমেহি সক্কারেহি) এই সকল সৎকারে, পূজোপহারে (অভিপূজয়ামি) কায়মনোবাক্যে পূজা করিতেছি। (সাধু মে ভন্তে!) ভাল প্রভু আমার! (ভগবা) ভগবান্ (সুচিরপরিনিব্বুতোপি) বহুকালাবধি পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেও (মম) আমার (দীঘরত্তং) দীর্ঘরাত্র, চিরকালের (হিতায়) হিতের জন্যও (সুখায়) সুখের জন্য (পচ্ছিমা) আপনার পশ্চাতে জন্ম হইয়াছে যে [পশ্চিম] (জনতা) জনসমূহ (তেসু) তাহাদের প্রতি (অনুকম্পমানসা) করুণচিত্তে (ইমে) এই সকল (দুগ্গতপণ্ণাকারাভূতে সক্কারে) দরিদ্রের পাণফুল স্বরূপ সামান্য উপহার (পটিগণহাতু) প্রতি গ্রহণ করুন।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে নমস্কার।

(ভগবান্ অনেক আছেন বটে, কিন্তু] যেই ভগবান্ অর্হৎ ও সম্যক্‌সম্বুদ্ধ; [ধর্ম্ম অনেক আছে বটে, কিন্তু]

যেই ধর্ম্ম সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে আখ্যাত হইয়াছে ; [সংঘও অনেক আছে বটে, কিন্তু] সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধের যে সকল শিষ্যগণ সুপথে উপস্থিত হইয়াছেন ; আমি ধর্ম্ম ও সংঘের সহিত সেই যে ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধকে যথাবিহিত আরোপিত এই সমস্ত উপহারে কায়মনোবাক্যে পূজা করিতেছি। ভাল প্রভো আমার ! ভগবান্ বহু কালাবধি পরিনির্ব্বাণগত হইলেও আমার চিরকালের হিত ও সুখের জন্য আপনার পশ্চাজ্জাত জনসমূহের প্রতি করুণার্দ্রচিত্তে এই সকল দরিদ্রের পাণফুলস্বরূপ সামান্য উপহার প্রতিগ্রহণ করুন।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ।

"যোগী ঋষি আদি ভগবান্ অগণন।
কত আছে এ'সংসারে কে করে গণন॥
কিন্তু যেই ভগবান্ গুণেতে অর্হত।
সর্ব্ব পাপ পরিহরি জীবনে মুকত॥
পাপ-রিপু যেই জন করিলা হনন।
তৃষ্ণা-লতা যেই জন করিলা ছেদন॥
আশা-নদী যেই জন করিলা শোষণ।
জীবনান্তে হলো যাঁর নির্ব্বাণে গমন॥

দান পূজা গ্রহণের যে জন ভাজন।
দেব ব্রহ্মা মনুষ্যের পূজ্য যেই জন ॥
এই সব গুণে যে অর্হৎ ভগবান্।
চারি মহাসত্য যিনি করিলা বাখান ॥
দুঃখ, দুঃখ-হেতু, দুঃখ-নিবারণ যায়।
অষ্ট মহাপথ দুঃখ নির্ব্বাণ উপায় ॥
গুরু উপদেশ বিনা যেই মহাজন।
এই চারি মহাসত্য করে প্রকটন ॥
আপনি বুঝিয়া সত্য-পথে যে চলিলা।
অপরে বুঝায়ে সত্য-পথে চালাইলা ॥
সম্যক্‌সম্বুদ্ধ তাই জগতে বাখান।
হেন গুণধর ভবে যেই ভগবান্ ॥
যেই ধর্ম্ম সেই ভগবান্-সুবর্ণিত।
তাঁর যেই শিষ্য-সংঘ সুপথেতে স্থিত ॥
ধর্ম্ম-সংঘ সহ আমি সেই ভগবানে।
যথাবিধি সজ্জিত এ' উপহার দানে ॥
কায়মনোবাক্যে এই করিনু পূজন।
সাধু সাধু ভগবন্! করুন গ্রহণ ॥
বহুকাল বিগত যদিও ভগবান্।
গমন করিলা নাথ অমৃত নির্ব্বাণ ॥

তথাপি হে ভগবন্! মম হিতত্তরে।
পশ্চিম[১] জনতা প্রতি করুণ-অন্তরে ॥
দরিদ্রের পর্ণজল মাত্র উপহার।
গ্রহণ করুন নাথ! সকলি তোমার ॥"
এই মন্ত্রে সকালে বৈকালে ভক্তগণ।
যে সে কালে ত্রিরত্নে করিবে অর্পণ ॥
সকাল প্রার্থনা বিধি কহি অতঃপর।
সাবধানে ভক্তবৃন্দ মনোযোগ কর ॥

প্রাতঃ প্রার্থনা।

উৎসর্গ হইলে শেষ তবে ভিক্ষুগণ।
হাঁটু পাড়ি নিজ স্থানে বস সর্ব্বজন ॥
অপান * চাপিয়া পারমুড়ির উপরে।
উৎকট আসনে বস যোড়হাত ক'রে ॥
অতঃপর আচার্য্যের মুখে মুখে সবে।
সমস্বরে এক এক পদ ক্রমে ক'বে ॥
পালি বাংলা উভয়েতে বুদ্ধাভিবাদন।
একরূপ হইবে ত্রিরত্নাভিবাদন ॥

* গুহ্যদেশ, পোঁদ। ১ পরবর্ত্তী, পশ্চাজ্জাত।

অতঃপর কি বিষয়ে ভজনা হইবে।
আচার্য্য তাহার নাম পালিতে কহিবে ॥
তাহা শুনি' ভক্তগণ একতান মনে।
সমস্বরে ভজনা করিবে ত্রিরতনে ॥
ভিক্ষুগণ-ভজনা হইবে যবে শেষ।
ভজনায় গৃহিগণ হইবে নিবেশ ॥
তাহাদের মাঝে বিজ্ঞ গৃহী একজন।
আচার্য্যের পদ তবে করিবে গ্রহণ ॥
বুদ্ধাভিবাদন হ'তে আরম্ভ করিয়া।
(মেত্তভাবনা)টী মাত্র শুধু বাদ দিয়া ॥
করিবে ভজনা প্রাতে ভিক্ষুর নিয়মে।
বুদ্ধাভিবাদন আদি সব ক্রমে ক্রমে ॥
ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল তার পর।
চাহিবে ভিক্ষুর কাছে হ'য়ে যোড়কর ॥
বাংলা অর্থ সহ তবে আচার্য্য তখন।
গৃহিগণে পঞ্চশীল করিবে অর্পণ ॥
পঞ্চশীল গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুগণ।
(মেত্তভাবনা) পরে করিবে স্মরণ ॥
(মেত্তভাবনা) ভাব, অর্থের সহিত।
অপ্রমিত তার ফল সর্ব্বজ্ঞ বর্ণিত ॥

অমাবস্যা অষ্টমী পূর্ণিমা এই ত্রয়।
(উপোসথ)—উপবাস-দিবস নির্ণয় ॥
সাংসারিক সর্ব্বকার্য্য করি পরিহার।
মাসে চারি দিন গৃহী কর ব্রহ্মাচার ॥
বুদ্ধের অনুজ্ঞা এই গৃহস্থের তরে।
অপ্রমেয় ফল যেবা উপোসথ করে ॥
বিশাখোপসথসূত্রে হ'য়েছে বর্ণিত।
বিস্তারের ভয়ে হেথা না হৈল কথিত ॥
উপোসথ-দিবসে যতেক গৃহিগণ।
সকাল ভজনা যবে হবে সমাপন ॥
উপোসথ-অষ্টশীল ভিক্ষুর সদনে।
অধিষ্ঠান করিয়া লইবে সর্ব্বজনে ॥
গৃহী হ'য়ে পঞ্চশীল না করে রক্ষণ।
উপোসথ-অষ্টশীল না করে পালন ॥
উলঙ্গ সে পাতকীরে দশ পাপে বেড়ে।
অধোমুখে সে নারকী নরকেতে পড়ে ॥
পঞ্চশীল অষ্টশীল যে করে পালন।
ইহকালে সুখ, পরে স্বর্গেতে গমন ॥
স্বর্গে গিয়া বহু কল্প দেব ব্রহ্ম-লোকে।
বিহরে অপ্সরা সনে মনের কৌতুকে ॥

বুদ্ধাভিবাদন।

(অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো ভগবা) যিনি যশঃ, জ্ঞান, বীর্য্য, বৈরাগ্য, সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই ছয়গুণ-বিভূষিত ভগবান্, যিনি পাপ-রিপুকে দূরীকৃত করিয়া, ক্লেশ-শত্রুকে নিহত করিয়া, তৃষ্ণা-লতাকে ছেদন করিয়া, বাসনা-স্রোতকে বিশুষ্ক করিয়া, সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাণ-লাভের যোগ্য ও সুরনরব্রহ্মের পূজ্য; এই হেতু যাঁহার "অর্হৎ" নাম হইয়াছে; যিনি গুরূপদেশ ব্যতীত স্বয়ং দুঃখ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখনিরোধের পথ এই চারি মহাসত্য জ্ঞাত হইয়া অপরকেও সেই সত্য-পথের পথিক হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন,—এই হেতু যিনি "সম্যক্‌সম্বুদ্ধ নামে জগতে পরিকীর্ত্তিত হইতেছেন; (তং বুদ্ধং ভগবন্তং অভিবাদেমি [অরহন্তং সম্মাসম্বুদ্ধং ইমিনাথুপেন পঞ্ঞায়মানং ইমায় পটিমায় সন্দিস্সমানং [সেই ভগবান্ বুদ্ধকে অভিবাদন করিতেছি [যিনি অর্হৎ ও সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, যাঁহাকে

এই স্তূপের দ্বারা জানিতেছি ও এই প্রতিমা দ্বারা দেখিতেছি। প্রণিপাত ১টী, [ ] এই চিহ্নের অন্তর্গতআংশ মনে মনে পাঠ করিবে। ধর্ম্ম ও সংঘাভিবাদনেও এই নিয়ম। পদ্যানুবাদ বুদ্ধাভিস্তুতিতে দ্রষ্টব্য]।

ধর্ম্মাভিবাদন।

— (সাক্কাতো ভগবতা ধম্মো)—যেই ধর্ম্ম ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকর্ত্তৃক সুচারুরূপে আখ্যাত হইয়াছে, যেই ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে গ্রহণ ও পালন করিলে প্রত্যক্ষে ফল প্রদান করে, ইহজন্মেই জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও শোক-দুঃখাতীত করিয়া মানবগণকে চোকের উপর নির্ব্বাণের অমৃতফল দর্শন করায়—এই হেতু যাহার নাম "সন্দৃষ্টিক", যেই ধর্ম্ম গ্রহণ ও পালন করিবার কোন বিশেষ কাল নাই, যে সে সময়েই গ্রহণ ও পালন করিতে পারা যায় এবং যে ধর্ম্ম গ্রহণে ও পালনে, ফলপ্রদান করিতে কোন কালা-

কালের অপেক্ষা করে না,—এই হেতু যাহার "আকালিক" নাম হইয়াছে; যেই ধর্ম্ম সকলকেই সমাদরপূর্ব্বক "এস একবার আমাকে দেখিয়া যাও, আমার মতে চলিয়া চাও" বলিয়া আহ্বান করে; এই হেতু যাহার নাম "আহ্বানিক" হইয়াছে; যেই ধর্ম্ম বুদ্ধের পরিবর্ত্তে বুদ্ধের প্রতিনিধি স্বরূপ বলিয়া "ঔপনায়িক" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে; যে ধর্ম্ম জ্ঞানিবর্গের নিজে নিজে বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য; (তং ধম্মং নমস্সামি [স্বাক্কাতং তেন ভগবতা অরহতা সম্মাসম্বুদ্ধেন, ইমিনা থূপেন পঞ্ঞায়মানেন, ইমায় পটিমায় সন্দিস্সমানেন]) —সেই ধর্ম্মকে নমস্কার করিব [যাহা সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্-সম্বুদ্ধকর্ত্তৃক সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে, যাঁহাকে এই স্তূপ দ্বারা জানিতেছি ও এই প্রতিমা দ্বারা দেখিতেছি। পূর্ব্ববৎ প্রণিপাত ১টী]।

সংঘাভিবাদন।

(সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো)—ভগবান্ বুদ্ধের যে সকল শিষ্য সুপথে উপনীত হইয়াছেন, সোজাপথে উপনীত হইয়াছেন, ন্যায়পথে উপনীত হইয়াছেন ও বিশিষ্টপথে উপনীত হইয়াছেন, যাঁহারা চারি যোড়া—অষ্টজন, যাঁহারা স্রোতাপত্তিমার্গস্থ স্রোতাপত্তি-ফলস্থ, সকৃদাগামিমার্গস্থ, সকৃদাগামিফলস্থ, অনাগামিমার্গস্থ, অনাগামিফলস্থ, অর্হৎমার্গস্থ ও অর্হৎফলস্থ এইরূপ যে ভগবান্ বুদ্ধের শিষ্যসংঘ, যাঁহারা আহ্বানীয়—নিমন্ত্রণের যোগ্য; প্রাহ্বানীয়—বারংবার নিমন্ত্রণের যোগ্য, দক্ষিণীয়—দান দক্ষিণার যোগ্য, অঞ্জলিকরণীয়—যোড়করে নমস্কারের যোগ্য ও যাঁহারা জগতের অনুপম পুণ্যক্ষেত্র স্বরূপ (তং সংঘং নমস্সামি [সুপটিপন্নং উজুপটিপন্নং ঞায়পটিপন্নং সামীচিপটিপন্নং তেন ভগবতা অরহতা সম্মাসম্বুদ্ধেন সম্মাপটিপাদিতং,

ইমিনা থূপেন পঞ্ঞায়মানেন,ইমায় পটিমায় সন্দিস্স-মানেন])—সেই সংঘকে নমস্কার করিতেছি [সুপথে উপনীত, সোজাপথে উপনীত, ন্যায়পথে উপনীত ও বিশিষ্টপথে উপনীত যেই সংঘ, সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে উপস্থাপিত যাঁহাকে এই স্তূপদ্বারা জানিতেছি ও এই প্রতিমা দ্বারা দেখিতেছি। পূর্ব্ববৎ প্রণিপাত ১টী]।

বুদ্ধাভিথূতিং।

[অতঃপর যে যে বিষয় পাঠ হইবে আচার্য্য (হন্দ ময়ং———করোমসে) বাক্যদ্বয়ের খালি স্থানে সেই বিষয়টী স্থাপন পূর্ব্বক যোগাইয়া দিবেন। সকলে সেই বিষয় সমস্বরে পাঠ করিবেন। আচার্য্যও যোগাইয়া দিয়া তাহাদের সহিত পাঠে যোগ দিবেন, যথা ;]

(পালি।)

বুদ্ধস্সভগবতো পুব্বভাগনমোকারং।

আচার্য্য। হন্দ মযং বুদ্ধস্স ভগবতো পুব্বভাগ নমোকারং করোমসে।

সকলে। নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স। (তিনবার)।

আচার্য্য।হন্দ মযং বুদ্ধাভিথূতিং করোমসে *।

সকলে। (সমস্বরে) যো সো তথাগতো অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ, অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথী সত্থাদেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা। যো ইমং লোকং সদেবকং সমারকং সব্রহ্মকং, সস্সমণব্রহ্মণিংপজং সদেবমনুস্সং সয়ং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা পবেদেসি; যো ধম্মং দেসেসি আদিকল্যাণং মজ্ঝেকল্যাণং পরিয়োসানকল্যাণং সত্থং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিযং পকাসেসি। তমহং ভগবন্তং অভিপূজয়ামি, তমহং ভগবন্তং সিরসা নমামি [প্রণিপাত ১টী]

সান্বয়ার্থ। [আচার্য্য যোগাইয়া দিবার উদ্দেশে বলিতেছেন] (হন্দ) ওহো (ময়ং) আমরা [সংসার-

* অতঃপর পালি যত বিষয় পঠিত হইবে প্রত্যেকের শিরোনাম "হন্দময়ং" এর পরে ও "করোমসে"এর পূর্ব্বে বসাইয়া আচার্য্য কর্ত্তৃক পাঠ হইবে।

জালে আবদ্ধ হইয়া হত প্রায়! তাহা হইতে মুক্তির উপায় কি? না, চল আমরা ভবজাল হইতে মুক্তির আশায় আমাদের মুক্তিপথ প্রদর্শককে স্তব করিবার পূর্ব্বে] (ভগবতো বুদ্ধস্স) ভগবান্ বুদ্ধের (পুব্বভাগনমোকারং) পূর্ব্বভাগ নমস্কার (করোমসে) করি। [সকলে তাহা শুনিয়া সমস্বরে একতান মনে](তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স) সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে (নমো) [আমার] নমস্কার। [এই বলিয়া তিনবার পাঠ করিবেন। তারপর আচার্য্য বলিবেন] (হন্দ) ওহো [হতপ্রায়!] চল (ময়ং) আমরা (বুদ্ধাভিথুতিং) বুদ্ধকে কায়মনোবাক্যে স্তুতি (করোমসে) করি। [সকলে সমস্বরে পাঠ করিবেন] (যো) যেই [ভগবান্] (সো) সেই [পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধগণের ন্যায়] (তথাগতো) তথাগত [দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের উপায় এই চারি মহাসত্যজ্ঞ]; (অরহং) অর্হৎ [যিনি পাপ-রিপুকে দূরীকৃত করিয়া, ক্লেশ-শত্রুকে নিহত করিয়া, তৃষ্ণা-লতাকে ছেদন করিয়া, বাসনা-স্রোতকে বিশুষ্ক করিয়া, সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাণলাভের যোগ্য ও সুরনরব্রহ্মের পূজ্য

হইয়াছেন]; (সম্মাসম্বুদ্ধো) সম্যক্‌সম্বুদ্ধ [যিনি গুরূপদেশ ব্যতীত স্বয়ং উক্ত চারি মহাসত্য জ্ঞাত হইয়া অপরকেও সেই সত্যপথের পথিক হইবার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন]; (বিজ্জাচরণ-সম্পন্নো) বিদ্যাচরণসম্পন্ন [যিনি (অনিচ্চদুক্কঅনত্তা) অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম (ইতি) এই (তিলক্খণঞাণং নাম) ত্রিলক্ষণজ্ঞান নামক (তিস্সো বিজ্জাচ) ত্রিবিদ্যা এবং (পুব্বেনিবাসানুস্সতিঞাণং) পূর্ব্ব-নিবাসানুস্মৃতিজ্ঞান বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কোথায় জন্ম হইয়াছিল, কোথায় বাসস্থান ছিল ইত্যাদি স্মরণ করিবার জ্ঞান (সত্তানং চুতুপপাতেঞাণং) প্রাণীগণ কে কোথায় জন্ম হইতেছে, কে কোথায় মরিতেছে, মরিয়া আবার কোথায় জন্মধারণ করি-তেছে ইত্যাদি জানিবার জ্ঞান ও (আসবক্খয়ঞাণং) তৃষ্ণাক্ষয় বা নির্ব্বাণজ্ঞান (ইতি তিস্সো বিজ্জাচ) এই ত্রিবিধ বিদ্যা ও

"(বিপস্সনঞাণমনোময়িদ্ধি
ইদ্ধিপ্পভেদোপি চ দিব্বসোতং।
পরস্স চেতো পরিয়ায় ঞাণং
পুব্বেনিবাসানুগতঞ্চ ঞাণং।

দিব্বঞ্চ চক্খাসবসংখয়োচ,
এতানি ঞাণানি ইধট্ঠবিজ্জা)॥"

১ (বিপস্সনঞাণং) বিদর্শনজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান, ২ (মনোমযিদ্ধি) মনোময়-ঋদ্ধি বা ঐশীশক্তি [নিজের বা অন্যের মনোমত রূপধারণ করিবার, অন্যকে নিজ শরীরেও আপনাকে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা], ৩ (ইদ্ধিপ্পভেদো) ঋদ্ধিপ্রভেদ [বিভিন্ন বিভিন্ন বিবিধ ঐশীশক্তি],৪ (দিব্বসোতং) দিব্যশ্রোত্র বা দিব্যকর্ণ, ৫ (পরস্স চেতোপরিযায় ঞাণং)অপরের চিত্তজানিবার জ্ঞান বা অন্তর্যামিতা, ৬(পুব্বেনিবাসানুস্সতিঞাণং) পূর্ব্বজন্ম ও পূর্ব্বনিবাস স্মরণ করিবার জ্ঞান, ৭ (দিব্বচক্খু) দিব্যচক্ষু, ৮ (আসবসংখয়ঞাণং) তৃষ্ণাক্ষয় করিবার জ্ঞান (ইধ এতানিঞাণানি) ইহলোকে বা ইহ বৌদ্ধধর্ম্মে এই জ্ঞানগুলিকে (অট্ঠবিজ্জাতি বুচ্চতি) অষ্ট বিদ্যা বলিয়া বলে; (ইতি ইমে অট্ঠবিজ্জায চ) এই আট প্রকার বিদ্যার মধ্যে (ছট্ঠমং চ অট্ঠমং চ) ষষ্ঠ ও অষ্টম বিদ্যা (উপরি বুত্তায় তিবিজ্জায় সমোধানং গতা) উপরোক্ত ত্রিবিদ্যার অন্তর্ভূত (তেন ইধ ছব্বিধা বিজ্জা ধারেতব্বা) সেই হেতু এখানে ছয়

প্রকার বিদ্যা ধরিতে হইবে। (ইতি দ্বাদসবিজ্জা-হি চ) এই বার প্রকার বিদ্যা দ্বারাও ১(পাটিমোক্ক-সংবরো) প্রতিমোক্ষসংবর—নৈতিক জীবন, ২ (ইন্দ্রিয়সংবরো) ইন্দ্রিয়সংবরণ, পঞ্চেন্দ্রিয় রক্ষা, চক্ষুদ্বারা সুন্দররূপ দেখিয়া, কর্ণদ্বারা সুমধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া, নাসিকাদ্বারা সুগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া,জিহ্বাদ্বারা সুরস আস্বাদন করিয়া ও শরী-রের দ্বারা সুস্পর্শ স্পর্শ করিয়া, তৎপ্রতি আসক্ত না হওয়া এবং তদ্বিপরীতে বিরক্ত না হওয়া, ৩ (ভোজনে মতঞ্ঞুতা) পরিমিতাহার, ৪ (জাগ-রিযানুযোগো) জাগরণশীলতা, পাপ হইতে নিত্য সচৈতন্যভাবে আত্মরক্ষা, ৫ (সদ্ধা) শ্রদ্ধা, ত্রিরত্ন ও পরলোকে বিশ্বাস,৬ (হিরি) পাপের প্রতি লজ্জা, ৭ (ওত্তপ্পং) পাপের প্রতি ভয়, ৮ (সুতং) শ্রুতি, শিক্ষা, ৯ (বিরিয়ং) বীর্য্য, যত্ন, ১০ (সতি) স্মৃতি, ১১ (পঞ্ঞা) প্রজ্ঞা, পরমজ্ঞান, ১২—১৫ (চতুঝানং) চারি প্রকার ধ্যান (ইতি পণ্ণরসহি চরণেহি সমন্না-গতো) এই পোনর প্রকার আচরণ দ্বারা বিভূষিত হইয়াছেন যিনি], (সুগতো) সুগত [যিনি সুগতি স্থান মহাপরিনির্ব্বাণপুরী প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে খানে

গমন করিলে পুনর্ব্বার মাতৃ-গর্ব্ভে বা দুঃখময় সংসারচক্রে আগমন করিতে হয় না], (লোকবিদূ) লোকজ্ঞ [যিনি সত্যলোক,আকাশলোক ও সংস্কার-লোক. এই ত্রিলোকের বিষয় আপন হাতের তালির ন্যায় জানেন.], (অনুত্তরো) অনুত্তর [যিনি শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাবলে সুরনরব্রহ্ম ইত্যাদি সকলের উপর, যাঁহার তুল্য কেহই নাই],(পুরিসদম্মসারথী) পুরুষদম্য-সারথী [যিনি দীক্ষাযোগ্য মনুষ্যগণকে শীল,সমাধি ও প্রজ্ঞারূপ রথে আরোহণ করাইয়া নির্ব্বাণপুরা-ভিমুখে লইয়া যাইবার সারথী] ; (দেবমনুস্সানং সত্থা) দেবতা ও মনুষ্যগণের শাস্তা [যিনি দেবতা ও মনুষ্যগণের ঐহিক ও পারলৌকিক হিতোপদেষ্টা গুরু] ; (বুদ্ধো) বুদ্ধ [যিনি উপরোক্ত চারি মহাসত্য বুঝিয়াছেন ও অপরকেও বুঝাইয়াছেন], (ভগবা) ভগবান্ [যিনি দানশীল ইত্যাদি, ত্রিশ প্রকার পারমিতা পরিপূর্ণকারী ভগবান্] ; (যো) যিনি (সদেবকং) দেবলোকের সহিত (সমারকং) মারলোকের সহিত (সব্রহ্মকং) ব্রহ্মলোকের সহিত (সস্সমণব্রহ্মণিংপজং) শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাক্রান্ত জনবর্গের সহিত (ইমং লোকং) এই জগতকে,

ইহলোকবাসিমনুষ্যগণকে (সয়ং) স্বয়ং (অভিঞ্ঞা) জ্ঞাত হইয়া (সচ্ছি কত্বা) সাক্ষাৎ করিয়া (পবেদেসি) উপদেশ দিয়াছেন। (যো) যিনি (আদিকল্যাণং (আদ্যে কল্যাণ বিশিষ্ট) মজ্ঝে-কল্যাণং (মধ্যে কল্যাণ বিশিষ্ট) পরিযোসান-কল্যাণং) পর্য্যবসানে বা অন্তে কল্যাণ বিশিষ্ট (সত্থং) অর্থযুক্ত (সব্যঞ্জনং) ব্যঞ্জনযুক্ত (কেবলং পরিপুণ্ণং) কেবল পরিপূর্ণ (পরিসুদ্ধং) পরিশুদ্ধ (ব্রহ্মচরিয়ং ধম্মং) ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম (দেসেসি) উপদেশ দিয়াছেন (পকাসেসি) প্রকাশ করিয়াছেন। (অহং) আমি (তং ভগবন্তং) সেই ভগবান্‌কে (অভিপূজ-যামি) কায়মনোবাক্যে পূজা করিতেছি। (অহং) আমি (তং ভগবন্তং) সেই ভগবান্‌কে (সিরসা) অবনত শিরে (নমামি) নমস্কার করিতেছি।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

যিনি সেই [পূর্ব্ব পূর্ব্ব বুদ্ধগণের ন্যায়] তথাগত অর্হৎ ও সম্যক্‌সম্বুদ্ধ; যিনি বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত ও লোকজ্ঞ; যিনি অনুত্তর ও দমনীয় পুরুষগণের সারথী; যিনি দেবতা ও মনুষ্যগণের শাস্তা; যিনি বুদ্ধ ও ভগবান্; যিনি স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া, সাক্ষাৎ ও সাধন

করিয়া সুরমারব্রহ্ম, শ্রামণ্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাক্রান্ত জনগণের সহিত ইহলোকবাসিগণকে উপদেশ দিয়াছেন; এবং যিনি আদ্যন্তমধ্যকল্যাণবিশিষ্ট, অর্থ ও ব্যঞ্জনযুক্ত কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন। আমি সেই ভগবান্‌কে কায়মনোবাক্যে পূজা ও অবনত শিরে নমস্কার করিতেছি।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

চারি সত্য অবগত যিনি তথাগত।
যিনি ভবে নির্ব্বাণ-ভাজন অরহত॥
পাপ-রিপু দূরীভূত করিলা যেজন।
যেই জন ক্লেশ-শত্রু করিলা নিধন॥
যেই জন তৃষ্ণা-লতা করিলা ছেদন।
যেইজন আশা-নদী করিলা শোষণ॥
যেই জন ভবে দান-দক্ষিণা-ভাজন।
সুর-নর-মার-ব্রহ্ম-পূজ্য যেইজন॥
মরণান্তে নির্ব্বাণের যোগ্য যেইজন।
"যিনি সেই অরহত" নির্ব্বাণ-ভাজন॥
বিনা গুরু উপদেশ বিনা অধ্যয়নে।
যেজন নির্ব্বাণ-জ্ঞান পাইলা আপনে॥
দুখঃ, দুঃখ-হেতু, যাতে দুঃখ-নিবারণ।
অষ্ট মহাপথ যেতে নির্ব্বাণ ভুবন॥

যে বুঝিলা এই চারি সত্য নিজ বলে।
বিতরিলা সেই সত্য মানব সকলে ॥
স্বয়ং যে বুঝিলা সত্য তাই সে সম্বুদ্ধ।
প্রকাশিয়া হৈলা ভবে "সম্যক্‌সম্বুদ্ধ" ॥
অনিত্য অনাত্ম-দুঃখ-জ্ঞান—ত্রিলক্ষণ।
ত্রিবিদ্যা বলিয়া তিনে কহে জ্ঞানিগণ ॥
পূর্ব্ববাস পূর্ব্বজন্ম যে জ্ঞানে স্মরণ।
যেই জ্ঞানে জানে নর জনম মরণ ॥
যেই জ্ঞানে পারে তৃষ্ণা করিবারে ক্ষয়।
ত্রিবিদ্যা বলিয়া তিনে জ্ঞানিগণ কয় ॥
যেই জ্ঞানে আত্ম-তত্ত্ব জানে নরচয়।
তত্ত্ব-জ্ঞান বলিয়া তা' জ্ঞানিগণ কয় ॥
প্রথমেতে ধর এই তত্ত্ব-জ্ঞান-জ্ঞান।
দ্বিতীয়েতে মনোময়-ঋদ্ধি-জ্ঞান জান ॥
মনোময়-ঋদ্ধি কিবা করহ শ্রবণ।
আত্মপর-মনোমত আকার ধারণ ॥
নিজ কায়ে অন্যজনে করান প্রবেশ।
পর-দেহে নিজে গিয়া প্রবেশ বিশেষ ॥
এ' যে মনোময়-ঋদ্ধি দ্বিতীয় গণন।
তৃতীয় বিবিধ-ঋদ্ধি-শকতি ধারণ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের কোথা কেবা কহে কি বচন।
চতুর্থেতে দিব্য কর্ণে সে কথা শ্রবণ॥
যেই জ্ঞানে পর-মনোভাব জানি লয়।
পঞ্চমেতে অন্তর্যামী জ্ঞান তাহা কয়॥
ষষ্ঠে পূর্ব্ববাস, পূর্ব্ব-জনম-স্মরণ।
সপ্তমেতে দিব্যচক্ষু—বিশুদ্ধ নয়ন॥
অষ্টমে আস্রবক্ষয়-জ্ঞান—তৃষ্ণা-ক্ষয়।
অষ্ট-বিদ্যা এই অষ্টজ্ঞানে জ্ঞানী কয়॥
অষ্টবিদ্যা-অন্তর্গত ষষ্ঠ ও অষ্টম।
ত্রিবিদ্যার প্রথম তৃতীয় দু'টী সম॥
তিন তিন অষ্ট এই বিদ্যা চতুর্দ্দশ।
চারিটীতে দু'টী ধরে একুনে দ্বাদশ॥
প্রথমেতে প্রাতিমোক্ষশীল সুরক্ষণ।
দ্বিতীয়েতে ষড়েন্দ্রিয় করা সুদমন॥
তৃতীয়েতে পরিমিত ভোজন আহার।
চতুর্থেতে আত্ম-রক্ষা জেগে অনিবার॥
পঞ্চমেতে ত্রিরতনে বিশ্বাস অটল।
ষষ্ঠে পাপকর্ম্মে লজ্জাভাব অবিরল॥
সপ্তমেতে পাপ-ভয় সুশিক্ষা অষ্টম।
নবমেতে যত্ন স্মৃতি-শকতি দশম॥

একাদশে প্রজ্ঞা অতঃপর চারি ধ্যান।
পঞ্চদশ আচরণ সুগত বাখান॥
উপরে বর্ণিত বিদ্যা দ্বাদশ প্রকার।
পঞ্চদশ আচরণ বর্ণিনু যে আর॥
এই সপ্তবিংশ গুণ করিয়া ধারণ।
যিনি "বিদ্যাচরণসম্পন্ন" খ্যাত হন॥
অমৃত নির্ব্বাণপুরী সোণার বরণ।
তথায় গমন যার সফল জীবন॥
যে নির্ব্বাণে একবার করিলে গমন।
পুনঃ দুঃখময় ভবে আসে না কখন॥
সে হেন সুগতি ঠাঁই নির্ব্বাণ পরম।
তথায় গমন যাঁর, না হয় জনম॥
যথা গিয়া আরবার মরিতে না হয়।
তথায় গমন "সুগমন" জ্ঞানী কয়॥
সুগতি গমনে যিনি হইলা "সুগত"।
দুঃখময় ভবে যিনি হবে না আগত॥
অথবা সুবাক্যবাদী যিনি ভূমণ্ডলে।
সুবাক্য ছাড়িয়া যেবা কুবাক্য না বলে॥
ইহলোক পরলোক সুরাসুরলোক।
নরলোক মারলোক আর ব্রহ্মলোক॥

সত্ত্বলোক আকাশ-সংস্কার-লোক আর।
কামলোক রূপারূপ এ' তিন প্রকার॥
ক্লেশলোক ভবলোক ইন্দ্রিয়লোক ত্রয়।
স্কন্ধ-আয়তন-ধাতু-লোক এ' ত্রিতয়॥
নরকের চারি আর এক নরলোক।
দেবতার ছয় লোক বিংশ ব্রহ্মলোক॥
এ' সকল লোকের বিষয় যিনি জ্ঞাত।
"লোকজ্ঞ" বলিয়া যিনি জগতে বিখ্যাত॥
এ' সকল লোকে যাঁর নাহি সমসর।
দানে শীলে জ্ঞানে ধ্যানে সবার উপর॥
অসম সমান যিনি সবার উপর।
এই হেতু সর্ব্বলোকে যিনি "অনুত্তর"॥
দান, শীল, ভাবনা, সমাধি ধ্যান জ্ঞান।
পশিতে নির্ব্বাণ-পুরে সুরচিত যান॥
ধর্ম্ম-রথে চড়াইয়া যত জীব-রথী।
লইতে নির্ব্বাণ-পুরে যেজন সারথী॥
নির্ব্বাণ-পুরের যিনি দেখাইলা পথ।
নির্ব্বাণ-গমনে যিনি রচে ধর্ম্ম-রথ॥
নির্ব্বাণ-নগরে যেতে যিনি মাত্র সাথী।
যেজন"পুরুষ-দম্য-পরম-সারথী"॥

ইহলোক-পরলোক-হিতের কারণ।
শীল-জ্ঞান-ধ্যান-ধর্ম্ম-শাসনে যেজন ॥
সুরাসুরে মারে নরে করেন শাসন।
"দেব নর-শাস্তা" যিনি বিখ্যাত ভুবন ॥
নিজ বলে চারি সত্য বুঝিয়া যেজনে।
"বুদ্ধ" নামে ঘোষিত হইলা ত্রিভুবনে ॥
দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য, দয়া নিষ্ঠাচার।
উপেক্ষা, বৈরাগ্য, প্রজ্ঞা, সত্য এই চা'র ॥
এই দশ পারমিতা করিয়া পূরণ।
ভব-দুঃখ-শৃঙ্খল যে করিলা ভঞ্জন ॥
দশ পারমিতা-ভগ যেজন ধরিলা।
ভব-দুঃখ-শৃঙ্খলাদি যেজন ভাঙ্গিলা ॥
যাঁর সম ভব ধামে নাহি ভাগ্যবান্।
এই হেতু যাঁর নাম হৈল ভগবান্ ॥
আত্ম-বলে সত্য-জ্ঞান যে জন পাইলা।
জ্ঞান পেয়ে জ্ঞান-পথে আপনি চলিলা ॥
নির্ব্বাণের জ্ঞান পেয়ে নির্ব্বাণ দেখিলা।
জানিয়া দেখিয়া নিজে পরে জানাইলা ॥
সুরাসুরে মারেনরে শ্রমণে ব্রাহ্মণে।
দেখাইলা সেই পথ নির্ব্বাণ-কারণে ॥

হেন ধর্ম্ম উপদেশ দিলা যিনি দান।
আদি অন্তে মধ্যে যার সর্ব্বত্রে কল্যাণ॥
সার্থক ব্যঞ্জনযুক্ত সম্পূর্ণ কেবল।
পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম সুবিমল॥
হেন ধর্ম্ম যিনি উপদেশ দিলা দান।
যিনি হেন ধর্ম্ম-শাস্ত্র করিলা বাখান॥
কায়মনোবাক্যে আমি সেই ভগবানে।
করিতেছি পূজা এই সকৃতজ্ঞ মনে॥
অবনত শিরে আমি সেই ভগবানে।
করিতেছি প্রণিপাত সকৃতজ্ঞ মনে॥

ধম্মাভিথূতিং।

(পালি।)

যো সো স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো অকালিকো এহিপস্সিকো, ওপনাযিকো পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহি। তমহং ধম্মং অভিপূজয়ামি, তমহং ধম্মং সিরসা নমামি। [প্রণিপাত ১টী]।

সান্বয়ার্থ।

(যো সো ধম্মো) যেই সে ধর্ম্ম (ভগবতা) ভগবান্ [অর্হৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধ] কর্ত্তৃক (স্বাক্খাতো = সু + আক্খাতো) সুচারুরূপে আখ্যাত, (সন্দি-ট্ঠিকো) সন্দৃষ্টিক [যে ধর্ম্ম ইহলোকে প্রত্যক্ষে চোকের উপর ফল প্রদান করে], (অকালিকো) আকালিক [যেই ধর্ম্ম গ্রহণ ও পালন করিবার এবং গ্রহণেও পালনে ফল প্রদান করিবার কোন ও বিশেষ কালাকালের অপেক্ষা করে না], (এহিপস্সিকো) আহ্বানিক [যেই ধর্ম্ম "এস একবার আমাকে দেখিয়া যাও, একবার আমার মতে চলিয়া চাও" বলিয়া সর্ব্ব সাধারণকে সাদরে আহ্বান করে], (ওপনাযিকো) ঔপনা-য়িক [যেই ধর্ম্ম উপনায়কের গুণবিশিষ্ট বা বুদ্ধের পরিবর্ত্তে বুদ্ধস্বরূপ] (বিঞ্ঞূহি) বিজ্ঞগণকর্ত্তৃক (পচ্চত্তং) নিজে২ [বিশেষরূপে] (বেদিতব্বো) জানিবার যোগ্য। (অহং) আমি (তং ধম্মং) সেই ধর্ম্মকে (অভিপূজয়ামি) কায়মনোবাক্যে পূজা করিতেছি; (অহং) আমি (তং ধম্মং) সেই ধর্ম্মকে (সিরসা) অবনত শিরে (নমামি) নমস্কার করিতেছি।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ—পয়ার।

যেই ধর্ম্ম সেই ভগবান্ [অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ] কর্ত্তৃক সুচারুরূপে আখ্যাত হইয়াছে (ইত্যাদি ধর্ম্মাভিবাদনবৎ)। আমি সেই ধর্ম্মকে কায়মনোবাক্যে পূজা ও অবনত শিরে নমস্কার করিতেছি।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

যেই ধর্ম্ম সুচারুরূপেতে ভগবান্।
বুঝিয়া পালিয়া নিজে করিলা বাখান॥
গ্রহণে পালনে ভবে যেই ধর্ম্মবর।
ইহলোকে ফলদায়ী আঁখির উপর॥
গ্রহণে পালনে ফল গোচরেই দান।
এই হেতু "সন্দৃষ্টিক" যে ধর্ম্ম বাখান॥
গ্রহণ পালন যাহা যে সে কালে হয়।
গ্রহণে পালনে যে সে কালে ফলোদয়॥
গ্রহণ পালন কাল আর ফলোদয়।
নাহিক বিশেষ তাই "আকালিক" কয়॥
যে ধর্ম্ম সাদরে ডাকে ওহে নরগণ॥
"এস একবার মোরে কর হে দর্শন॥"
এ'কথা বলিয়া সবে ডাকে বার বার।
"মম কথা মত চলি দেখ একবার॥"

যেই ধর্ম্ম এ’ বলিয়া ডাকে সর্ব্বজনে।
“আহ্বানিক” যেই ধর্ম্ম বিদিত ভুবনে
যেই ধর্ম্ম ভগবান্ বুদ্ধের বচন।
বুদ্ধ হীনে বুদ্ধরূপে আছে এ’ ভুবন॥
যেই ধর্ম্ম নায়কের বদলে নায়ক।
হেন গুণধর ধর্ম্ম—সে “ঔপনায়ক”॥
আপনা আপনি যেই ধর্ম্ম বিজ্ঞগণে।
জানিবার উপযুক্ত এ’ ভব ভুবনে॥
কায়মনোবাক্যে সেই ধর্ম্মের শরণে।
করিতেছি পূজা এই সকৃতজ্ঞ মনে॥
অবনত শিরে সেই ধর্ম্মের চরণে।
প্রণিপাত করিতেছি সকৃতজ্ঞ মনে॥



সংঘাভিথূতিং।

(পালি।)

যো সো সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, ঞাযপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, সামীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, যদিদং চত্তারিপুরিসযুগানি

অঠ্‌ঠপুরিস পুগ্‌গলা, এসভগবতো সাবকসংঘো,আহু-নেয্যো পাহুনেয্যো দক্খিণেয্যো অঞ্জলিকরণীযো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্স। তমহং সংঘং অভিপূজয়ামি; তমহং সংঘং সিরসা নমামি। [একটী প্রণিপাত করতঃ লেপ্‌টিয়া বসিবে]।

সান্বয়ার্থ (ভগবতো) ভগবান্ [অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধের] (যো সো) যেই সে (সাবকসংঘো) শ্রাবক সংঘ, শিষ্যগণ (সুপটিপন্নো) সুপ্রতিপন্ন—সুপথে উপনীত ; (ভগবতো যো সাবকসংঘো) পূর্ব্ববৎ (উজুপটিপন্নো) ঋজু প্রতিপন্ন – সোজাপথে উপনী (ঞায়পটিপন্নো) ন্যায়প্রতিপন্নো—ন্যায়পথে উপনীত ; (সামীচিপটিপন্নো) সাম্যপ্রতিপন্ন—বিশিষ্ট পথে উপনীত ; (যং ইদং চত্তারি পুরিসযুগানি) এই যে চারি যোড়া পুরুষ [অর্থাৎ স্রোতাপত্তিমার্গস্থ ও ফলস্থ, সকৃদাগামিমার্গস্থ ও ফলস্থ, অনাগামিমার্গস্থ ও ফলস্থ, অর্হৎমার্গস্থ ও ফলস্থ] (অঠ্‌ঠপুরিসপুগ্‌গলা) এই অষ্ট পুরুষ ব্যক্তি (ভগবতো এসো সাবকসংঘো) ভগবানের এমন শ্রাবকসংঘ, শিষ্যগণ] (আহুনেয্যো) আহ্বানীয়, নিমন্ত্রণের যোগ্য,

(পাহুনেয্যো) প্রাহ্বানীয়, শুধু একবার নিমন্ত্র-ণের যোগ্য নহে—বারংবার নিমন্ত্রণের যোগ্য, (দক্খিণেয্যো) দক্ষিণীয়, দানদক্ষিণার বা প্রদক্ষি-ণের যোগ্য, (অঞ্জলিকরণীয়ো) অঞ্জলিকরণীয়, যোড়হাতে নমস্কারের যোগ্য এবং (লোকস্স) জগজ্জনের (অনুত্তরং). অনুত্তর, সর্ব্বোৎকৃষ্ট (পুঞ্ঞক্খেত্তং) পুণ্যক্ষেত্র, পুণ্যবীজ রোপণ করি-বার উর্ব্বরা ভূমি। (অহং তং সংঘং অভিপূ-জয়ামি) আমি [ভগবানের] সেই সকল শিষ্যসং-ঘকে কায়মনোবাক্যে পূজা করিতেছি। (অহং তং সংঘং সিরসা নমামি) আমি সেই সংঘকে অবনত শিরে নমস্কার করিতেছি।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

ভগবানের যেই সকল শিষ্যসংঘ সুপথে উপনীত [ইত্যাদি সংঘাভিবাদন বৎ]। আমি সেই সংঘকে কায়-মনোবাক্যে পূজা ও অবনত শিরে নমস্কার করিতেছি।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

ভগবান্ শ্রীবুদ্ধের যেই শিষ্যগণ।
সুপথে, সরল পথে, উপনীত হন॥

ন্যায়পথে উপনীত যাঁরা মহাশয়।
সাম্য—শিষ্টাচারপথে উপনীত কয়॥
অমৃত নির্ব্বাণপুরে প্রবেশ করিতে।
চারিটী সোপান এই শুন সাবহিতে॥
"স্রোতাপত্তিমার্গ" নাম প্রথম সোপান।
মার্গ সে "সকৃদাগামী" দ্বিতীয় বাখান॥
"অনাগামিমার্গ" নাম তৃতীয়ে উত্তম।
"অরহত মার্গ" যার নাহি কিছু সম॥
এ'সকল মার্গের আদিতে যেবা স্থিত।
মার্গস্থ বলিয়া তেঁই শাস্ত্রেতে বর্ণিত॥
এ'সকল মার্গের যে অন্ত প্রাপ্ত হয়।
ফলস্থ বলিয়া তাঁরে জ্ঞানিগণ কয়॥
আদি অন্তে মার্গ ফল প্রত্যেক সোপানে।
চারি সোপানেতে অষ্ট হইবে গণনে॥
চারি সোপানের আদি স্থিত চারিজন।
মার্গস্থ বলিয়া শাস্ত্রে করিলা কীর্ত্তন॥
চারি সোপানের অন্তে স্থিত চারিজন।
ফলস্থ বলিয়া শাস্ত্রে হইল বর্ণন॥
পথ ফল ভেদে যুগ্ম একৈক সোপানে।
চারি সোপানেতে অষ্ট হইবে গণনে॥

এমন সে ভগবান্ বুদ্ধ-শিষ্যগণ।
জগত পূজিত যাঁরা পূজার ভাজন ॥
নিমন্ত্রি'আনিয়া পূজা যাঁ'দিগে উচিত।
"আহ্বানীয়" বলি' যাঁরা এ'হেতু বিদিত ॥
নহে শুধু একবার—ডেকে বারংবার।
পূজনের যোগ্য যাঁরা দেবতা সবার ॥
বারংবার নিমন্ত্রিয়া পূজন উচিত।
"পুনরাহ্বানীয়" যাঁরা এ'হেতু বিদিত ॥
যাঁরা "দক্ষিণীয়"—দান দক্ষিণা ভাজন।
যাঁহাদের দানে ফল সংখ্যা অগণন ॥
যাঁরা ভবে যোড়করে প্রণতি ভাজন।
"অঞ্জলি করণীয়" তাই বিদিত ভুবন ॥
নরগণ পুণ্য-বীজ করিতে বপন।
যাঁহারা উর্ব্বরা ভূমি এ'মর্ত্ত্য ভুবন ॥
অন্য হেন ভূমি নাহি সমান তাহার।
"লোক-অনুত্তর-পুণ্যক্ষেত্র" নাম যাঁর ॥
কায়মনোবাক্যে সেই সংঘের চরণে।
পূজা করিতেছি আমি সুপ্রসন্ন মনে ॥
অবনত শিরে হেন সংঘের চরণে।
প্রণিপাত করিতেছি সকৃতজ্ঞ মনে ॥

রতনত্তয়-পণাম-গাথায়ো।

(পালি।)

১। বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণা-মহাণ্ণবো,
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞাণ লোচনো।
লোকস্স পাপূপকিলেস-ঘাতকো,
বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেন তং ॥

২। ধম্মো পদীপো বিয তস্স সত্থুনো,
যো মগ্গপাকামতভেদভিন্নকো।
লোকুত্তরো যো চ তদত্থদীপনো,
বন্দামি ধম্মং অহমাদরেন তং ॥

৩। সংঘো সুখেত্তাভ্যতিখেত্তসঞ্ঞিতো,
যো দিট্ঠসন্তো সুগতানুবোধকো।
লোলপ্পহীনো অরিয়ো সুমেধসো,
বন্দামি সংঘং অহমাদরেন তং ॥

৪। ইচ্চেবমেকন্ত'ভিপূজনেয্যকং,
বত্থুত্তযং বন্দয়তাভিসংখতং।
পুঞ্ঞং মযা যং মম সব্বুপদ্দবা,
মা হোন্তু বে তস্স পভাবসিদ্ধিযা ॥

সান্বয়ার্থ।

১। (যো) যিনি (বুদ্ধো) বুদ্ধ (সুসুদ্ধো) সুশুদ্ধ (করুণা মহাণ্ণবো) করুণা-মহার্ণব, দয়ার সাগর (যো) যিনি (অচ্চন্ত-সুদ্ধব্বর-ঞাণ-লোচনো) অত্যন্ত শুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ জ্ঞানরূপ চক্ষুধারী ও (লোকস্স) লোকের (পাপং চ) পাপ এবং (উপকিলেসং চ) উপক্লেশ, উপপাপ (ঘাতকো) ঘাতক, বিনাশক, (অহং) আমি (তং বুদ্ধং) সেই বুদ্ধকে (আদরেন) আদরের সহিত,সাদরে (বন্দামি) বন্দনা করিতেছি।

২। (তস্স সত্থুনো) সেই [অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ] শাস্তার (যো ধম্মো) যেই ধর্ম্ম (পদীপোবিয়) প্রদীপবৎ (মগ্গং চ) মার্গ বা পথ এবং (পাকং চ) পাপ পুণ্যের বা নির্ব্বাণের ফল ও (অমতভেদঞ্চ) অমৃতভেদ, নির্ব্বাণের নিগূঢ় তত্ত্ব, (ভিন্নকো) বিভাজক বা নির্দ্দেশক; (যো চ) এবং যেই ধর্ম্ম (লোকুত্তরো চ) লোকোত্তর, ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠ বা অলৌকিক ধর্ম্মও (তদত্থদীপনো) পরমার্থ সত্য প্রকাশক; (অহং) আমি (তং) সেই ধর্ম্মকে (আদরেন) আদরের সহিত (বন্দামি) বন্দনা করিতেছি।

৩। (যো সংঘো) যেই সংঘ (সুখেত্তাভি) সুক্ষেত্র হইতে (অতিখেত্তং) অতি ক্ষেত্র [অর্থাৎ সুক্ষেত্র হইতেও সুক্ষেত্র] (ইতি) বলিয়া (সঞ্ঞিতো) সংজ্ঞিত, অভিহিত; (যো) যেই [সংঘ] (দিঠ্ঠ-সন্তো) দৃষ্টশান্ত, শান্তিময় নির্ব্বাণপদ দর্শন করিয়াছেন; (সুগতানুবোধকো = সুগতস্স অনু-বোধকো) সুগত বুদ্ধের উপদেশে সত্য বুঝিয়া "অনুবুদ্ধ" (লোলপ্পহীনো) লালসাবিহীন, জিতে-ন্দ্রিয়; (অরিয়ো) আর্য্য, পূজ্য ও (সুমেধসো) সুমেধাবী (অহং) আমি (তং) সেই সংঘকে (আদরেন) আদরের সহিত (বন্দামি) বন্দনা করিতেছি।

৪। (ইচ্চেবং = ইতি + এবং) এইরূপ (এক-ন্তভিপূজনেয্যকং = একন্ত + অভিপূজনেয্যকং) একান্তাভিপূজনীয়, কায়মনোবাক্যে একান্ত পূজ-নীয় (বথ্থুত্তয়ং) বস্তুত্রয়কে, [রত্নত্রয়কে] (বন্দ-য়তা ময়া) বন্দনাকারী আমার দ্বারা (যং পুঞ্ঞং) যেই পুণ্য (অভিসংখতং) অভিসংস্কৃত [কায়-মনোবাক্যে করা হইয়াছে], (তস্স) তাহার [সেই পুণ্যের] (পভাবসিদ্ধিয়া) প্রভাবসিদ্ধিদ্বারা

প্রভাবে, (মম) আমার (সব্বে) সর্ব্ব [কোনরূপ] (উপদ্দবা) উপদ্রব (বে) নিশ্চয়ই (মা হোন্তু) না হউক।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। যিনি বুদ্ধ, সুশুদ্ধ, করুণামহার্ণব ও অত্যন্ত বিশুদ্ধবর জ্ঞান-লোচন; এবং যিনি লোকের পাপ ও উপক্লেশঘাতক, আমি তাঁহাকে (বুদ্ধকে) সাদরে বন্দনা করিতেছি।

২। সেই জগদ্‌গুরু ভগবান্ শাস্তা বুদ্ধের যেই ধর্ম্ম প্রদীপবৎ, মার্গ, ফল ও অমৃতভেদনির্দ্দেশক; যে ধর্ম্ম পরমার্থ সত্য প্রকাশক ও ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ; আমি সেই ধর্ম্মকে সাদরে বন্দনা করিতেছি।

৩। যেই সংঘ সুক্ষেত্রাতিক্ষেত্র নামে সংজ্ঞিত, যাঁহারা দৃষ্টশান্ত ও সুগতানুবুদ্ধ এবং যাঁহারা লোলপ্রহীন, আর্য্য ও সুমেধাবী; আমি সেই সংঘকে সাদরে বন্দনা করিতেছি।

৪। একান্ত পূজ্য বস্তুত্রয়বন্দনাকারী আমার দ্বারা যেই পুণ্য কায়মনোবাক্যে সম্যক্‌রূপে করা হইয়াছে, তৎপ্রভাবে আমার কোন উপদ্রবই না হউক্।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। যিনি বুদ্ধ সুবিশুদ্ধ করুণা সাগর।
যিনি সুবিমল বর জ্ঞান-নেত্র-ধর॥
যিনি জগতের পাপ-তাপ-ক্লেশ-হর।
বন্দি সে পরম বুদ্ধে করি সমাদর॥

২। দীপোপম যে ধরম সুগত শাস্তার।
পথ-ফল-অমৃত যে ধরমে প্রচার॥
পরমার্থদীপক ধরম লোকোত্তর।
বন্দি সে পরম ধর্ম্মে করি সমাদর॥

৩। সুক্ষেত্রোতিক্ষেত্র নামে যাঁরা অভিহিত।
যাঁরা অনুবুদ্ধ শান্তি হইলা বিদিত॥
যাঁরা কামহীন আর্য্য সুবুদ্ধি অন্তর।
বন্দি সে পরম সংঘে করি সমাদর॥

৪। পূজনীয়-পূজনীয় এ'যে ত্রিরতন।
তাঁহাদিগে এ'যে আমি করিনু বন্দন॥
তাঁদের পূজায় যে লভিনু পুণ্যসার।
তার তেজে কোন বিঘ্ন না হোক আমার॥

সংবেগপরিদীপনপাঠং।

(পালি।)

ইধ তথাগতো লোকে উপ্পন্নো অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো, ধম্মো চ দেসিতো নিয্যানিকো উপসমিকো পরিনিব্বানিকো সম্বোধগামী সুগতপ্পবেদিতো মযং তং ধম্মং সুত্বা এবং জানাম; "জাতি পি দুক্খা, জরাপি দুক্খা মরণং পি দুক্খং, সোক-পরিদেব-দুক্খ-দোমনস্সু-পাযাসাপি দুক্খা, অপ্পিযেহি সম্পযোগোদুক্খো, পিযেহি বিপ্পযোত্তগ্য দুক্খো, যম্পিচ্ছং ন লভতি তং পি দুক্খং, সংখিত্তেন পঞ্চুপাদানক্খন্ধা দুক্খা, সেয্যথীদং রূপূপাদানক্খন্ধো, বেদনূপাদানক্খন্ধো, সঞ্ঞূপাদানক্খন্ধো, সংখারূ পাদানক্খন্ধো, বিঞ্ঞাণূপাদানক্খন্ধো। যেসং পরিঞ্ঞায ধরমানো সো ভগবা, এবং বহুলং সাবকে বিনেতি। এবং ভাগা চ পনস্স ভগবতো সাবকেসু অনুসাসনী বহুলা পবত্ততি—"রূপং অনিচ্চং, বেদনা অনিচ্চা, সঞ্ঞা অনিচ্চা, সংখারা অনিচ্চা, বিঞ্ঞাণং অনিচ্চং; রূপং অনত্তা, বেদনা অনত্তা, সঞ্ঞা অনত্তা, সংখারা অনত্তা, বিঞ্ঞাণং অনত্তা"তি। তে মযং

ওতীণ্ণাম্হ জাতিয়া জরামরণেন, সোকেহি পরিদে-বেহি দুক্খেহি দোমনস্সেহি উপাযাসেহি, দুক্খোত্তীণ্ণা দুক্খপরেতা। অপ্পেবনামিমস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্ধস্স অন্তকিরিয়া পঞ্ঞাযেথাতি। চিরপরিনিব্বুতং পি তং ভগবন্তং * উদ্দিস্স অরহন্তং সম্মাসম্বুদ্ধং সদ্ধা আগারস্মা অনগারিযং পব্বজিতা, তস্মিং ভগবতি ব্রহ্মচরিযং চরাম,(ভিক্খূনং) সিক্খা-সাজীসমাপন্না। তং নো ব্রহ্মচরিযং ইমস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্ধস্স অন্তকিরি-যায সংবত্ততু। [উপবিষ্ট ভাবে হাত তুলিয়া ১ টী নমস্কার]। [টীকা।—শ্রামণেরগণ ( ) বন্ধ-নীর অন্তর্গত (ভিক্খূনং) শব্দ স্থানে "সামণেরানং" বলিবেন। গৃহস্থগণ * এই তারা চিহ্ন হইতে নিম্ন লিখিতরূপ কহিবেন, যথা (পালি।)]—সরণংগতা, ধম্মঞ্চ ভিক্খুসংঘঞ্চ। তস্স ভগবতো সাসনং যথাসতি যথাবলং মনসি করোম, অনুপটিপজ্জাম। সাসা নো পটিপত্তি ইমস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্ধস্স অন্ত-কিরিয়ায় সংবত্ততু। [টীকা—স্ত্রীলোকেরা "তে ময়ং" স্থানে "তা ময়ং" ও একজন প্রার্থনাকারী হইলে "সদ্ধা, পব্বজিতা, চরাম, সমাপন্না, নো, গতা,—করোম,—পজ্জাম, নো," স্থানে যথাক্রমে

"সঙ্ঘো, পব্বজিতো, চরামি, সমাপন্নো, মে, গতো, (স্ত্রীহইলে"গতা")—করোমি,পজ্জামি, মে"বলিবে]।

সান্বয়ার্থ।

(ইধলোকে) ইহলোকে (তথাগতো) তথাগত (অরহং) অর্হৎ (সম্মাসম্বুদ্ধো) সম্যক্‌সম্বুদ্ধ (উপ্পন্নো) উৎপন্ন হইয়াছেন ; এবং [তৎ কর্ত্তৃক] (নিয্যানিকো) নির্ব্বাণপুরে প্রবেশ করিবার রথস্বরূপ ; [উপসমিকো) সংসার-দুঃখোপশমকারী (পরিনিব্বাণিকো) সাংসারিক দুঃখাগ্নি নির্ব্বাপক (সম্বোধগামী) সম্যক্‌জ্ঞানপথগামীও (সুগতপ্পবেদিতো) সুগত বুদ্ধ প্রকাশিত (ধম্মো) ধর্ম্ম (দেসিতো) উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। (মযং) আমরা (তং ধম্মং) সেই ধর্ম্ম (সুত্বা) শুনিয়া (এবং) এইরূপ (জানাম) জানিতেছি [যে], (জাতি পি দুক্খা) জন্ম ও দুঃখ (জরাপি দুক্খা) জরা ও দুঃখ (মরণং পি দুক্খং) মরণও দুঃখ (সোকো) শোক (পরিদেবো) পরিদেবন, খেদোক্তি, বিলাপ (দুক্খো) রোগাদি কায়িকদুঃখ (দোমনস্সোচ) দৌর্ম্মনস্য, মানসিকদুঃখও (উপায়াসোপি) নৈরাশ্যও (দুক্খো) দূঃখ; (অপ্পি-

য়েহি) অপ্রিয়গণের সহিত (সম্পযোগো) সংযোগ, মিলন (দুক্খো) দুঃখ (পিযেহি) প্রিয়-গণ হইতে (বিপ্পযোগো দুক্খো) বিপ্রয়োগ, বিয়োগ, বিচ্ছেদ দুঃখ (যং পি ইচ্ছং ন লভতি) যাহা পাইবার ইচ্ছা, তাহা লাভ না হয় (তং পি দুক্খং) তাহাও দুঃখ; (সংখিত্তেন) সংক্ষেপতঃ (পঞ্চু-পাদানক্খন্ধা = পঞ্চ + উপাদানক্খন্ধা) পঞ্চোপাদানস্কন্ধ [পাঁচটী শারীরিক মানসিক উপাদান রাশি],(দুক্খা) দুঃখ (সেয্যথীদং) তাহা এই,যথা ;—(রূপূপাদান-ক্খন্ধো = রূপ + উপাদানস্কন্ধো) রূপ [অঙ্গপ্রত্য-ঙ্গাদি ভৌতিক আকৃতি] উপাদানস্কন্ধ; (বেদনা + উপাদানক্খন্ধো) বেদনোপাদানস্কন্ধ, [বেদনা, সুখ, দুঃখ ও উপেক্ষা বোধ বা জ্ঞান]; (সঞ্ঞা + উপাদানক্খন্ধো) সংজ্ঞোপাদানস্কন্ধ ; (সংখারূপা-দানক্খন্ধো = সংখারা + উপাদানক্খন্ধো (সংস্কারো-পাদানস্কন্ধ, (বিঞ্ঞাণ + উপাদানক্খন্ধো) বিজ্ঞা-নোপাদানস্কন্ধ; [পঞ্চস্কন্ধের সরল কথা এই, ১— শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি আকৃতিরাশি, ২—সুখ দুঃখাদি জ্ঞানরাশি, ৩ নামরাশি, ৪ বাসনারাশি, ৫ শক্তিরাশি বা প্রাণরাশি]। (ধরমানো)

জীবমান্ (সো ভগবা) সেই ভগবান্ বুদ্ধদেব (এবং বহুলংধম্মং) এইরূপ বহুল ধর্ম্ম (সাবকে) শ্রাবক-দিগকে, শিষ্যদিগকে (বিনেতি) শিক্ষা দেন। (অস্স চ পন ভগবতো) এবং এই ভগবান্ বুদ্ধেরই (এবং ভাগা) এমত ভাবের (বহুলা অনু-সাসনী) বহুল অনুশাসন বিধান (সাবকেসু) শ্রাবক বা শিষ্যদিগের কাছে (পবত্ততি) প্রবর্ত্তিত বা প্রচার করেন। যথা,—"(রূপং অনিচ্চং) রূপ অনিত্য [শারীরিক সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী নহে]; (বেদনা অনিচ্চা) বেদনা অনিত্য [সুখবোধ, দুঃখ-বোধ, ও উপেক্ষাবোধ বা সুখেদুঃখে সমতা চিরস্থায়ী নহে]; (সঞ্ঞা অনিচ্চা) সংজ্ঞা অনিত্য [নাম চিরস্থায়ী নহে]; (সংখারা অনিচ্চা) সংস্কার অনিত্য [বাসনারাশি চিরস্থায়ী নহে]। সংস্কার ৫২ প্রকার, যথা;—১ (ফস্সো) স্পর্শ, ২ (বেদনা) বেদনা (বোধ), ৩ (সঞ্ঞা) সংজ্ঞা, ৪ (চেতনা) চেতনা, ৫ (একগ্গতা) একাগ্রতা, ৬ (জীবিতিন্দ্রিয়ং) জীবনিশক্তি, ৭ (মনসি-কারো) মনোযোগ, ৮ (বিতক্কো) বিতর্ক, ৯ (বিচারো) বিচার, ১০ (অধিমোক্খো) অধিমোক্ষ

[দৃঢ় বিশ্বাস], ১১ (বিরিযং) বীর্য্য [যত্ন], ১২ (পীতি প্রীতি, ১৩ (ছন্দো) ছন্দ, ১৪ (মোহো) মোহ, ১৫ (অহিরিকং) নির্লজ্জতা, ১৬ (অনো-ত্তপ্পং,) অনৌত্ত্বাপ্য [পাপভয়-রাহিত্য], ১৭ (উদ্ধ-চ্চং) ঔদ্ধত্য [ধৃষ্টতা, প্রগল্‌ভতা], ১৮ (লোভো) লোভ, ১৯ (দিট্ঠি) দৃষ্টি [নাস্তিকতা], ২০ (মানো) মান, ২১ (দোসো) দ্বেষ, ২২ (ইস্সা) ঈর্ষা, ২৩ (মচ্ছরিযং) মাৎসর্য্য, ২৪ (কুক্কুচ্চং) কৌকৃত্য, [অসংযততা], ২৫ (থীনং) অলসতা, ২৬ (মিদ্ধং) তন্দ্রা, ২৭ (বিচিকিচ্ছা) বিচিকিৎসা, সন্দেহ, ২৮ (সদ্ধা) শ্রদ্ধা, ২৯ (সতি), স্মৃতি, ৩০ (হিরি) লজ্জা, ৩১ (ওত্তপ্পং) ঔত্ত্বাপ্য [পাপ-ভয়], ৩২ (অলোভো) অলোভ, [লোভ-হীনতা] ৩৩ (অদোসো) অদ্বেষ, দ্বেষহীনতা, ৩৪ (তত্রমজ্ঝত্ততা) তত্রমধ্যস্থতা, ৩৫(কাযপস্সদ্ধি) কায়প্রশ্রব্ধি, কায়িকপ্রশান্তি, ৩৬ (চিত্তপস্সদ্ধি) চিত্তপ্রশ্রব্ধি, চিত্তপ্রশান্তি, ৩৭ (কায়লহুতা) কায়লঘুতা, ৩৮ (চিত্তলহুতা) চিত্তলঘুতা, ৩৯ (কাযমুদুতা) কায়মৃদুতা, ৪০ (চিত্তমুদুতা) চিত্ত-মৃদুতা, ৪১ (কায়কম্মঞ্ঞতা) কায়কর্ম্মজ্ঞতা (কায়িক

কর্ম্ম জানিবার ভাব], ৪২ [চিত্তকম্মঞ্ঞতা] চিত্ত-কর্ম্মজ্ঞতা, ৪৩ (কাযপাগুঞ্ঞতা) কায়প্রাগুণ্যতা [কায়বিষয়ে বহুদর্শিতা], ৪৫ (কাযুজ্জুকতা) কায়-ঋজুকতা, ৪৬ (চিত্তুজ্জুকতা) চিত্তঋজুকতা, ৪৭ (সম্মাবাচা) সৎবাক্য, ৪৮ (সম্মাকম্মন্তো) সৎকর্ম্ম ৪৯ (সম্মাআজীবো) সদাজীব, সদুপায়ে জীবিকা আহরণ],৫০(করুণা) করুণা, পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া], ৫১ (মুদিতা) মুদিত, পরের সুখে সুখী হওয়া, ৫২ (পঞ্ঞিন্দ্রিয়ং) প্রজ্ঞা, এই সকল চির-স্থায়ী নহে]।; (বিঞ্ঞাণং অনিচ্চং) বিজ্ঞান অনিত্য [আমি আমি আমার আমার ইত্যাকার নিত্য উৎপন্ন জ্ঞান প্রবাহ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির শক্তি চিরস্থায়ী নহে] ; (রূপং অনত্তা) রূপ আত্মা নহে; (বেদনা অনত্তা) বেদনা আত্মা নহে; (সঞ্ঞা অনত্তা) সংজ্ঞা আত্মা নহে; (সংখারা অনত্তা) সংস্কার আত্মা নহে; (বিঞ্ঞাণং অনত্তা) বিজ্ঞা আত্মা নহে; (সব্বে সংখারা অনিচ্চা) [উক্ত] সমস্ত সংস্কার অনিত্য; (সব্বে ধম্মা) সকল বিষয়ই (অনত্তা) আত্মা নহে অর্থাৎ কিছুই আত্মা নহে; (ইতি) এই [সকল বিধানই তিনি প্রচার

করেন]। (তে মযং) সেই আমরা (জাতিয়া) জন্মের সহিত (জরামরণেন) বার্দ্ধক্য ও মরণের সহিত, (সোকেহি) বিবিধ শোকের সহিত (পরিদেবেহি) বিবিধ পরিতাপের সহিত, (দুক্খেহি) বিবিধ কায়িকদুঃখের সহিত (দোমনস্সেহি) বিবিধ মানসিকদুঃখের সহিত (উপাযাসেহি) ও বিবিধ নৈরাশ্যের সহিত (ওতীণ্ণামহ) অবতীর্ণ হইয়াছি [জন্মিয়াছি]। (মযং) আমরা(দুক্খোত্তীণ্ণা) দুঃখাবতীর্ণ, দুঃখ সহ জন্মিয়াছি, (দুঃক্খপরেতা) দুঃখপ্রেত, দুঃখপীড়িত বা মরণান্তেও দুঃখের ভাগী হইব। (অপ্পেব নাম) সে যাহা হউক (ইমস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্ধস্স) এই সকল দুঃখ-রাশির (অন্তকিরিয়া) অন্তক্রিয়া, বিনাশকার্য্য (পঞ্ঞায়েথ) বিদিত হইয়াছে (ইতি) এই। (চিরপরিনিব্বুতংপি) বহুকালাবধি পরিণির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেও, (তং ভগবন্তং অরহন্তং সম্মাসম্বুদ্ধং) সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে (উদ্দিস্স) উদ্দেশ করিয়া (সদ্ধা) শ্রদ্ধাশীল আমরা (অগারস্মা) আগার হইতে, গৃহস্থী হইতে, (অনাগারিয়ং) অনাগারে, ভিক্ষুধর্ম্মে, সন্ন্যাসধর্ম্মে (পব্বজিতা) প্রব্রজিত, দীক্ষিত ; (ভিক্খূনং) ভিক্ষুদিগের

(সিক্খাচ) শিক্ষা [প্রতিমোক্ষশীল ও] (সাজীবসমাপন্না হুত্বা) জীবিকা সহ বিভূষিত হইয়া, (তস্মিং ভগবতি ব্রহ্মচরিযং) সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ব্রহ্মচর্য্য (চরাম) আচরণ করিতেছি। (নো) আমাদের (তং ব্রহ্মচরিয়ং) সেই ব্রহ্মচর্য্য (ইমস্স কেবলস্স দুক্খক্খন্ধস্স) এই সকল দুঃখরাশির (অন্তকিরিযায়) অন্তক্রিয়ার জন্য, বিনাশার্থে (সংবত্তত্তু) সম্যক্‌রূপে বর্ত্তমান হউক। [(সামণেরানং) শ্রামণেরদিগের]। (তং ভগবন্তং) সেই ভগবানের (ধম্মঞ্চ) ও ধর্ম্মের (সংঘঞ্চ) এবং সংঘের (সরণং গতা) [আমরা] শরণাগত হইয়াছি। (তস্স ভগবতো) সেই ভগবানের (সাসনং) শাসন, ধর্ম্ম, উপদেশ (যথাসতি) যথাস্মৃতি,যে পর্য্যন্ত স্মরণ থাকে (যথাবলং) যথাবল, যথাসাধ্য, যেমন শক্তি, (মনসি করোম) মনে করিতেছি, মনোযোগ করিতেছি। (অনুপটিপজ্জাম) বারংবার নিত্য২ আচরণ করিতেছি। (নো) আমাদের (সা সা পটিপত্তি)সেই সেই প্রতিপত্তি, ধর্ম্মাচরণ, (ইমস্স কেবলস্স দুক্‌খক্খন্ধস্স অন্তকিরিযায সংবত্তত্তু) এই সকল দুঃখরাশির বিনাশ কার্য্যের জন্যই-সম্যক্ রূপে [বর্ত্তমান] হউক।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

ইহলোকে তথাগত(সত্যজ্ঞ) অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন। এবং তৎ কর্ত্তৃক নির্ব্বাণ মহানগরে গমন করিবার রথস্বরূপ, ভবদুঃখোপশমনকারী, ভবদুঃখানল-নির্ব্বাপক,সম্যক্‌জ্ঞানপথে পরিচালক ওপূর্ব্ব২ সুগতগণের উপদিষ্ট ধর্ম্মও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা সেই ধর্ম্ম শুনিয়া জানিতেছি যে, "ভবধামে জন্মও দুঃখ, জরাও দুঃখ, মরণ ও দুঃখ, শোক-বিলাপ, কায়িক-মানসিক-কষ্ট ও নৈরাশ্যও দুঃখ, অপ্রিয়-সংযোগ, প্রিয়বিয়োগ ও ইচ্ছিত দ্রব্য না পাইলেও দুঃখ, সংক্ষেপতঃ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—এই পঞ্চ উপাদানস্কন্ধও দুঃখ।" ভগবান্ জীবদ্দশায় ঈদৃশ বিবিধ ধর্ম্ম তাঁহার শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। যথা,—রূপ অনিত্য,বেদনা অনিত্য,সংজ্ঞা অনিত্য,সংস্কার অনিত্য, বিজ্ঞান অনিত্য, রূপ আত্মা নহে,বেদনাসংজ্ঞাসংস্কার ও বিজ্ঞানও আত্মা নহে। সকল সংস্কার অনিত্য ও সকল ধর্ম্মই অনাত্মা (অর্থাৎ কিছুই আত্মা বা চিরস্থায়ী নহে)। আমরা জন্মজরা-ব্যাধি-মৃত্যু-শোক-পরিতাপ-দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও নৈরাশ্যের সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়াছি; আমরা দুঃখাবতীর্ণ, দুঃখমগ্ন, দুঃখের প্রেত, দুঃখপীড়িত ও দুঃখপর। সে যাহাহউক এই সমস্ত দুঃখরাশি বিনাশ করিবার উপায়

আর আমাদের অজ্ঞাত নহে। চিরনির্ব্বাণগত হইলেও, তবু, আমরা সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধের উদ্দেশে গৃহিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ভিক্ষুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, এবং ভিক্ষুবর্গের প্রতিপালনীয় চরিত্র ও জীবিকালঙ্কৃত হইয়া ভগবান্ বুদ্ধ মতানুযায়ী ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছি। আমাদের এই ব্রহ্মচর্য্য এই সকল দুঃখরাশি বিনাশের কারণ হউক।

(গৃহিগণের অংশ)। চিরনির্ব্বাণগত হইলেও, তবু, আমরা সেই ভগবান্ বুদ্ধের, তদীয় ধর্ম্ম ও সংঘের শরণাগত হইয়াছি; এবং যথাস্মৃতি যথাশক্তি তদীয় ধর্ম্মে মনোযোগ ও তদাচরণ করিতেছি। আমাদের এই সমস্ত ধর্ম্মাচরণ, এই সকল দুঃখরাশির বিনাশের কারণ [বর্ত্তমান] হউক।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

ইহলোকে অবতীর্ণ হৈলা তথাগত।
নিজ বলে চারিসত্য যিনি অবগত॥
অরহত সম্যক্সম্বুদ্ধ যেইজন।
করিলা পবিত্র ধর্ম্ম ভবে প্রকটন॥
অমৃত নির্ব্বাণপুরে করিতে প্রবেশ।
সুরচিত ধর্ম্ম-রথ গুণেতে অশেষ॥

ভব-রোগ-উপশম-কারক ধরম।
ভব-দুঃখানল- নির্ব্বাপক অনুপম॥
সম্যক্ জ্ঞানের পথে চালাইতে নরে।
যাহার সমান নাহি ত্রিভব ভিতরে॥
অতীত সুগতগণ অতীত কালেতে।
যে ধরম প্রকাশিলা লোক উদ্ধারিতে॥
সে হেন ধরম এবে হ'য়েছে প্রচার।
যাহার শ্রবণে মুক্ত অখিল সংসার॥
সেই সে ধরম মোরা করিয়া শ্রবণ।
জানিতেছি, হায়! দুঃখময় ত্রিভুবন॥
ভবধামে মহাদুঃখ জীবের জনম।
কোন দুঃখ নাহি হেন ভবে তার সম॥
জনমে আসিয়া যবে জননী জঠরে।
কত কষ্টে থাকে দেখ মায়ের উদরে॥
অবীচিতে পায় পাপী যাতনা যেমন।
ততোধিক দুঃখ ভোগে গর্ব্ভে জীবগণ॥
অবীচি নরক শাস্ত্রে যেমন বর্ণন।
কহিব তাহার কথা শুন ভক্তগণ॥
ভগবান্ দেবদূত-সুত্রে যে প্রকারে।
পালিতে বর্ণিলা, রচি ভাষার আকারে॥

অবীচি নরক দীর্ঘে অযুত যোজন।
আড়ে পরিসরে হয় তত নিরূপণ ॥
চারি পাশে আছে তার লৌহের দেবাল।
লৌহময় ছাদ ভূমি দেখিতে বিশাল ॥
পশ্চিম দেবাল হ'তে অনলের শিখে।
বাহিরিয়া পূরব দেবালে গিয়া ঠেকে ॥
পূরব দেবাল হ'তে অনলের শিখে।
বাহিরিয়া পশ্চিম দেবালে গিয়া ঠেকে ॥
উত্তর দক্ষিণ উর্দ্ধ অধে সেইরূপ।
পরস্পর অগ্নি-শিখা ঠেকে এইরূপ ॥
মাতৃঘাতী পিতৃঘাতী অর্হৎ-ঘাতক।
বুদ্ধের চরণ হ'তে রক্ত নিপাতক ॥
বুদ্ধে নিন্দি বুদ্ধবাক্য করিয়া হেলন।
বৌদ্ধ হয়ে অন্য গুরু যে লয় শরণ ॥
মিথ্যাদৃষ্টি যেইজন নাস্তিক আচার।
বৌদ্ধ সংঘ ভেদ করে যেই দুরাচার ॥
নর হ'য়ে পরদার যে করে গমন।
নারী হয়ে উপপতি সহ আলিঙ্গন ॥
এই দশ মহাপাপ যেইজন করে।
অন্তে অধোমুখে পড়ে অবীচি ভিতরে ॥

দশ মহাপাপ মাঝে করে কোন পাপ।
অবীচি মাঝারে সেই ভুঞ্জে মহাতাপ॥
যে পাতকী অবীচিতে হয় নিপতন।
অচল ভাবেতে দগ্ধ হয় অনুক্ষণ॥
লৌহময় অতি তীক্ষ্ণ তালতরু প্রায়।
শূল এক ছাদ হ'তে তবে বাহিরায়॥
পাপীর মস্তক ভেদি' উদরে পশিয়া।
গুহ্যদ্বার দিয়া সেই শূল নিকলিয়া॥
ভূমিতলে গিয়া তবে শূল গাড়া যায়।
কত যে যাতনা তা'তে কি বলিব হায়!॥
দক্ষিণ দেবাল হ'তে শূল সেইমত।
ডান পার্শ্ব ভেদি'বামে হইয়া নির্গত॥
উত্তর দেবালে সেই শূল লৌহময়।
পাপীকে যাতনা দিয়া গিয়া বিদ্ধ হয়॥
পশ্চিম দেবাল হ'তে শূল সেই মত।
পৃষ্ঠ ভেদি বক্ষ দিয়া হইয়া নির্গত॥
পূরব দেবালে সেই শূল লৌহময়।
পাপীকে যাতনা দিয়া গিয়া বিদ্ধ হয়॥
কহা নাহি যায় অগ্নি তাপ কত তায়।
নিমেষে পাষাণ ভস্ম হয়ে উড়ে যায়॥

অহো কি যাতনা ! তাপ, শুনিয়া অবাক ! ।
তথাপি না মরে পাপী কর্ম্মের বিপাক ॥
কিন্তু পাপিগণ তা'তে কর্ম্ম নিবন্ধন ।
দগ্ধ হয় অবিরত না হয় মরণ ॥
যদবধি পাপ-কর্ম্ম নাহি হয় ক্ষয় ।
তদবধি পাপিগণ এই কষ্টে রয় ॥
জননী জঠর এই অবীচি সমান ।
হয় নয় মনে ভাবি দেখ হে ধীমান ! ॥
এমন মহাগ্নি আছে জননী জঠরে ।
অস্থি আদি খাদ্য যাহা উদরেতে পড়ে ॥
যেমন কঠিন হৌক ভস্ম হ'য়ে যায় ।
কিন্তু সেই তাপ শিশু সহে নিজ গায় ॥
নড়িতে চরিতে নারে মহা গর্ত্ত ফাঁস ।
আহার বিহার কোথা আশ্বাস প্রশ্বাস ?॥
তথাপি না মরে তথা কর্ম্ম নিবন্ধন ।
এত দুঃখ ভোগে তবু না হয় মরণ ॥
রক্ত পূযে মলমূত্রে লিপ্ত কলেবরে ।
মহাক্লেশে রহে শিশু জননী জঠরে ॥
কারাবাসে দুঃখ যেন পায় নরগণ ।
মূত্র পুরীষোপরে অশন শয়ন ॥

হেন মতে দশমাস দশদিন রয়।
অহো কত কষ্ট তবে প্রসব সময়॥
ভাগ্যফলে সুপ্রসব কারো কারো হয়।
জননী জাতক দোঁহে কভু বা মরয়॥
কভু বা জননী মরে কভু বা জাতক।
কেহ বা প্রসব-দ্বারে থাকয় আটক॥
অৰ্দ্ধ মৃত হয় কভু জননী জাতক।
(নাহি ডরে জন্মে তবু করিছে পাতক)!!॥
জনমি এমন দুঃখে তবু বসুধায়।
নাহি দেখে সুখ-মুখ দুঃখে কাল যায়॥
চলিতে না পারে শিশু, না পারে নড়িতে।
বলিতে না পারে কিছু না পারে লইতে॥
ক্ষুধায় আকুল কিন্তু না পারে খুঁজিতে।
পিপাসায় প্রাণ যায় না পারে কহিতে॥
চাহিতে না পারে শিশু চা'বার ইচ্ছায়।
যথা রাখে তথা পড়ি গড়াগড়ি যায়॥
আপনার মলমূত্রে লিপ্ত কলেবর।
কান্দিয়া বিকল সদা ধূলায় ধূসর॥
আপনার মলমূত্র শিখনী তরল।
আপনি খাইয়া শিশু আনন্দে বিহ্বল॥

প্রত্যক্ষ নরক ভোগ যদি চাও নর।
শিশুর শৈশব দশা দেখ ধরা'পর ॥
এইরূপে জনমিয়া এ'ভব মাঝার।
শৈশবে যৌবনে নৈলে মরণ তাহার ॥
নিশ্চয় তাহারে কালে জরা আক্রমিবে।
জরা হস্ত হ'তে কভু ত্রাণ না পাইবে ॥
জরা আক্রমণ করে শরীর যাহার।
ভবধামে কোন সুখ নাহি থাকে তার ॥
জরায় জরিত বৃদ্ধ ডাকে বাপ মায়।
খাইতে শুইতে কিছু সুখ নাহি পায় ॥
একদিন যৌবন সময়ে যেই জন।
দন্ত বলে লৌহ চুর্ণ করেছে সেজন ॥
এখন নাহিক দন্ত জল চিবাইতে।
অহো কিবা দুঃখ জরা দেখ ধরণীতে !॥
খাইবারে সাধ কিন্তু না পারে খাইতে।
শুইবার সাধে বৃদ্ধ না পারে শুইতে ॥
যৌবনে প্রস্তরোপরে করিলে শয়ন।
অমনি সুনিদ্রা যার হ'তো আকর্ষণ ॥
নবনী নিন্দিত হায়! পর্য্যঙ্ক উপরে।
না হয় সুনিদ্রা রাত্রি তৃতীয় প্রহরে ॥

প্রস্তর পর্য্যঙ্ক তুল্য হইত যৌবনে।
পর্য্যঙ্ক কণ্টক-শয্যা জরা অক্রমণে ॥
হস্ত, পদ আদি যত অঙ্গ আপনার।
অবশ সকলি যেন নহে আপনার ॥
আপনার বটে কিন্তু আপনার নয়।
অহো কিবা বিপরীত বার্দ্ধক্য সময় ॥
পদ আছে বটে কিন্তু হাঁটিতে না পারে।
হস্ত আছে বটে কিন্তু ধরিবারে নারে ॥
যৌবনে যে পদে যেতো যথা মনোরথ।
দিবসে যাইত এক সপ্তাহের পথ ॥
অচল হ'য়েছে এবে সে পদ যুগল।
শক্তিহীন থরথরি কাঁপে অবিরল ॥
যে হাতের বলে ধরি রাখিত বারণ।
এবে সে মশকে নারে করিতে বারণ ॥
যৌবনে মধুর ভাষে প্রাণ নীতো কাড়ি।
এখন কাশের চোটে গৃহ যায় ছাড়ি ॥
যৌবনে ছড়ায়ে যেবা সুস্বর লহরী।
মুহূর্ত্তে যুবতী-মন লয়ে যেতো হরি ॥
এখন বুড়ার শুনি গলার ঘড়ঘড়ি।
বুড়ীও উঠিয়া রড় দেয় তাড়াতাড়ি ॥

যাহার রূপের ছটা হেরিয়া যৌবনে।
মুনিও চাহিত ফিরি নয়নের কোণে॥
গলিত পলিত চর্ম্ম করি দরশন।
পিশাচ (ও) ঘৃণাতে থুথু ফেলায় এখন ॥
চারু কৃষ্ণ কেশ যার দেখিয়া যৌবনে।
অলি পিক লাজে দোঁহে পলাইত বনে॥
হইল শণের নুড়ো এবে সেই কেশ।
অহো কি করিল জরা, ছিল কিবা বেশ? ॥
আঁখি দু'টী আছে দেখ মানবের প্রায়।
জরায় জরিত বৃদ্ধ দেখিতে না পায়॥
যৌবনে দেখিত যাহে যোজনের পথ।
এবে লড়ি হাতে দেখ হাতড়ায় পথ॥
সুরূপে সুতৃপ্ত, হেরি' কুরূপে ধিক্কার।
এবে সে সমান বোধ উভয় তাহার॥
যে কাণে শুনিত আগে কাণাকাণি বোল।
এবে নাহি শুনে কাছে বাজাইলে ঢোল॥
সুরস নীরস বোধ ছিল রসনার।
সুরসে সুতৃপ্ত হ'তো নীরসে ধিক্কার॥
আছে সে রসনা এবে যৌবনের প্রায়।
জরায় জরিত এবে তার নাহি পায়॥

যৌবনে যে মনে চিন্তি কত দরশন।
কত কত সত্য যে করিল প্রকটন॥
কত সত্য বাহির করিলা চিন্তা বলে।
কত গ্রন্থ বিরচিলা কল্পনা কৌশলে॥
জরায় সে চিত্ত মন হইল বিকল।
নিমিষে নিমিষে ভ্রান্তি সতত কেবল॥
জরার সমান দুঃখ নাহিক সংসারে।
(জরাপি দুক্খা) বলি বলয় ইহারে॥
চক্ষুরোগ আদি অষ্ট নবতি প্রকার।
ব্যাপিয়া রয়েছে এই জগত সংসার॥
ভবে জনমিয়া রোগ হাতে এ'ভুবনে।
পেয়েছে মুকতি হেন না হেরি নয়নে॥
ভবে জনমিলে ঠিক্ রোগ হবে তার।
নীরোগী না পাই খুঁজি ত্রিভব সংসার॥
রোগের যাতনা কিবা করিব বিস্তার।
নিজে রোগী বুঝ ভাবি চিত্তে আপনার॥
ব্যাধির সমান দুঃখ নাহি কিছু আর।
(ব্যাধি পি দুক্খা) তাই বিদিত সংসার॥
ততোধিক দুঃখ দেখ মৃত্যু নাম যার।
যার নামে থর হরি কাঁপিছে সংসার॥

যার কোপে ঘরে ঘরে সদা হাহাকার।
যার করে রাজা প্রজা সব একাকার॥
মরণ হইলে সুখ, তার নামে ভবে।
আনন্দে নাচিতো জীবগণ মাত্র ভবে॥
মরণ সুখের নহে ভবে কদাচন।
মহাদুঃখ তাই তারে ডরে সর্ব্বজন॥
মরণের হাত ভবে এড়াবার তরে।
নানা জনে নানা ধর্ম্ম রচে ধরা'পরে॥
সৃজিতেছে কত জনে কতই উপায়।
কৈসে মরণের হাতে কেবা রক্ষা পায়?॥
রামার্জ্জুন আদি মহামহাবীরগণ।
সুরাসুরজয়ী রাজা লঙ্কার রাবণ॥
যুধিষ্ঠির, ধর্ম্মাশোক ধার্ম্মিক প্রবর।
ইত্যাদি এমন কত লক্ষ নরবর॥
সম্যক্‌সম্বুদ্ধ আদি ধর্ম্মরাজগণ।
মরণ-সাগরে সবে হৈলা নিমগন॥
মরণ-কবলে ভবে সকলে পড়িলা।
জনমি মরণে কেহ জিনিতে নারিলা॥
জনমি না মরিবার নাহিক উপায়।
(মরণং পি দুক্খং) এই বিদিত ধরায়॥

শোক পরিতাপ সম দুঃখ নাহি আর।
সন্তান কারণে মাতা করে হাহাকার ॥
"স্বামিহীনা নারী করে পতি হেতু শোক"।
বন্ধুহীন্ বন্ধু তরে কান্দে বন্ধুলোক ॥
অক্ষি-রোগ আদি অষ্ট নবতি প্রকার।
সে সব রোগের এই শরীর আগার ॥
দেহে উপজিয়া রোগ, জ্ঞাতি-শত্রু সম।
দেহকেই দুঃখ দেয় ধরায় বিষম ॥
কত দুঃখ-ভোগ যবে রোগেতে কাতর।
হাহাকার করে মানসিক দুঃখে নর ॥
চিন্তা হয় মানসিক দুঃখের আগার।
আশায় নৈরাশ হৈলে সংসার আঁধার ॥
দেখিতে না পারি যারে অপ্রিয় সকল।
তাদের সহিত হয় মিলন কেবল ॥
কুরূপ কুস্বর আর দুর্গন্ধ বিস্বাদ।
না দেখি না শুনি যেন সদা করি সাধ ॥
সাধে বিধি সাধে বাদ যোটে সমুদয়।
অপ্রিয় সংযোগে মহা দুঃখের উদয় ॥
মাতা পিতা ভাই ভগ্নী প্রিয়া প্রিয়তম।
দারা সুত বান্ধবাদি নিজ দেহ সম ॥

কত ভালবাসে সবে, মুহূর্ত্তের তরে।
বিচ্ছেদ হইয়া থাকি, ইচ্ছা কেবা করে ? ॥
ক্ষণমাত্র না দেখিলে যাদের বদন।
যুগ যুগান্তর সম ভাবে নরগণ ॥
ইচ্ছা হয় জপমালা করমালা করি।
কিংবা রত্নহার মত নিজ গলে পরি ॥
নিমেষের তরে যার না চাই বিচ্ছেদ।
হেন প্রিয়জন হ'তে ক্রমে হয় ভেদ ॥
মরণের পরে কেবা কোথায় গমন।
কল্পান্তে তা' সহ নহে পুনঃ দরশন ॥
হেন প্রিয়জন হ'তে বিয়োগ সতত।
এর চেয়ে কিবা দুঃখ জগতে এমত ? ॥
যাহা পাইবার আশা করে নরগণ।
তা' না পেলে দুঃখের সাগরে নিমগন ॥
আঁখিতে হেরিতে চাই সুরূপ সতত।
কৈ সে সুরূপমোরা হেরি মনোমত ? ॥
কুরূপ হেরিতে একেবারে নাহি চাই।
তথাপি কুরূপ সদা দেখিবারে পাই ॥
কাণে শুনিবারে চাই সুস্বর লহরী।
মনোমত সুস্বর কৈ শুনি কর্ণ ভরি ! ॥

৭

যে কথা শুনিলে হয় বিরাগ সবার।
হেন কতমত সদা শুনি তিরস্কার॥
নাসা আশা করে পাই সুবাস সতত।
কৈ সে সুবাস সদা পাই মনোমত ? ॥
পচা, সরা ভরা পূরা সকল সংসার।
ততোধিক পচা, সরা শরীরে আমার॥
নব দরজায় তাহা ঝরে যথা তথা।
মল পূর্ণ ঘট হ'তে ঝরে মল যথা॥
বরঞ্চ পায়খানা ভাল শরীর হইতে।
শু'তে খেতে পারি তথা মল না ত্যজিতে॥
কুণপ* এ' শরীরের মল ত্যজা মাত্র।
অপবিত্র সংসর্গেতে হয় অপবিত্র॥
মল ফেলাইয়া যেই দিল তথা হ'তে।
পুনঃ সে পবিত্র তথা পারি খেতে শু'তে॥
দেখ হেন মলপূর্ণ শরীর আমার।
নব দরজায় সদা ঝরে অনিবার॥
কুবাস কুঘ্রাণ যাহা কেহ নাহি চায়।
অথচ কুবাস যত আপনার গায়॥

---

* পূতিগন্ধ।

সুবাসের আশা কিন্তু কুবাসে মগন।
অহো কিবা দুঃখময় দেখ ত্রিভুবন!॥
আশা সদা রসনায় সুতার পাইব।
সুরস আহার নিত্য ভোজন করিব॥
কৈ সে?—নীরস কটু তিক্ত আদি পাঁচ।
নিত্য পাই রসনা না সহে যার আঁচ॥
দারাসুত আদি ভবে যত প্রিয়জন।
চাই সদা তাহাদের দর্শন স্পর্শন॥
কোথায় পাইব বল তা'দিগে সতত।
দর্শন স্পর্শন করি যথা মনোমত॥
বাঘ, সাপ আদি যত অপ্রিয় নিচয়।
দরশ পরশ আদি মনে অতি ভয়॥
তথাপি সে সব সহ হয় সংঘটন।
সতত অপ্রিয় সহ দর্শন স্পর্শন॥
যাহা চাই, নাহি পাই, এ'যে মহাদুঃখ।
দুঃখ বিনা ধরণীতে কৈ হে বল সুখ?॥
আশা, মনে থাক্ সদা নিষ্কাম ভাবনা।
দয়া, স্নেহ, সন্তোষ, নির্লোভ সুবাসনা॥
চিত্ত-গগণেতে থাক্ সুজ্ঞান মিহির।
প্রবাহিত হৌক নিত্য প্রশান্তি সমীর॥

মাৎসর্য্য তিমিরনাশী-মুদিত-চন্দ্রিমা।
উজ্জ্বল করিয়া থাক্ চিত্তের ত্রিসীমা॥
থাকুক নম্রতা স্মৃতি মানস ভূষিয়া।
যত সব কু-ভাবনা যাউক চলিয়া॥
যদিও এরূপ মোরা চাই অবিরত।
কৈ সে মোরা নিত্য তাহা পাই কি তেমত?
কাম-ভাব যবে হয় মানসে উদয়।
কামানলে দেহ-মন দগ্ধীভূত হয়॥
কামেতে শরীর হেন জরজর হয়।
ভাল মন্দ জ্ঞান কিছু অন্তরে না রয়॥
কভু বা আসিয়া ক্রোধ মানসে উদয়।
মনে করি এ' সংসার করিব প্রলয়॥
এই ক্রোধে দুঃখ নর দেয় আপনারে।
ততোধিক দুঃখ দান করে সে অপরে॥
মোহ আসি কভু চিত্ত করে অধিকার।
পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দ সব একাকার॥
কভু নিষ্ঠুরতা চিত্ত করে অধিকার।
যারে পারি তারে মারি না থাকে বিচার॥
কভু চিত্তে আসিয়া উদয় অহঙ্কার।
পদতলে দেখি তবে জগত সংসার॥

যদিও বা এ'সকল পাইবার তরে।
লেশ মাত্র ইচ্ছা নাই কাহারো অন্তরে॥
তবু নিত্য সহচর এ'সব সবার।
অহো কি অন্যথাভাব দেখ এ'ধরার॥
নরচয় যাহা চায় তাহা নাহি পায়।
নিত্য সহচর ভবে যাঁহা নাহি চায়॥
ইহা হ'তে দুঃখ কিবা এ'ভব সংসারে।
না পায় ইচ্ছিত রত্ন ভব-পারাবারে॥
লাভ-হেতু নরচয় যত যত্ন করে।
অলাভ আসিয়া তত তার ঘাড়ে পড়ে॥
যশঃ হেতু নরচয় করে খাটাখাটি।
অযশে সকল যশঃ করে ফেলে মাটী॥
প্রশংসার তরে নর কত যত্ন করে।
ভারে ভারে নিন্দা তবু তার ঘাড়ে চড়ে॥
সুখ কিনিবার তরে ভবের বাজারে।
কত যত্ন মানবের দুঃখের সংসারে॥
কিন্তু যত সুখ আশে ধায় নরগণ।
দুঃখ অনুগামী তার হয় অনুক্ষণ॥
দুঃখের সংসারে দুঃখ ছাড়া নাহি সুখ।
সুখ বলি যাহা ভাবে তাও ভবে দুখ॥

দুঃখ বিনা ধরণীতে আর কিছু নাই।
"দুঃখের সংসার" সত্য জানিবে সবাই॥
দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, রসনা, স্পর্শন।
মন সহ ষড়েন্দ্রিয় রূপেতে গণন॥
কর পদ আদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিচয়।
রূপস্কন্ধ—রূপরাশি—এই সমুদয়॥
সুখ-জ্ঞান দুঃখ-জ্ঞান উপেক্ষার জ্ঞান।
ত্রিবিধ বেদনা বুদ্ধ করিলা বাখান॥
উপেক্ষায় সম জ্ঞান সুখে দুঃখে হয়।
বেদনাস্কন্ধ এ'—বোধরাশি—বলি কয়॥
অমুক অমুক নাম আদি নামচয়।
সংজ্ঞাস্কন্ধ—নামরাশি—এই সে নির্ণয়॥
নরের প্রবৃত্তি আছে বায়ান্ন প্রকার।
সে সব সংস্কার স্কন্ধ—বলি নাম তার॥
স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা—এ'চা'র।
একাগ্রতা, জীবনিশকতি—দুই আর॥
মনোযোগ, বিতর্ক, বিচার—এই ত্রয়।
অটল বিশ্বাস, যত্ন, প্রীতি—এ'ত্রিতয়॥
ছন্দঃ, মোহ, নির্লজ্জতা, পাপেতে অভয়।
প্রগল্ভতা, লোভ, নাস্তিকতা—এই ত্রয়॥

মান, দ্বেষ, ঈর্ষা, মাৎসর্য্যতা—চতুষ্টয়।
অসংযম, অলসতা, তন্দ্রা, বা সংশয়॥
শ্রদ্ধা, স্মৃতি, লজ্জা, পাপ-ভয়, নির্লোভিতা।
অদ্বেষ-স্বভাব আর তত্রমধ্যস্থতা * ॥
কায়-প্রশান্তি, চিত্ত প্রশান্তি যে আর।
কায়-লঘুতা, চিত্ত-লঘুতা—এ'চা'র॥
কায়-মৃদুতা, চিত্ত-মৃদুতা উভয়।
কায়-কর্ম্মজ্ঞতা, চিত্ত-কর্ম্মজ্ঞতা দ্বয়॥
শরীর বিষয়ে বহুদর্শিতা ব্যাপার।
কায়-ঋজুকতা চিত্ত-ঋজুকতা আর॥
সৎকর্ম্ম, সৎবাক্য, সদাজীব—এই ত্রয়।
করুণা, মুদিত, প্রজ্ঞা,—এই সমুদয়॥
এই যে বায়ান্ন রূপ বাসনা নিচয়।
সংস্কার-স্কন্ধ বলি ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কয়॥
আমার, আমার, আমি, আমি—এই জ্ঞান।
ইন্দ্রিয় শকতি ছয়—বলি যা'পরাণ॥
বিজ্ঞানস্কন্ধ এ'—প্রাণরাশি—বলা যায়।
এই পঞ্চ উপাদানে পরাণী জন্মায়॥

---

* তত্রমধ্যস্থতা—হিংসা ও অহিংসার মাঝামাঝি ভাব।

এই পঞ্চ তরে ভবে পরাণী নিচয়।
ভূত ভবিষ্যতে বর্ত্তমানে দুঃখ সয়॥
দুঃখ ছাড়া ভবে সুখ লেশ মাত্র নাই।
দুঃখময় এ'সংসার যেই দিকে চাই॥
জন্মে জন্মে অতীত কালেতে জীবগণ।
কত এ' ভোগিল দুঃখ কে করে গণন॥
ভগবান্ বলেছেন—"ওহে শিষ্যগণ !।
পূর্ব্বে এত জন্ম আমি করিনু ধারণ॥
প্রিয়ের বিরহে এত করিনু রোদন।
যদি বা রাখিত আঁখি নীর কোন জন॥
এত জন্ম দুঃখ ভোগ করিনু সংসারে।
না আঁটিত সেই জল এ'সপ্ত সাগরে॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে এত হয়েছে মরণ।
প্রত্যেকে জন্মের মম মাংস কোনজন॥
একত্র করিয়া যদি রাখিতে পারিত।
ধরা হ'তে মম মাংসপিণ্ড বড় হ'ত॥
প্রত্যেক জন্মের মম অস্থি কোন জনে।
রাশীকৃত করিয়া রাখিত সযতনে॥
সুমেরু হইতে তাল হ'ত বৃহত্তর।
জন্মে জন্মে হেন দুঃখ ভোগ বহুতর॥

বুদ্ধাঙ্কুর হ'য়ে দুঃখ ভোগিলাম এত।
অপরের দুঃখ-ভোগ বলিব বা কত ? ॥"
এরূপ বিবিধ দুঃখ-ভোগি নিরন্তর।
বর্ত্তমান জন্মে দুঃখ অতীত সোসর ॥
বর্ত্তমান জন্মে দেখ এ'ভব ভিতরে।
আহারের তরে সবে হাহাকার করে ॥
কীট পিপীলিকা হ'তে রাজা, প্রজা আর।
দিবারাত্রি সবে খাটে মিলাতে আহার ॥
কার্য্য ছাড়া কেহ নাই জগত ভিতরে।
অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করে আহারের তরে ॥
নরহত্যা প্রাণীহত্যা আহারের তরে।
চুরী, মিথ্যা আদি পঞ্চ মহাপাপ করে ॥
ধন, মান, বাহাদুরী আহার কারণ।
আহার কারণে কুল ত্যজে নরগণ ॥
আহার, আহার তরে ধায় অনিবার।
ধনী, দীন, রাজা, প্রজা, সব একাকার ॥
আহারের তরে ভবে রাজার রাজত্ব।
আহারের তরে শুধু মহত-মাহাত্ম্য ॥
আহারের তরে রণে রাজ-সেনাগণ।
হেসে হেসে রণস্থলে ত্যজয়ে জীবন ॥

আহারের তরে ধনী দোকান সাজায়ে।
ফকিরের মত পথে রয়েছে বসিয়ে॥
শিল্প, কৃষি, দীক্ষা, শিক্ষা যত আয়োজন।
আহারের তরে সব ভেবে দেখ মন !॥
তরু, লতা, কীট, পোকা, পশু, পক্ষিগণ।
মানব, দানব আদি জীব অগণন॥
আহার কারণে ব্যস্ত সকলে হেথায়।
মহাদুঃখ তার হেতু ভবে সবে পায়॥
আহার কারণে কেবা কিবা নাহি করে।
আহার কারণে পিতা পুত্রকে সংহারে॥
আহার কারণে ভার্য্যা বধে নিজ পতি।
আহার কারণে হয় সতীও অসতী॥
অসতীও সতী হয় আহার কারণে।
এক আহারের তরে দুঃখ ত্রিভুবনে॥
আহার যোটান সম বর্ত্তমান কালে।
আর কোন দুঃখ নাহি এই ধরাতলে॥
আহারাহরণ ভবে বর্ত্তমান দুঃখ।
দুঃখ বই ভবে নর পাবে কোথা সুখ॥
ভূত বর্ত্তমানে-দুঃখ ভোগ যে প্রকার।
ভবিষ্যতে লেখা তাহা কপালে সবার॥

ভূত বর্ত্তমানে যাহা ভোগিলে হে নর !।
এই শেষ বলি নাহি ভাবিও অন্তর ॥
ভবিষ্যতে আরো কত শত জন্ম হ'বে।
কার সাধ্য সংখ্যায় গণিয়া তাহা ক'বে ॥
জন্মে জন্মে জন্ম যত হবে ধরাতলে।
এই দুঃখ লেখা আছে সবার কপালে ॥
ভূত বর্ত্তমানে যাহা যাহা ঘটিয়াছে।
ভবিষ্যতে হ'বে তাহা নিয়মিত আছে ॥
জননী জঠরে দুঃখ পেয়েছ যেমন।
হ'বে কত শতবার পরেও তেমন ॥
ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে হাত পা কুড়ায়ে।
চক্ষু বুজি রক্ত পূযে জরিত হইয়ে ॥
মাতৃ-গর্ভে যেইরূপে করেছিলে বাস।
ভবিষ্যতে হ'বে হেন জানিবে নির্য্যাস ॥
জন্মে জন্মে জরা-দুঃখ ভোগিয়াছ যত।
মনে রেখো ভবিষ্যতে ভোগিবেক তত ॥
জন্মে জন্মে রোগে শোকে যেমন পীড়িত।
ভবিষ্যতে হ'বে হেন জানিবে নিশ্চিত ॥
জন্মে জন্মে জন্মি জন্মি মরেছ যেমন।
ভবিষ্যতে জন্মি জন্মি মরিবে তেমন ॥

জন্মে জন্মে যত কষ্ট উদরের তরে।
ভবিষ্যতে হ'বে হেন এ'কথা না নড়ে॥
জন্মে জন্মে যত দুঃখ পঞ্চস্কন্ধ তরে।
ভবিষ্যতে হ'বে তাহা রাখিও অন্তরে॥
ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে ভব-মাঝে।
দুঃখ বই সুখ বলি কিছুনা বিরাজে॥
হেন দুঃখে অবিরত ধরণী পীড়িত।
আত্ম-পর হেতু বুদ্ধ হইয়া দুঃখিত॥
দুঃখ হ'তে আত্ম-পরে করিবারে ত্রাণ।
জীবিত সময়ে অরহত ভগবান্॥
এইরূপ নানাবিধ দুঃখের কারণ।
অবগত হয়ে বুদ্ধ জগত তারণ॥
বিবিধ বিধানে শিষ্যে দিলা উপদেশ।
যাহা শুনি ভবে নর বিমুক্ত অশেষ॥
যে বিধান শিষ্যগণে দিলা ভগবান্।
মন দিয়া শুন তাহা করিব বাখান॥
অনিত্য সে রূপ ভবে অনিত্য বেদনা।
অনিত্য সে সংজ্ঞা ভবে কেবল যাতনা॥
অনিত্য সংস্কার উক্ত বায়ান্ন প্রকার।
অনিত্য বিজ্ঞান শেষে বিনাশ যাহার॥

রূপ, সংজ্ঞা, সংস্কারাদি, বেদনা, বিজ্ঞান।
আত্মা নহে এই পঞ্চ বুঝ জ্ঞানবান্॥
রূপ যদি আত্মা মম হইত নিশ্চয়।
যেমন হইতে চাই কেন নাহি হয়?॥
সংজ্ঞা যদি আত্মা মম হইত নিশ্চয়।
যেমন হইতে চাই কেন নাহি হয়?॥
বেদনা, সংস্কারআদি, বিজ্ঞান—এ'ত্রয়।
যদি বা আমার আত্মা হইত নিশ্চয়॥
যেরূপ হইতে চিন্তিতাম, ততক্ষণ।
সেরূপ হইত সত্য; কে করে বারণ?॥
কিন্তু এ'সকল কভু মম আত্মা নয়।
সে হেতু যেরূপ চাই সেরূপ না হয়॥
অনিত্য, অনিত্য ভবে সংস্কার নিচয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই যে মম আত্মা নয়॥
অনিত্য, অনাত্ম ভবে সকল বিষয়।
আমার, আমার বলি, কিছু মম নয়॥
জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, পরিতাপ
কায়-মনো-দুঃখ আর নৈরাশ্য, সন্তাপ॥
এ'সকল সাথে করি পড়িনু ভূতলে।
নিয়ত ডুবিয়া আছি দুঃখ-সিন্ধু-জলে॥

দুঃখ-অবতার মোরা দুঃখেতে পীড়িত।
দুঃখ-পর দুঃখে দুঃখী দুঃখ 'পরে স্থিত ॥
দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ, দুঃখময় এ'সংসার।
অনিত্য, অনিত্য—এই আছে নাই আর ॥
অনাত্ম, অনাত্ম—ভবে কিছু আত্মা নয়।
অনিত্য-অনাত্ম-দুঃখময় ভবচয় ॥
এই সব দুঃখ হ'তে মুকতি কারণ।
তথাগত সোজাপথ করিলা স্বজন ॥
কি উপায়ে নরচয়ে দুঃখ বিনাশিবে।
কোন্ মতে দুঃখ হ'তে মোচন পাইবে ॥
যা'হোক সে দয়াময়-অপার দয়ায়।
জানিয়াছি মোরা এবে তাহার উপায় ॥
চিরদিন বিগত সুগত ভগবান্।
জগত-আলোক দীপ গত নিরবাণ ॥
ধরম-আলোক, নাথ-বদন-নিঃসৃত।
রাখি ধরা আলোকিতে নাথ তথাগত ॥
অমৃত নির্ব্বাণ, চির-শান্তি বিরাজিত।
পরম সুগতি যথা, তথা উপনীত ॥
যদিও বা চিরদিন বিরবাণ গত।
সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ভগবান্ অরহত ॥ *

তথাপি উদ্দেশে তাঁর গৃহ পরিহরি।
ভিক্ষু হইয়াছি তাঁর গুণমালা স্মরি॥
যে নিয়ম ভিক্ষুগণ করেন পালন।
যেরূপ জীবিকাকল্পে যাপেন জীবন॥
সে নিয়ম সে জীবিকা গ্রহণ করিয়া।
সংযত সুগত-মতে ব্রহ্মচারী হৈয়া॥
ভগবান্ সুগতের অনুমতি মত।
ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করি অবিরত॥
এই যে মোদের ব্রহ্মচর্য্য আচরণ।
দুঃখ-রাশি বিনাশের হউক কারণ॥
(*) নক্ষত্র চিহ্নের পর হ'তে গৃহিগণ।
এইরূপ প্রার্থনা করিবে সর্ব্বজন॥—
"তথাপি সে সুগতের লইনু শরণ।
ধরম-শরণ মোরা লইনু তেমন॥
সুগত সন্তান সংঘ—সাধু ভিক্ষুগণ।
কায়মনোবাক্যে লই তাঁ'দের শরণ॥
যেমন স্মরণ মম যেমন শকতি।
সুগত-ধরমে মনোযোগ দিব তথি॥
নিয়ত করিব যথাসাধ্য আচরণ।
তাহার অন্যথা নাহি হইবে কখন॥

আমাদের এ'সকল ধর্ম্ম-আচরণ।
দুঃখ-রাশি বিনাশের হউক কারণ॥"

মেত্তভাবনা। *

(পালি।)

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সব্বে সত্তা দুক্খা পমুঞ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালদ্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু। সব্বে সত্তা কম্মস্সকা, কম্মদায়াদা, কম্মযোনী, কম্মবন্ধূ, কম্মপটিসরণা, যং কম্মং করিস্সন্তি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দায়াদা ভবিস্সন্তি।

সান্বয়ার্থ।

(সব্বে সত্তা) [জগতের ব্রহ্ম হইতে কীট পরমাণু পর্য্যন্ত] সকল জীব (সুখিতা হোন্তু) সুখিত হউক, (অবেরা হোন্তু) অবৈর [বৈরিহীন] হউক, (অব্যা-

* ভিক্ষুগণই কেবল প্রাতঃ-প্রার্থনার পর (মেত্তভাবনা), সান্বয়ার্থ সহ পড়িবেন। গৃহস্থগণের শরণশীল গ্রহণের পরই কর্ত্তব্য।

পজ্ঝা হোন্তু) অব্যাপাদ্য [অবধ্য] হউক, (অনীঘা হোন্তু) অহিংসিত হউক, (সুখী অত্তানং পরিহরন্তু) সুখী আত্মা হইয়া কাল হরণ করুক। (সব্বে সত্তা দুক্খা পমুঞ্চন্তু) সকলজীব দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হউক। (সব্বে সত্তা) সকলজীব (যথালদ্ধসম্পত্তিতো মা বিগচ্ছন্তু) যথালব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক। (সব্বে সত্তা) সকলজীব (কম্মস্সকা) কর্ম্মের স্বকীয় কর্ম্মের আপনা;(কম্মদায়াদা)কর্ম্মের দায়াদ [উত্তরাধিকারী বা ফলভাগী]; (কম্মযোনী) কর্ম্মযোনি, কর্ম্মজাত, [অর্থাৎ কর্ম্মের ফলেই বিভিন্ন বিভিন্ন যোনি ভ্রমণ করিতেছে]; (কম্মবন্ধূ) কর্ম্মবন্ধু [অর্থাৎ কর্ম্মই বন্ধু, তদ্ভিন্ন আর কোন বন্ধু নাই], (কম্মপটিসরণা) কর্ম্মাশ্রিত [কর্ম্মই আশ্রয়দাতা, আর কেহ আশ্রয়দাতা নাই]; (যং কম্মং করিস্সন্তি) যেই কর্ম্ম করিবে, (কল্যাণং বা পাপকং বা) ভাল বা মন্দ, পুণ্য বা পাপ, (তস্স দায়াদা) তাহার ফলভাগী ভবিস্সন্তি হইবে।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

[জগতের] সকল জীব সুখিত হউক, অবের হউক, অবধ্য হউক, অহিংসিত হউক, ও সুখী হইয়া কালহরণ করুক। সকল জীব, দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হউক, সকল

জীব যথা লব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হউক। সকল জীব কর্ম্মের স্বকীয়, কর্ম্মের দায়াদ, কর্ম্মযোনি, কর্ম্মবন্ধু ও কর্ম্মাশ্রিত, পাপ বা পুণ্য, যে কর্ম্ম করিবে, তাহারই ফলভাগী হইবে।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

জগতের জীবচয় হউক সুখিত।
বৈরী হীন হউক, না হউক পীড়িত॥
অহিংসিত হউক, না বধিত হউক।
সুখী সুস্থ দেহে কালহরণ করুক॥
ভবে জীবচয় যেবা পেয়েছে যে ধন।
না হউক বঞ্চিত, তা' হ'তে কদাচন॥
করমের অধীন, জগতে জীবচয়।
করমের বংশধর করমেতে হয়॥
করম-বান্ধব সবে করম-আশ্রিত।
পাপ-পুণ্য যে করম করিবে নিশ্চিত॥
তাহারই ফলভাগী হইবে নিশ্চয়।
তাহার অন্যথা কভু হইবার নয়॥



সায়ং-প্রার্থনা

বুদ্ধানুস্সতি।



(পালি*।)

তং খো পন ভগবন্তং এবং কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অব্‌ভুগ্‌গতো।—"ইতি পি সো ভগবা অরহং সম্মা-সম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ, অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথী সত্থাদেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা"তি †।

সান্বয়ার্থ।

(তং খো পন ভগবন্তং) সেই ভগবানেরই (এবং) এইরূপ (কল্যাণো কিত্তিসদ্দো) সুখ্যাতি শব্দ (অব্‌ভুগ্‌গতো) অভ্যুদ্গত হইয়াছে যথা,—

---

* প্রার্থনার পূর্ব্বকার্য্য, প্রাতঃপ্রার্থনার (বুদ্ধাভিথুতির) উপর পর্য্যন্ত সমুদয় কার্য্য, সায়ং প্রার্থনার পূর্ব্বেও করিতে হইবে। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

† চুপ করিয়া মনে মনে বুদ্ধের নয় গুণ ভাবনা করিবে (বুদ্ধাভিথুতিং দেখ)।

(ইতিপি) ইনিও (সো ভগবা) সেই ভগবান্ (অরহং) যিনি অর্হৎ [অতঃপর ২৬ পৃষ্ঠার ১৬শ পংক্তি হইতে ৩০ পৃষ্ঠার ১৬শ পংক্তি পর্য্যন্ত দেখ এবং অনুবাদের জন্য (বুদ্ধাভিথুতিং) দেখ।]।

বুদ্ধাভিগীতি।

১। বুদ্ধারহন্তবরতাদীগুণাভিযুত্তো,
সুদ্ধাভি ঞাণকরুণাহি সমাগতত্তো।
বোধেসি যো সুজনতং কমলং ব সূরো,
বন্দামহং তমরণং সিরসা জিনেন্দং॥

২। বুদ্ধো যো সব্বপাণীনং, সরণং খেমমুত্তমং।
পঠমানুস্সতিট্ঠানং, নমামি তং সিরেন'হং॥

৩। বুদ্ধস্সাহস্মি দাসো'ব, বুদ্ধো মে সামিকিস্সরো।
বুদ্ধো দুক্খস্স ঘাতা চ, বিধাতা চ হিতস্স মে॥

৪। বুদ্ধস্সাহং নিয্যাদেমি, সরীরঞ্জীবিতঞ্চিদং।
বন্দন্তোহং চরিস্সামি, বুদ্ধস্সেব সুবোধিতং॥

৫। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, বুদ্ধো মে সরণং বরং।
এতেন সচ্চবজ্জেন, বড্ঢেয্যং সত্থু সাসনে॥

৬। বুদ্ধং মে বন্দমানেন, যং পুঞ্ঞং পসুতং ইধ।
সব্বেপি অন্তরায়া মে, মাহেসুং তস্স তেজসা॥

৭। * কায়েন বাচায বা চেতসা বা,
বুদ্ধে কুকম্মং পকতং মযা যং।
বুদ্ধো পটিগণ্হতু অচ্চযন্তং
কালন্তরে সংবরিতুং বা বদ্ধে॥

সান্বয়ার্থ

১। প্রথম গাথা। (যো) যিনি (বুদ্ধো) বুদ্ধ (অরহন্তবরো) অর্হৎ-শ্রেষ্ঠ (তাদী) তাদৃশ [অর্হৎ সদৃশ] (গুণাভিযুত্তো) গুণশালী (সুদ্ধাভি ঞাণ-করুণাহি) বিশুদ্ধ জ্ঞান ও করুণা দ্বারা (সমাগতো অত্তো) সমলঙ্কৃত শরীর ও (সূরোব) সূর্য্যবৎ (সুজনতং কমলং) সুজনতারূপ কমল (বোধেসি) ফুটাইয়াছেন। (অহং) আমি (তং অরণং জিনেন্দং) সেই ভবরণ-বিরহিত জিনেন্দ্র বুদ্ধকে (সিরসা) অবনত শিরে (বন্দামি) বন্দনা করিতেছি।

২য়। (যো বুদ্ধো) যেই বুদ্ধ (সব্বপাণীনং) সর্ব্বপ্রাণীর (উত্তমং) উত্তম (খেমং) ক্ষেম, কল্যাণকর (সরণং) শরণ, আশ্রয় ও (পঠমানুস্সতিট্ঠানং) স্মরণ

---

* পঞ্চাঙ্গপ্রতিষ্ঠিতপ্রণতভাবে ৭ম গাথা পড়িতে হইবে। ধম্মাভিগীতি ও সংঘাভিগীতির ৭ম গাথা ও এইরূপ।

করিবার প্রথম পাত্র। (অহং) আমি (তং) তাঁহাকে (সিরেন) অবনতশিরে (নমামি) নমস্কার করিতেছি।

৩ য়। (অহং) আমি (বুদ্ধস্স) বুদ্ধের (দাসো' ব) দাসই (অস্মি) হইয়াছি, (বুদ্ধো) বুদ্ধ (মে) আমার (সামিকো চ) স্বামী ও (ইস্সরো চ) ঈশ্বর। (বুদ্ধো) বুদ্ধ (মে) আমার (দুক্খস্স ঘাতা চ) দুঃখঘাতক ও (হিতস্স) হিতের (বিধাতা) বিধান কর্ত্তা।

৪র্থ। (অহং) আমি (ইদং সরীরঞ্চ জীবিতঞ্চ) এই শরীর ও জীবন (বুদ্ধস্স) বুদ্ধকে (নিয্যাদেমি) প্রত্যর্পণ করিতেছি। (অহং) আমি (বুদ্ধস্স) বুদ্ধের (সুবোধিতং এব) সুবোধিত জ্ঞানকেই (বন্দন্তো) বন্দনা করিতে করিতে (চরিস্সামি) বিচরণ করিব।

৫ম। (মে) আমার (অঞ্ঞং) অন্য (সরণং) শরণ, আশ্রয় (নত্থি) নাই, (বুদ্ধো) বুদ্ধই (মে) আমার (বরং সরণং) বরশরণ, শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। (এতেন সচ্চবজ্জেন) এই সত্যবাক্যের দ্বারা [যেন] (অহং) আমি (সত্থু) শাস্তার, বুদ্ধের (সাসনে) শাসনে, ধর্ম্মে (বড্ঢেয্যং) শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হই।

৬ষ্ঠ। (বুদ্ধং) বুদ্ধকে (বন্দমানেন মে) বন্দনা-কারী আমাদ্বারা (ইধ) ইহলোকে (যং পুঞ্ঞং) যেই

পুণ্য (পসুতং) প্রসূত হইয়াছে, (তস্স) সেই পুণ্যের (তেজসা) তেজে [যেন] (মে) আমার (সব্বেপি) কোনরূপ (অন্তরায়া) অন্তরায়, বিঘ্ন (মা অহেসুং) না হয়।

৭ম। (কায়েন) [প্রাণীহত্যা, চুরি ও পরদার গমন] কার্য্য দ্বারা (বাচায বা) মিথ্যা, অপ্রিয়, সূচক ও বৃথাগল্প] বাক্য দ্বারা বা (চেতসা বা) [লোভ, হিংসা ও অশ্রদ্ধা] চিত্তদ্বারা বা (ময়া) আমার দ্বারা (বুদ্ধে) বুদ্ধের প্রতি(যং কুকম্মং) যে কুকর্ম্ম (পকতং) করা হইয়াছে, (কালন্তরে) কালান্তরে, অন্যসময়ে (বুদ্ধে সংবরিতুং বা) বুদ্ধের প্রতি সংবরণ করিবার জন্যই যেন (বুদ্ধো) বুদ্ধ (তং অচ্চয়ং) সেই অত্যয়, দোষ (পটিগণ্হতু) প্রতিগ্রহণ করুন।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। যিনি বুদ্ধ, অর্হৎ-শ্রেষ্ঠ, তাদৃশ (অর্হৎ-সদৃশ) গুণশালী ও বিশুদ্ধ-জ্ঞান-করুণা-বিভুষিত শরীর; এবং যিনি সূর্য্যবৎ সুজনতা-কমল প্রস্ফুটিত করিয়াছেন; আমি সেই ভব-রণ-রহিত জিনেন্দ্রকে অবনতশিরে বন্দনা করিতেছি।

২। যেই বুদ্ধ সকল জীবের পরম কল্যাণকর শরণ ও প্রথমানুস্মরণীয়; আমি তাঁহাকে অবনত শিরে নমস্কার করিতেছি।

৩। আমি বুদ্ধেরই দাস। বুদ্ধই আমার স্বামী ও ঈশ্বর। বুদ্ধ আমার দুঃখ-ঘাতক ও হিত-বিধায়ক।

৪। আমি এই শরীর ও জীবন বুদ্ধকে অর্পণ করিয়াছি। অমি বুদ্ধের সুবোধিত জ্ঞানকে বন্দনা করিতে করিতে বিচরণ করিব।

৫। আমার অন্যাশ্রয় নাই, বুদ্ধই আমার পরমাশ্রয়। এই সত্যবাক্যে যেন আমি শাস্তৃ-শাসনে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হই।

৬। বুদ্ধ বন্দনাকারী আমার যেই পুণ্য প্রসূত হইয়াছে, যেন তৎপ্রভাবে আমার কোনও অন্তরায় না হয়।

৭। কায়মনোবাক্যে বুদ্ধপ্রতি আমার যে কিছু কুকর্ম্ম করা হইয়াছে, কালান্তরে বুদ্ধ প্রতি সংবরণ জন্য, বুদ্ধ আমার সেই দোষ ক্ষমা করুন।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ।

১। যিনি বুদ্ধ,অর্হত তাদৃশ গুণযুত।
শুদ্ধ,বুদ্ধ, দয়াময়, জ্ঞান-বিভূষিত॥
যেই রবি ফুটাইলা সুজন-কমল।
শিরে বন্দি জিনেন্দ্রের চরণ যুগল॥
২। যিনি বুদ্ধ পরাণীর কল্যাণ-শরণবর।
প্রথম স্মরণ পাত্র নমামি শিরসি'পর॥

৩। আমি হই বুদ্ধ-দাস, বুদ্ধ মম প্রভু পাতা।
বুদ্ধ দুঃখ-বিনাশক, মম হিত-বিধি-দাতা॥
৪। বুদ্ধ-পদে দিনু সঁপি, শরীর, জীবন, প্রাণ।
গেয়ে গেয়ে বেড়াইব, বুদ্ধ-জ্ঞান-গুণ-গান॥
৫। অনন্য শরণ আমি, বুদ্ধ মম বরাশ্রয়।
বৌদ্ধ ধর্ম্মে বুদ্ধি মম, যেন এই সত্যে হয়॥
৬। বুদ্ধের বন্দনা জাত, লভিনু যে পুণ্যসার।
কোন বিঘ্ন যেন মম, না ঘটে প্রভাবে তার॥
৭। বুদ্ধ প্রতি কায়মনোবাক্যে দোষ যাহা।
অজ্ঞানে করিনু আমি প্রভু বুদ্ধ তাহা॥
ক্ষমা কর অপরাধ, করিয়া গ্রহণ।
যেন পুনঃ বুদ্ধ প্রতি করি সংবরণ॥

ধম্মানুস্সতি।

(পালি।)

স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো অকালিকো, এহিপস্সিকো, ওপনাযিকো পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহীতি। *

* চুপ করিয়া মনে মনে ধর্ম্মের ছয় গুণ ভাবনা করিবে। সান্বয়ার্থ এবং গদ্য ও পদ্যানুবাদ, (ধম্মাভিথূতিং)এ দেখ।

ধম্মাভিগীতি।

(পালি)।

১। স্বাক্খাত-তাদী-গুণযোগবসেন সেয্যো,
যো মগ্গ-পাক-পরিযত্তি-বিমোক্খ-ভেদো।
ধম্মো কুলোকপতনো তদধারীধারী,
বন্দামহং তমহরং বরধম্মমেতং॥

২। ধম্মো যো সব্বপাণীনং, সরণং খেমমুত্তমং।
দুতিযানুস্সতিট্ঠানং, বন্দামি তং সিরেনাহং॥

৩। ধম্মস্সাহস্মি দাসো'ব, ধম্মো মে সামিকিস্সরো।
ধম্মো দুক্খস্স ঘাতা চ, বিধাতা চ হিতস্স মে॥

৪। ধম্মস্সাহং নিয্যাদেমি, সরীরঞ্জীবিতঞ্চিদং।
বন্দন্তো'হং চরিস্সামি, ধম্মস্সেব সুধম্মতং॥

৫। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, ধম্মো মে সরণং বরং।
এতেন সচ্চবজ্জেন, বড্ঢেয্যং সত্থু সাসনে॥

৬। ধম্মং মে বন্দমানেন, যং পুঞ্ঞং পসুতং ইধ।
সব্বে পি অন্তরায়া মে, মাহেসুং তস্স তেজসা॥

৭। * কায়েন বাচায় ব চেতসা বা,
ধম্মে কুকম্মং পকতং ময়া যং।
ধম্মো পটিগণ্হতু অচ্চযন্তং,
কালন্তরে সংবরিতুং বা ধম্মে ॥

সান্বয়ার্থ।

১ম। (যো ধম্মো) যেই ধর্ম্ম [সু-আক্কাতো) সুচারুরূপে আখ্যাত হইয়াছে, (তাদী) তাদৃশ (গুণযোগবসেন) গুণযোগ বশতঃ (সেয্যো) শ্রেয়ঃ, অত্যুত্তম; (যো ধম্মো) যেই ধর্ম্ম (মগ্গো) নির্ব্বাণ মার্গ, (পাকো) নির্ব্বাণের ফলাফল (পরিয়ত্তি) পর্য্যপ্তি [শাস্ত্র] ও (বিমোক্খো চ) বিমোক্ষ, নির্ব্বাণ (ভেদো) ভেদক বা বিভাজক, নির্দ্দেশক। (যো ধম্মো) যেই ধর্ম্ম (কুলোকপতনো) কুলোক পাতনকারী (তদধারী-ধারী) তদ্ধারীরধারী [অর্থাৎ যে ধর্ম্মকে রাখে ধর্ম্ম তাহাকে রাখে]। (অহং) আমি (এতং) এই সেই (তমহরং) তমোহারী (বরং ধম্মং) পরম ধর্ম্মকে (বন্দামি) বন্দনা করিতেছি।

অতঃপর প্রত্যেক গাথার সান্বয়ার্থ বুদ্ধাভি-গীতির ন্যায়। বিশেষের মধ্যে, ২য় গাথায়—(যো

* বুদ্ধাভিগীতির টীকা দেখ।

ধম্মো) যেই ধর্ম্ম, (দুতিযং) দ্বিতীয় (অনুস্সতিট্ঠানং) স্মরণ করিবার পাত্র, ৩য় গাথায়—(ধম্মস্স) ধর্ম্মের (ধম্মো) ধর্ম্ম ; ৪র্থ গাথায়—(ধম্মস্স, ধম্মস্স) ধর্ম্মের, ধর্ম্মের; (সুধম্মতং)সুধর্ম্মত্বকে; ৫ম গাথায়—(ধম্মো) ধর্ম্ম ; ৬ষ্ঠ গাথায়—(ধম্মং) ধর্ম্মকে; ৭ম গাথায়—(ধম্মে) ধর্ম্মের প্রতি ও (ধম্মো) ধর্ম্ম—এইমাত্র।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। যেই ধর্ম্ম সু-আখ্যাত ও তাদৃশ গুণশালী বশতঃ শ্রেয়স্কর ; যেই ধর্ম্ম নির্ব্বাণের পথ, ফল, পর্য্যায় ও বিমোক্ষ-ভেদ বিভাজক এবং যেই ধর্ম্ম কুলোকপাতন-কারীও তৎ রক্ষকের রক্ষাকারী ; আমি সেই তমোহর ধর্ম্মশ্রেষ্ঠকে বন্দনাকরিতেছি *।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। যেই ধর্ম্ম সু-আখ্যাত আদি গুণযুত।
পথ, ফল,শাস্ত্র, মোক্ষভেদ বিভূষিত॥
কুলোক-পাতনকারী তার ধারী-ধারী।
শিরে বন্দি ধর্ম্মবর ভব-তমোহারী॥

---

* আর আর গাথার গদ্য ও পদ্যানুবাদ বুদ্ধাভিগীতির ন্যায়। বিশেষের মধ্যে ২য় গাথার "বুদ্ধ, প্রথমানুস্মরণীয় ও প্রথম" স্থলে যথাক্রমে "ধর্ম্ম, দ্বিতীয়ানুস্মরণীয়" ও দ্বিতীয় হইবে।

সংঘানুস্সতি।

(পালি।)

সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবক-সংঘো, ঞায়পটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, সামীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবক-সংঘো, যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্ঠপুরিসপুগ্গলা এসভগবতো সাবকসংঘো, আহুনেয্যো, পাহুনেয্যো, দক্খিণেয্যো, অঞ্জলিকরণীয়ো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সা'তি * ।

সংঘাভিগীতি।

(পালি।)

১। সদ্ধম্মজো সুপটিপত্তিগুণাদিযুত্তো,
যোট্ঠব্বিধো অরিযপুগ্গলসংঘসেট্ঠো।

এবং ৪র্থগাথার "বুদ্ধ ও বুদ্ধজ্ঞান" স্থানে যথাক্রমে "ধর্ম্ম ও সদ্ধর্ম্মের" এবংআর আর গাথার "বুদ্ধ ও বুদ্ধের" ইত্যাদি স্থলে যথাক্রমে "ধর্ম্ম ও ধর্ম্মের" হইবে।

* চুপ করিয়া মনেমনে সংঘের নয় গুণ ভাবনা করিবে। সান্বয়ার্থ, গদ্য ও পদ্যানুবাদ (সংঘাভিথুতিং) এ দেখ।

সীলাদি ধম্মপবরাসযকায়চিত্তো,
বন্দামহং তমরিযানগণং সুসুদ্ধং ॥

২। সংঘো যো সব্বপাণীনং, সরণং খেমুমুত্তমং।
ততিযানুস্সতিট্ঠানং, বন্দামি তং সিরেনাহং ॥

৩। সংঘস্সাহস্মি দাসো'ব, সংঘো মে সামিকিস্সরো।
সংঘো দুক্খস্স ঘাতা চ, বিধাতা চ হিতস্স মে ॥

৪। সংঘস্সাহং নিয্যাদেমি, শরীরঞ্জীবিতঞ্চিদং।
বন্দন্তোহং চরিস্সামি, সংঘস্সোপটিপন্নতং ॥

৫। নত্থি মে সরণং অঞ্ঞং, সংঘো মে সরণং বরং।
এতেন সচ্চবজ্জেন, বড্ঢেয্যং সত্থ সাসনে ॥

৬। সংঘং মে বন্দমানেন, যং পুঞ্ঞং পসুতং ইধ।
সব্বে পি অন্তরায়া মে, মাহেসুং তস্স তেজসা ॥

৭। * কাযেন বাচায ব চেতসা বা,
সংঘে কুকম্মং পকতং ময়া যং।
সংঘো পটিগণ্হতু অচ্চযন্তং,
কালন্তরে সংবরিতুং বা সংঘে ॥

সান্বয়ার্থ।

১ম গাথা। (যো সংঘো) যেই সংঘ (সদ্ধম্মজো) সদ্ধর্ম্মজ [সত্যধর্ম্ম হইতে জাত, উৎপন্ন, (সুপটিপত্তি-

---

* বুদ্ধাভিগীতির টীকা দেখ।

গুণাদিযুত্তো) সুপ্রতিপন্নাদিগুণযুক্ত [সুপথে উপনীত ইত্যাদি গুণশালী], (যো অঠ্ঠবিবধো) যেই অষ্টবিধ (অরিযপুগগলো) আর্য্যপুদ্গাল(সংঘসেঠ্‌ঠো)সংঘ-শ্রেষ্ঠ [আর আর সমুদয় সংঘ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ] (যস্স সংঘস্স) যেই সংঘের (কায়ো চ চিত্তো চ) শরীরও মন (সীলাদিপবরধম্মানং) শীলাদি পরম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের (আসয়ো) আশয়, (অহং) আমি (তং সুসুদ্ধং), সেই সুশুদ্ধ, (অরিযানং গণং) আর্য্যগণকে (বন্দামি) বন্দনা করিতেছি।

২য় গাথা—(যো সংঘো) যেই সংঘ, (ততিযা-নুস্সতিঠ্‌ঠানং) তৃতীয়ানুস্মৃতির পাত্র; (সংঘো) সংঘ; ৪র্থ গাথা—(সংঘস্স) সংঘের, (সংঘস্সোপটিপন্ন-তং) সংঘের সুপ্রতিপন্নত্বকে; ৫ম গাথা—(সংঘো) সংঘ; ৬ষ্ঠ গাথা—(সংঘং) সংঘকে; ৭ম গাথা—(সংঘে) সংঘপ্রতি, (সংঘো) সংঘ। (২য় হইতে ৭ম গাথা পর্য্যন্ত এই ছয়টী গাথার অন্তর্গত আর সমস্তই বুদ্ধাভিগীতির ন্যায়।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। যেই সংঘ সদ্ধর্ম্মজাত ও সুপথাদিতে উপনীত ইত্যাদি গুণধারী; যেই অষ্টবিধ আর্য্যপুদ্গাল সংঘশ্রেষ্ঠও

যেই সংঘের শরীর ও মন শীলাদি পরমধর্ম্মের আশয়; আমি সেই সুবিশুদ্ধ আর্য্যসংঘকে বন্দনা করিতেছি।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। সত্য-ধর্ম্ম-জাত যেই সংঘ সুবিদিত।
সুপথাদি সত্য-পথে যাঁরা উপনীত॥
ইত্যাদি সংঘের গুণে যাঁরা গুণযুত।
সংঘ-শ্রেষ্ঠ অষ্ট আর্য্য-গুণ-বিভূষিত॥
শীলাদি পরম-ধর্ম্মাশয় কায়-মন।
বন্দি সুবিশুদ্ধ আর্য্য সংঘের চরণ॥

[আর আর গাথার গদ্য ও পদ্যানুবাদ বুদ্ধাভিগীতির ন্যায়। বিশেষের মধ্যে, ২য় গাথার "বুদ্ধ, প্রথমানুস্মরণীয়, ও প্রথম" স্থলে যথাক্রমে "সংঘ, তৃতীয়ানুস্মরণীয় ও তৃতীয়" হইবে এবং ৪র্থ গাথার "বুদ্ধ ও বুদ্ধ-জ্ঞান-গুণ" স্থানে যথাক্রমে "সংঘ ও সংঘের সুগতি" ও আর আর গাথার "বুদ্ধ ও বুদ্ধের" ইত্যাদি স্থলে "সংঘ ও সংঘের" হইবে]।

অভিণ্হপচ্চবেক্খণপাঠো।

(পালি।)

জরাধম্মোম্হি জরং অনতীতো, ব্যাধিধম্মোম্হি ব্যাধিং অনতীতো, মরণধম্মোম্হি মরণং অনতীতো, সব্বেহিঁ মে পিযেহি মনাপেহি নানাভাবো বিনা-

ভাবো, কম্মস্সকোম্হি, কম্মদায়াদো, কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণো, যং কম্মং করিস্সামি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্স দাযাদো ভবিস্সামি।

সান্বয়ার্থ।

(অভিণহ পচ্চবেক্খণপাঠো) অভিক্ষ প্রত্যবেক্ষণ-পাঠ, নিত্য ভাবনা [এই বিষয়টী কি স্ত্রী, কি পুরুষ, আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেরই নিত্য চিন্তা করা উচিত]। (জরা ধম্মোম্হি) আমি জরা ধর্ম্মের অধীন (জরং অনতীতো) জরাকে অতিক্রম করিতে পারিব না, [অর্থাৎ আমি বুড়া হইব, বুড়া হওয়া আমার ভাগ্যে আছে, বুড়া না হইয়া ছাড়াছাড়ি নাই, এই জ্ঞান যাহার নিত্য জাজ্বল্যমান্,সে কি আর যৌবন-মদে মত্ত হইতে পারে? কখনই না]।

(ব্যাধিধম্মোম্হি) আমি ব্যাধির অধীন আছি, (ব্যাধিং অনতীতো) ব্যাধিকে অতিক্রম করিতে অক্ষম; [এই জ্ঞান যাহার নিত্য জাজ্বল্যমান্ থাকে, সে কখনও বলমদে বা স্বাস্থ্যমদে মত্ত হইতে পারে না]। (মরণধম্মোম্হি) আমি মরণের অধীন আছি (মরণং অনতীতো) মরণকে অতিক্রম করিতে অক্ষম, [এই জ্ঞান যাহার নিত্য জাজ্বল্যমান্, সে কখনও

জীবনমদে মত্ত হইয়া পাপাসক্ত হইতে পারে না]। (সব্বেহি মে পিয়েহি মনাপেহি নানাভাবো বিনাভাবো) আমার সমুদয় প্রিয়জন ও মনোহর বস্তু হইতে অবশ্যই একদিন না একদিন বিচ্ছেদ হইতে হইবেই হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; [এই জ্ঞান যাহার নিত্য জাজ্বল্যমান থাকে, সে কখনও পরিবারাদির প্রতি অত্যাসক্ত হইয়া বিবিধ অসদুপায়ে তাহাদের জন্য ধনাদি সঞ্চয় করিতে রত হয় না]। (কম্মস্সকোম্হি) আমি কর্ম্মের স্বকীয় আছি [আমি আমার স্বকৃত পাপ-পুণ্যেরই আপনা, আমার পাপ-পুণ্য কর্ম্মই আমার আপনা, আর সকল পর]; (কম্মদাযাদো) আমি কর্ম্মের দায়াদ—উত্তরাধিকারী—ফলভাগী, (কম্মযোনি) কর্ম্ম যোনি [আমি আমার পাপ-পুণ্য কর্ম্মের ফলেই যোনি ভ্রমণ করিতেছি, অর্থাৎ আমি আমার সদসৎ কর্ম্মেরই বংশধর]। (কম্মবন্ধু) কর্ম্ম-বন্ধু [আমি আমার পাপ-পুণ্য কর্ম্মের বন্ধু, পাপ-পুণ্য কর্ম্মই আমার বন্ধু, আর আমার কেহ বন্ধু নাই, যাহারা আমার বন্ধু বলিয়া ভাবি, প্রকৃতপক্ষে তাহারা আমার বন্ধু নহে, পর]। (কম্মপটিসরণো) কর্ম্মাশ্রিত [আমি আমার পাপপুণ্য কর্ম্মেরই আশ্রিত,

আমার পাপ-পুণ্য কর্ম্মই আমার আশ্রয়,আর আমার আশ্রয় নাই]। (যং কম্মং করিস্সামি) যেই কর্ম্ম করিব (কল্যাণং বা পাপকং বা) পাপ বা পুণ্য (তস্স দায়াদো) তাহারই ফলভাগী (ভবিস্সামি) হইব। [এই কর্ম্মবাদ-জ্ঞান যাহার নিত্য জাজ্বল্যমান থাকে, সে কখনই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। ইহার গদ্য ও পদ্যানুবাদ বাহুল্যভয়ে দেওয়া হইল না। জরা, ব্যাধি ও মরণের বিশেষ ব্যাখ্যা সংবেগ-পরিদীপনপাঠের পদ্যানুবাদে দেখ]।

গৃহিশিক্ষা।

[প্রাতঃপ্রার্থনার অন্তর্গত (সংবেগপরিদীপনপাঠং) পাঠকরিবার পর, গৃহিগণ, ভিক্ষুর বর্ত্তমানে ভিক্ষুর কাছে, না হয় নিজে নিজে গোসাঞ্জির সম্মুখে বা নিরলে নিম্নলিখিত বিষয় গুলি আবৃত্তি করিবেন ও তদনুযায়ী হইয়া চলিবেন।

ক্ষমা প্রার্থনা (কায়াকাম্)।

(পালি।)

১। তিরতনেসু কাযেন, বাচায় মনসাপি চ।
পমাদেন কতং ভন্তে, সব্বং দোসং খমন্তু মে১ ॥

২। তেসু কতঞ্জলিকম্মস্সানুভাবেন সব্বদা।
অজ্ঝত্তিকা চ বাহিদ্ধা, রোগা ছিন্নবুতিবিধা॥

৩। বত্তিংসকম্মকরণা, পঞ্চবীসতি ভেরবা।
সোলসুপদ্দবা চাপি, দণ্ডং দোসা দসাঠ্ঠ চ॥

৪। পঞ্চবেরানি চত্তারো, অপাযা চ তযোপি চ।
কপ্পা চ ইতি সব্বে'তে, বিনস্সন্ত অসেসতো॥

৫। ইচ্ছিতং পত্থিতং চাপি, খিপ্পমেব সমিজ্ঝতু।
দীঘঞ্চ হোতু মে[১] আযু, সংসারে সব্বজাতীসু॥

৬। অনাগতেহি মেত্তেয্য, সম্বুনো দস্সনং বরং।
সবেয্যাকরণং লদ্ধো, নিব্বাণং পাপুনিস্সহং[২]॥

পয়ার।

১। ত্রিরতন কাছে কায়মনোবাক্যে যাহা।
ভ্রমে করিয়াছি[৩] পাপ, ক্ষম প্রভু তাহা॥

২। নিত্য তিনে কৃতাঞ্জলি কর্ম্মের প্রভাবে।
অন্তরে বাহিরে রোগ ছিয়ন্নব্বই ভবে॥

৩। বত্রিশ কায়িক শাস্তি, ভয় পঞ্চবিংশ।
উপদ্রব ষোল, দশদণ্ড, অষ্টদোষ॥

৪। পঞ্চবৈরী, চতুরঃ অপায়ঃ কল্পাত্রয়।
এ'সব নিঃশেষরূপে যেন নষ্ট হয়॥

৫। মানসের আশা মম৪ পূরণ সত্বরে।
দীর্ঘ আয়ু হয় যেন জন্ম জন্মান্তরে॥
৬। অনাগত বুদ্ধ আর্য্য মৈত্রেয়ে দর্শন।
তাঁর মুখে ধর্ম্ম-কথা করিয়া শ্রবণ॥
অমৃত নির্ব্বাণ-পুর সবার পরম।
অন্তিমে তথায় [যেন গতি হয়]৫ মম॥

[গৃহিগণ, পাঁচশীল চাহিবার আগে পালি গাথা ও পয়ারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। ভিক্ষুগণ "সাধু সাধু" বলিয়া উক্ত গাথা ও পয়ারে আশীর্ব্বাদ করিবেন। বিশেষের মধ্যে,১ চিহ্নিত "মে" স্থানে "তে", ২ চিহ্নিত"—হং" স্থানে "—হি", ৩ চিহ্নিত "করিয়াছি" স্থানে "করিয়াছ", ৪চিহ্নিত "মম" স্থানে "তব" ও ৫ চিহ্নিত "[যেন গতি হয়]"স্থানে"[যা ও আশীর্ব্বাদ]" বলিতে হইবে মাত্র।

গৃহিকর্ত্তৃক ত্রিশরণ সহ

ভিক্ষু সমীপে পঞ্চশীল-

প্রার্থনা।

পালি।

গিহী। অহং ভন্তে তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি; অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দুতিয়ম্পি, অহং ভন্তে তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি। অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ততিযম্পি, অহং ভন্তে তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং যাচামি। অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। *

ভিক্খু। যমহং বদামি তং বদেহি।

গিহী। আমভন্তে।

* অষ্টশীল প্রার্থনাও পঞ্চশীল প্রার্থনার ন্যায়। বিশেষের মধ্যে (পঞ্চসীলং) স্থলে (অট্ঠঙ্গশীলং) ও উপোসথ শীল-প্রার্থনায় (অট্ঠঙ্গসমন্নাগতং বুদ্ধপঞ্ঞত্তং উপোসথং) বলিতে হইবে। পঞ্চশীল বিভিন্নরূপে লইতে হইলে "সহ" শব্দের পরে "বিসুং বিসুং রক্খিতুং"

কথাটী যোগ করিয়া দিতে হইবে। বিভিন্নরূপে শীল লইলে এক শীল ভঙ্গে অপর শীল ভাঙ্গে না।

সান্বয়ার্থ।

(গিহী) গৃহী বলিবেন। (ভন্তে) প্রভো! (অহং) আমি (তিসরণেন সহ) ত্রিশরণ সহ (পঞ্চশীলং ধম্মং) পঞ্চশীলধর্ম্ম [পাঁচশীল] (যাচামি) যাচ্ঞা করিতেছি [চাহিতেছি]। (ভন্তে) প্রভো! (অনুগ্গহং) অনুগ্রহ (কত্বা) করিয়া (মে) আমাকে (সীলং) শীল (দেথ) প্রদান করুন। (দুতিয়ম্পি) দ্বিতীয়তঃ [চাহিতেছি]। (ততিয়ম্পি) তৃতীয়তঃ [চাহিতেছি]। [দ্বিতীয়তঃ ও তৃতীয়তঃ চাহিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাতে ধর্ম্মের জন্য অত্যন্ত, আসক্তি দেখা যায়, অত্যাসক্তি না হইলে অমনোযোগী হইতে পারে; তজ্জন্য তিনবার চাহিবার কারণ। অথবা যে একান্ত ধর্ম্মাসক্ত হইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ বা গ্রহণ করিতে না চাহিবে, গায়ে পড়িয়া তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দানের কোন ফল নাই। পিপাসিত ব্যাক্তি বার বার জল চাহিলে, তাহাকে তৎপ্রদানে যেমন তৃপ্তি হয়, কিন্তু, অপিপাসিতকে জল প্রদান করিলে, প্রত্যুত সে তৎপ্রতি

ফিরিয়াও দেখে না; তদ্রূপ ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি বার২ ধর্ম্ম চাহিলেই ধর্ম্ম প্রদান করা উচিত। পঞ্চশীলের জন্য অতিশয় পিপাসিত ভাব জানাইবার জন্যই দ্বিতীয়তঃ ও তৃতীয়তঃ যাচ্ঞা করা[টীকা]। [ভিক্ষু] ভিক্ষু বলিবেন (অহং) আমি (যং) যাহা (বদামি) বলিতেছি (তং) তাহা (বদেহি) বল [বহুবচনে] (বদেথ) বল। (গিহী) গৃহী (আম ভন্তে) যে আজ্ঞা প্রভো! [বলিয়া সম্মতি দিবেন]।

অনুবাদ।

গৃহী। প্রভো! আমি ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল যাচ্ঞা করিতেছি। প্রভো! দয়া করিয়া আমাকে শীল প্রদান করুন। [দ্বিতীয়তঃ ও তৃতীয়তঃ (পূর্ব্ববৎ)।

ভিক্ষু। আমি যাহা বলিতেছি তাহা বল।

গৃহী। যে আজ্ঞা প্রভো!

ত্রিশরণ।

[গৃহী, নিম্নলিখিত এক এক পদ পালি বা বাংলা, ভিক্ষু যাহা বলেন, তাঁহার মুখে মুখে তাহা আবৃত্তি করিবেন। এক একটী বিষয় সমাপ্ত হইলে, গৃহী "(আম ভন্তে) যে আজ্ঞা প্রভো!" বাক্যে সায় দিবেন]।

(পালি)

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স ৩।

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি। ধম্মং সরণং গচ্ছামি। সংঘং সরণং গচ্ছামি। দুতিয়ম্পি, বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি। দুতিয়ম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি। দুতিযম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি। ততিযম্পি বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি। ততিযম্পি ধম্মং সরণং গচ্ছামি। ততিয়ম্পি সংঘং সরণং গচ্ছামি। সরণাগমনং নিট্ঠিতং।

(বুদ্ধং) বুদ্ধকে (সরণং) শরণ [আশ্রয়] করিয়া (গচ্ছামি) গমন করিতেছি। (ধম্মং) ধর্ম্মকে। (সংঘং) সংঘকে। (দুতিয়ম্পি) দ্বিতীয়তঃ। (ততিয়ম্পি) তৃতীয়তঃ। ইত্যাদি সমুদায় পূর্ব্ববৎ। (সরণাগমনং) শরণাগমন (নিট্ঠিতং) নিঃস্থিত,সমাপ্ত।

ভাবার্থ। আমি বুদ্ধ ধর্ম্মও সংঘকে আশ্রয় করিয়া জীবন পথে গমন করিতেছি।

পঞ্চশীল।

[শীলগুলির অর্থ সহ আদান প্রদান উচিত ; নচেৎ মর্ম্মবোধ না হইলে নিষ্ফল।]

১। (পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি) প্রাণী হত্যা করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

২। (অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি) চুরি করিবনা,এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৩। (কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি) ব্যভিচার করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৪। (মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি) মিথ্যা বলিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৫। (সুরা-মেরয়-মজ্জপমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি) প্রমাদের কারণ সুরা ও মৈরেয় প্রভৃতি মদ্য পান করিব না,এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

[তৎপর ভিক্ষু উপদেশ স্বরূপ বলিবেন]ঃ—(তিসরণেন সহ পঞ্চসীলং ধম্মং সাধুকং সুরক্খিতং কত্বা অপ্পমাদেন সম্পাদেতব্বং) তিন শরণ সহ পঞ্চশীল ধর্ম্ম ভালরূপে পালন করিয়া সাধন করিবে। গৃহী "(আম ভন্তে) যে আজ্ঞা প্রভো!" বলিয়া সায় দিবেন]।

অষ্টশীল।

১। [পঞ্চশীলের মত]।

২। ঐ

৩। (অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি) অব্রহ্মচারী হইব না অর্থাৎ মৈথুন করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৪। [পঞ্চশীলেরমত]।

৫। ঐ

৬। (বিকালভোজনা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিয়ামি) দিন দুপরের পর হইতে আর এক সুর্য্য উঠা তক ভোজন করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৭। (নচ্চগীত-বাদিত-বিসূকদস্সনা, মালাগন্ধ-

বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূসণ-ঠ্ঠানা বেরমণী শিক্ষা-পদং সমাদিয়ামি) নাচগানবাদ্য ও উৎসব-দর্শন এবং অলঙ্কারের হেতু মালা ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি লেপন ধারণ, ও মর্দ্দন করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি

৮। (উচ্চাসযন-মহাসযনা বেরমণী শিক্ষাপদং সমাদিয়ামি) বার বুরুলের উচ্চ খাট পালঙ্ক বা চৌকিতে ও তুলা বা রুইভরা গদি তোষকে শুইব ও' বসিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

[তৎপর পঞ্চশীলের মত ; বিশেষ এই "পঞ্চসীলং" স্থলে "অট্ঠঙ্গসীলং" ও পঞ্চশীলের "স্থলে অষ্টশীল" বলিতে হইবে]।

উপোসথাধিষ্ঠান।

[উপোসথ অর্থ উপবসথ বা সাংসারিক-কার্য্য হইতে সপ্তাহের মধ্যে একদিন পারমার্থিক বিষয় লইয়া ব্রহ্মচর্য্য সহ উপবাস করা। অধিষ্ঠান অর্থ সঙ্কল্প। অমাবস্যা, অষ্টমী ও পূর্ণিমার দিবসই উপোসথের নির্দ্দিষ্ট কাল। গৃহিগণ উপোসথ দিবস প্রাতে কিছু উপহার দ্রব্য হাতে লইয়া বিহারে ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইবেন। উপহার গুলি ভিক্ষুর হাতে গছিয়া দিয়া নমস্কার করতঃ একপাশে বসিবেন। ভিক্ষুগণের প্রাতঃ-প্রার্থনা শেষ হইলে

উপাসকগণ প্রাতঃ-প্রার্থনা (সংবেগপরিদীপনপাঠং) পর্য্যন্ত শেষ করতঃ উৎকট ভাবে বসিয়া যোড়হাতে ভিক্ষুকে সাক্ষ্য স্বরূপ মনে করিয়া নিম্নলিখিত পালি বাক্যে উপোসথের অধিষ্ঠান করিবেন] ঃ—

(পালি।)

অহং ভন্তে বুদ্ধপঞ্ঞত্তং অট্ঠঙ্গসমন্নাগতং উপোসথং অধিট্ঠামি। তং ভগবন্তং পটিপাটিযা পূজেস্সামি। দুতিয়ম্পি, ততিয়ম্পি। [পূর্ব্ববৎ]।

সান্বয়ার্থ।

(ভন্তে) প্রভো! (অহং) আমি (বুদ্ধপঞ্ঞত্তং) বুদ্ধ-নির্দ্দিষ্ট (অট্ঠঙ্গসমন্নাগতং) অষ্টাঙ্গশীলবিশিষ্ট (উপোসথং) উপবাসব্রত (অধিট্ঠামি) অধিষ্ঠান করিতেছি। (পটিপাটিয়া) পরিপাটীরূপে (তংভগবন্তং) সেই ভগবানকে (পূজেস্সামি) পূজা করিব।

[ভিক্ষু (সাধু সাধু সাধু) বাক্যে অনুমোদন করিবেন]।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

প্রভো! আমি বুদ্ধনির্দ্দিষ্ট অষ্টাঙ্গশীলবিশিষ্ট উপবাসব্রত সঙ্কল্প করিতেছি। তাঁহাকে (সেই ভগবান্‌কে) পরিপাটীরূপে (অষ্টশীল পালন দ্বারা) পূজা করিব। দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয়তঃ বলিয়া আরো তিনবার বলিবে। [তৎপর ভিক্ষু "সাধু সাধু সাধু" বাদে অনুমোদন করিবেন]।

[তৎপর গৃহী পঞ্চশীল প্রার্থনার ন্যায় উপোসথশীল তিন শরণ সহ উক্ত প্রার্থনা দ্বারা চাহিবেন। প্রার্থনার বিশেষ বিবরণ পঞ্চশীল প্রার্থনায় দেখুন। গৃহী তিনবার প্রার্থনা করিলে ভিক্ষু উক্ত নিয়মে ত্রিশরণ প্রদান করিয়া, অষ্টশীল প্রদান পূর্ব্বক এই পালি বাক্যটীও প্রদান করিবেন, গৃহীও তাহা সাদরে মুখে মুখে গ্রহণ করিবেন, যথা] :—

(ইমং তিসরণেন সহ অট্ঠঙ্গসমন্নাগতং বুদ্ধ-পঞ্ঞত্তং উপোসথং অজ্জ ইমঞ্চ রত্তিং ইমঞ্চ দিবসং সম্মদেব অভিরক্খিতুং সমাদিয়ামি) তিন শরণ সহ এই অষ্টাঙ্গশীল বিশিষ্ট বুদ্ধ, নির্দ্দিষ্ট উপবাসব্রত-অদ্য—এই দিবা রাত্রি সম্যক্‌রূপে পালন করিবার জন্য গ্রহণ করিতেছি। [তৎপর পঞ্চশীলে দেখ। বিশেষের মধ্যে (পঞ্চসীলং ধম্মং) স্থলে (ইমং অট্ঠঙ্গ-সমন্নাগতং বুদ্ধপঞ্ঞত্তং উপোসথং অজ্জ ইমঞ্চরত্তিং ইমঞ্চ দিবসং) ও “পঞ্চশীল” স্থলে “এই অষ্টাঙ্গ-শীলবিশিষ্ট বুদ্ধ-নির্দ্দিষ্ট উপবাসব্রত অদ্য—এই দিবারাত্রি” বলিতে হইবে মাত্র]।

দশশীল।

[দশশীল প্রার্থনাও পঞ্চশীল প্রার্থনার মত। বিশেষের মধ্যে (পঞ্চশীলং) স্থলে (দসসীলং) বলিতে হইবে]।

১ম হইতে ৬ষ্ঠ শীল অষ্টশীলের ন্যায়।

৭। (নচ্চগীত-বাদিত-বিসূকদস্সনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি) নাচ গান বাদ্য ও উৎসব দর্শন করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৮। (মালাগন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূসণ-ঠ্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি) বিভূষণের কারণ মালা সুগন্ধি ও বিলেপন দ্রব্য ধারণ, লেপন ও মণ্ডন করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি।

৯। অষ্টশীলের ৮ম শীলের ন্যায়।

১০। (জাতরূপরজত পটিগ্গহণা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি) সোণারূপা বা মুদ্রা গ্রহণ করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি। [পঞ্চশীল দেখ]।

শীল-প্রশংসা বা শীলের ফলবর্ণনা।

(পালি।)

১। সীলেন সুগতিং যন্তি, সীলেন ভোগসম্পদা।
সীলেন নিব্বুতিং যন্তি, তস্মা সীলং বিসোধয়ে॥

২। সাসনে কুলপুত্তানং, পতিট্ঠা নত্থি যং বিনা।
আনিসংস-পরিচ্ছেদং, তস্স সীলস্স কো বদে॥

৩। ন গঙ্গা যমুনা চাপি, সরভূ বা সরস্সতী।
নিন্নগা বাচিরবতী, মহী চাপি মহানদী॥

৪। সক্কুণন্তি বিসোধেতুং, তম্মলং ইধ পাণীনং।
বিসোধযতি সত্তানং, যং বে সীল-জলং মলং॥

৫। ন তং সজলদা বাতা, ন চাপি হরিচন্দনং।
নেব হারা ন মণযো, ন চন্দকিরণঙ্কুরা॥

৬। সমযন্তীধ সত্তানং, পরিলাহং সুরক্খিতং।
যং সমেতি ইদং অবিযং, সীলং অচ্চন্তং সীতলং

৭। সীল-গন্ধ-সমো গন্ধো, কুতো নাম ভবিস্সতি।
যো সমং অনুবাতে চ, পটিবাতে চ, বায়তি॥

৮। সগ্গারোহণসোপানং,অঞ্ঞং সীলসমং কুতো।
দ্বারং বা পন নিব্বাণ—নগরস্স পবেসনে ॥
৯। সোভন্তেবন্ন রাজানো, মুত্তামণি-বিভূসিতা।
যথা সোভন্তি যতিনো, সীলভূসন-ভূসিতা ॥
১০। অত্তানুবাদাদি-ভয়ং, বিদ্ধংসয়তি সব্বসো।
জনেতি কিত্তিং হাসঞ্চ, সীলং সীলবতং সদা ॥
১১। গুণানং মূলভূতস্স, দোসানং বলঘাতিনো।
ইতি সীলস্স বিঞ্ঞেয্যং,আনিসংস-কথামুখন্তি ॥*

সান্বয়ার্থ।

১। (সাধবো) সাধুগণ (সীলেন) শীলদ্বারা (সুগতিং) সুগতিতে (যন্তি) যান। (সীলেন) শীল-দ্বারা (ভোগসম্পদা) ভোগ-সম্পদ (পপ্পোন্তি) প্রাপ্ত হন। (সীলেন) শীলদ্বারা (নিব্বুতিং) নির্ব্বাণে (যন্তি) যান; (তস্মা) তদ্ধেতু (সীলং) শীল কিনা চরিত্র (বিসোধয়ে) বিশুদ্ধ করিবে।

২। (সাসনে) শাসনে [বৌদ্ধধর্ম্মে] (কুলপুত্তানং) কুলপুত্রগণের, কুলীন সন্তানদিগের (যং সীলং) যেই শীল (বিনা) বিনা,ছাড়া(অঞ্ঞা পতিট্ঠা)অন্য প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় (নত্থি) নাই, (তস্স সীলস্স) সেই শীলের

* ভিক্ষুগণ পঞ্চশীল দানের পর এ'টীতে অনুমোদন করিবেন।

(আনিসংস-পরিচ্ছেদং) ফল বর্ণনের পরিচ্ছেদ (কো) কে (বদে) বলিতে পারে ?

৩। (গঙ্গা চ) গঙ্গা ও (যমুনা) যমুনা (অপিচ) অপিচ (সরভূ বা) সরযূ বা (সরস্সতী) সরস্বতী (বা) অথবা (নিন্নগা) নিম্নগা, নদী (অচিরবতী) অচিরবতী (মহী) মাহী (অপিচ) ও (মহানদী) মহানদী,

৪। (ইধ) ইহ লোকে (পাণীনং) প্রাণীদিগের (যং মলং) যেই ময়লা (বিসোধেতুং) বিশুদ্ধ করিতে (সক্কুণন্তি ন) শক্তি নাই, পারে না, (সীলজলং বে) শীল [রূপ পবিত্র] জলই (সত্তানং) সত্ত্বগণের, প্রাণী-দিগের (তংমলং) সেই ময়লা (বিসোধয়তি) বিশুদ্ধ-করে, পরিষ্কার করে।

৫। (সজলদা বাতা) সজলদ বাতাস (অপিচ) অপিচ (হরিচন্দনং) হরিদ্বর্ণ চন্দন (হারা বা) অথবা নানাবিধ মুক্তাহার (মণয়ো বা) অথবা বিবিধ মণি (চন্দকিরণঙ্কুরা চ) ও চন্দ্রকিরণ,

৬। (ইধ) ইহলোকে (সত্তানং) প্রাণীদিগের (যং পরিলাহং) যেই পরিদাহ, জ্বালা (সমযন্তি এব ন) উপশম করিতে পারে না, (ইদং)এই (অচ্চন্ত সীতলং) অত্যন্ত শীতল (সুরক্খিতং) সুরক্ষিত (অরিযসীলং)

আর্য্যশীল (তং পরিলাহং) সেই পরিদাহ, জ্বালা (সমেতি) উপশম করে।

৭। (সীলগন্ধ-সমো) শীলসৌরভসম (গন্ধো) সৌরভ (কুতো নাম)আর কোথায় (ভবিস্সতি) হইবে বা আছে ? (যো) যাহা, যে সৌরভ (অনুবাতে চ) অনুকূল বাতাসে ও(পটিবাতে চ) প্রতিকূল বাতাসে (সমং) সমানভাবে(বায়তি) প্রবাহিত হয় বা সৌরভ দান করে।

৮। (সগ্গারোহণ-সোপানং) স্বর্গারোহণের সোপান (অথবা পন) কিংবা (নিব্বাণ-নগরস্স পবেসনে দ্বারং) নির্ব্বাণ-নগরে প্রবেশ করিবার দরজা (সীলসমং) শীলের সমান (অঞ্ঞং) আর (কুতো) কোথায় ?

৯। (সীলভূসন-ভূসিতা) শীল-ভূষণ-ভূষিত(যতিনো) যতি বা সাধুগণ (যথা) যেমন (সোভন্তি) শোভাপান, শোভিত হন, (মণিমুত্তা-বিভূসিতা) মণিমুক্তা-বিভূষিত (রাজানো এব) রাজারাও (সোভন্তি ন) তেমন শোভা পান না, শোভিত হন না।

১০। (সীলং) শীল (সীলবতং) শীলবন্তের (সদা) সদা (কিত্তিং চ)কীর্ত্তি ও (হাসং চ) হর্ষ (জনেতি) জন্মায়,

উৎপাদন করে ও (অত্তানুবাদাদি ভয়ং) আত্মনিন্দাদি ভয় (সব্বসো) সর্ব্বশঃ, একেবারে (বিদ্ধংসয়তি) বিধ্বংস করে।

১১। (গুণানং) গুণসমূহের (মূলভূতস্স) মূলস্বরূপ (দোসানং) দোষসমূহের (বলঘাতিনো) বলঘাতক (সীলস্স) শীলের (ইতি) ইহাই (আনিসংসকথা-মুখং) ফলবর্ণনের মুখ স্বরূপ (বিঞ্ঞেয্যং)জানিবেন।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। [মানবগণ] শীলদ্বারা সুগতি, ভোগসম্পদ ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। এই হেতু শীল বিশুদ্ধ করিবে।

২। শাসনে কুলপুত্রগণের যাহা ছাড়া গতি নাই, কার সাধ্য যে তেমন শীলের ফল বর্ণনা করে?

৩। কি গঙ্গা, কি যমুনা, কি সরযূ, কি সরস্বতী, কি অচিরবতী, কি মাহী ও মহানদী, (এই সকল নদী)

৪। ইহলোকে প্রাণিগণের সেই ময়লা ধৌত করিতে পারে না, যাহা শুদ্ধ শীল-জলই ধৌত করিতে পারে।

৫। কি সজলদ বাতাস, কি হরিচন্দন, কি মণিমুক্তাময় হার অথবা কি চন্দ্রকিরণ, (এই সকল),

৬। ইহলোকে প্রাণীদিগের সেই জ্বালা উপশম করিতে

পারে না; যাহা এই অত্যন্ত শীতল সুরক্ষিত আর্য্য-শীল উপশম করিতে পারে।

৭। শীল-সৌরভের সমান এমন সৌরভ আর কোথায়? যাহা অনুকূল ও প্রতিকূল বাতাসেও সমান ভাবে সৌরভ দান করে?

৮। স্বর্গারোহণের সোপান অথবা নির্ব্বাণ নগরে প্রবেশ করিবার দরজা, শীলের সমান আর কোথায়?

৯। শীলভূষণ-ভূষিত যতিগণ যেমন শোভা পান, মণি-মুক্তা-বিভূষিত রাজারাও তেমন শোভা পান না।

১০। শীল, শীলবন্তের সর্ব্বদা কীর্ত্তিও হর্ষ উৎপাদন করে। আত্ম-নিন্দাদিভয় সর্ব্বশঃ বিধ্বংস করে।

১১। গুণ সমূহের মূলস্বরূপ ও দোষসমূহের বলহন্তা শীলের ফলবর্ণনের এই দ্বার [বলিয়া জানিবেন]।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। শীলেতে স্বরগে যায়, শীলেতে বিভবধন।
শীলেতে নির্ব্বাণ, তাই, শীল কর বিশোধন॥
২। শাসনে কুলীনসুতে, যা'ছাড়া উপায় নাই।
সে হেন শীলের ফল, কে বলিতে পারে ভাই॥
৩। গঙ্গা বা যমুনা নদী, সরযূ বা সরস্বতী।
মাহী কিংবা মহানদা, অথবা অচিরবতী॥

৪। নরের সে পাপ-মল, শোধন করিতে নারে।
শীল-জল যেই মল, ধুইবারে মাত্র পারে॥
৫। জলদ পবন সহ, অগুরুচন্দন আর।
সুধাংশুর অংশু কিংবা, মণিমুকুতার হার॥
৬। সেই তাপ নাহি পারে, উপশম করিবারে।
অতি সুশীতল শীল,যে তাপ হরিতে পারে॥
৬। শীল-গন্ধ সম গন্ধ, কোথা হ'বে বল আর।
অনুবাতে প্রতিবাতে, সম-গন্ধ বহে যার॥
৮। স্বর্গ আরোহণ সিড়ি, নির্ব্বাণে পশিতে দ্বার।
শীল সম বল, বল, কোথা হেন আছে আর ?॥
৯। শীল বিভুষিত সাধু, শোভা পায় যেইরূপ।
মণিমুক্তা বিভুষিত, শোভে না সেরূপ ভূপ॥
১০। শীল সদা সুশীলের, যশঃ হর্ষ উৎপাদক।
আত্ম-নিন্দা-ভয় আদি, একেবারে বিনাশক॥
১১। গুণগ্রাম মূলীভূত, দোষ বলঘাতী আর।
জানিবে শীলের এই, ফল বরণন দ্বার॥

অট্ঠশীলের গাথা।

(পালি।)

১। পাণং ন হানে ন চ'দিন্নমাদিয়ে,
মুসা ন ভাসে ন চ মজ্জপো সিয়া।
অব্রহ্মচরিয়া বিরমেয্য মেথুনা,
রত্তিং ন ভুঞ্জেয্য বিকালভোজনং॥

২। মালং ন ধারে ন চ গন্ধমাচরে,
মঞ্চে ছমায়ং ব সযেথ সন্থতে।
এতং হি অট্ঠঙ্গিকমাহুপোসথং,
বুদ্ধেন দুক্খন্তগুনা পকাসিতং॥

৩। চন্দো সুরিযো চ উভো সুদস্সনা,
ওভাসযং অনুপরিযন্তি যাবতা।
তমোনুদা তে পন অন্তলিক্খগা,
নভে পভাসন্তি দিসা বিরোচনা॥

৪। এতস্মিং যং বিজ্জতি অন্তরে ধনং,
মুত্তামণী বেলুরিযঞ্চ ভদ্দকং।

সিঙ্গী সুবণ্ণং অথবা পি কঞ্চনং,
যং জাতরূপং হটকন্তি বুচ্চতি।
অঠ্ঠঙ্গুপেতস্স উপোসথস্স,
কলম্পি তে নানুভবন্তি সোল্‌সিং,
চন্দপ্পভা তারাগণা চ সব্বে॥

৫। তস্মা হি নারী চ নরো চ সীলবা,
অঠ্ঠঙ্গুপেতং উপবস্সুপোসথং।
পুঞ্ঞানি কত্বান সুখুদ্রয়ানি,
অনিন্দিতং সগ্‌গমুপেন্তি ঠানন্তি* ॥

সান্বয়ার্থ।

১। (পাণং হানে ন) প্রাণী হত্যা করিবে না। (অদিন্নং আদিয়ে চ ন) এবং অদত্ত গ্রহণ [চুরি] করিবে না। (মুসা ভাসে ন) মিছা কথা বলিবে না। (মজ্জপো চ সিয়া ন) মদ্যপায়ীও হইবে না। (অব্রহ্ম-চরিয়া মেথুনা বিরমেয্য) অব্রহ্মচর্য্য মৈথুন হইতে বিরত হইবে। (রত্তিং) রাত্রিতে (বিকালভোজনং) বৈকালভোজন (ভুঞ্জেয্য ন) ভোজন করিবে না।

২। (মালং ধারে ন) মালা পরিবে না, (গন্ধং

* ভিক্ষু, উপোসথশীল দানের পর এই গাথাগুলিদ্বারা অনুমোদন করিবেন।

চ আচরে ন) এবং সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। (মঞ্চেব) মাচাতে বা (ছমায়ং) ক্ষমায় [ভূমিতে] (সন্থতে) মাদুর বিছাইয়া (সযেথ) শয়ন করিবে। (দুক্কন্তগুনা) দুঃখান্তজ্ঞ (বুদ্ধেন) বুদ্ধ কর্ত্তৃক (পকাসিতং) প্রকাশিত (এতং হি) ইহাকেই (অঠ্ঠঙ্গিকং) অষ্টাঙ্গশীল বিশিষ্ট (উপোসথং) উপোসথ, উপবাসব্রত (আহু) বলে।

৩। (চন্দো চ) চন্দ্র এবং (সুরিযোচ) সূর্য্য (উভো) উভয় (সুদস্সনা) দেখিতে সুন্দর, (যাবতা) যাবৎ (অনুপরিযন্তি) অনুপরিবর্ত্তিত হয় বা উদয়াস্তে সকল সময়েই(ওভাসয়ং) জগৎকে আলোকিত করে; (পন) আরো (তে) তাহারা (অন্তলিক্খগা) অন্তরীক্ষগ, আকাশেই গমনাগমন করে, (তমোনুদা) তমোবিনোদনকারী, তমোহারী (দিসা) দিক্‌সমূহ (বিরোচনা) বিরোচনকারী এবং(নভে) আকাশে (পভাসন্তি) প্রভাসিত হয়, প্রকাশিত হয়।

৪। (এতস্মিং) এই বসুন্ধরার (অন্তরে) মধ্যে (মুত্তামণী) মুক্তামণি (ভদ্দকং) অত্যুৎকৃষ্ট (বেলুরিযঞ্চ) বৈদুর্য্য ও (সিঙ্গী) শৃঙ্গী (সুবন্নং) সুবর্ণ (অথবা পি) কিংবা (কঞ্চনং) কাঞ্চন (যং) যাহা (জাতরূপং)

জাতরূপ বা (হটকং) হাটক (ইতি) বলিয়া (বুচ্চতি) বলে,(যং যং ধনং) যে যে ধন (বিজ্জতি) বিদ্যমান আছে, (চন্দপ্পভাচ) চন্দ্রপ্রভা ও (তারাগণা চ) তারাগণ (এতে) ইহারা (সব্বে) সকলেই (অঠ্ঠঙ্গুপে-তস্স) অষ্টাঙ্গশীলবিশিষ্ট (উপোসথস্স) উপোসথের (সোল্সিং) ষোলভাগের (কলং পি) কলামাত্রও, এক ভাগও (অনুভবন্তি ন) অনুভব হয় না।

৫। (তস্মা হি) অতএবই (সীলবা) শীলবান্ (নারী চ) নারী এবং (নরো) নর (অঠ্ঠঙ্গুপেতং) অষ্টাঙ্গশীল বিশিষ্ট(উপোসথং) উপোসথ (উপবস্স) উপবাস কর। (সুখুদ্রয়ানি) সুখদায়ক (পুঞ্ঞানি) পুণ্যাদি(কত্বান) করিয়া(অনিন্দিতং ঠানং) অনিন্দিত স্থান (সগ্গং) স্বর্গপুরে(উপেন্তি)উপস্থিত হয়। ইতি।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। প্রাণী হত্যা করিবে না। যে দ্রব্য দেওয়া হয় নাই, তাহা গ্রহণ (অর্থাৎ চুরি) করিবে না। মিছা কথা বলিবে না। মদ্যপায়ী হইবে না। অব্রহ্মচর্য্য মৈথুন হইতে বিরত হইবে। রাত্রিতে বৈকালভোজন করিবে না।

২। মালা ধারণ ও সুগন্ধিদ্রব্য ব্যবহার করিবে না। মাচায় বা ভূমিতে বিছানা করিয়া শয়ন করিবে। দুঃখা-

তজ্জ বুদ্ধ প্রকাশিত ইহাকেই আষ্টাঙ্গিক উপোসথ কহে।

৩। সূর্য্য ও চন্দ্র, উভয়ই দেখিতে সুন্দর, উদয়াস্তে সকল সময়েই আলো দান করে, বিশেষতঃ তাহারা আকাশে গমনাগমন করে, তমোহারী, দিক্ প্রকাশক ও নভোমণ্ডলেই শোভা পায়।

৪। এই বসুন্ধরার মধ্যে মণিমুক্তা ও পরমোৎকৃষ্ট বৈদুর্য্য, শৃঙ্গী, সুবর্ণ, কাঞ্চন, জাতরূপ ও হাটক ইত্যাদি যত যত অমূল্য ধন ও অনর্ঘ রত্ন, এমন কি চন্দ্রপ্রভা ও নক্ষত্র মণ্ডলী আছে, এই সমস্তই অষ্টশীলবিশিষ্ট উপোসথের যোল অংশের এক অংশ বলিয়াও অনুভব হয় না।

৫। অতএব শীলবন্ত নরনারীগণ অষ্টশীলবিশিষ্ট উপোসথব্রত গ্রহণ কর। কেননা নরগণ, সুখাবহ বিবিধ পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া অনিন্দিত স্বর্গধামে আরোহণ করেন।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। প্রাণী হত্যা না করিবে, চুরি না করিবে।
মিথ্যা না বলিবে, মদ্যপায়ী না হইবে॥
অব্রহ্ম আচার নাহি রমণ করিবে।
অকাল ভোজন রাত্রে কভু না খাইবে॥

২। না পরিবে মালা গন্ধদ্রব্য না লেপিবে।
মঞ্চে ভূমে তৃণাসনে শয়ন করিবে॥

উপোসথ অষ্টশীল জানিবে নির্য্যাস।
দুঃখান্তজ্ঞ বুদ্ধ যাহা করিলা প্রকাশ ॥
৩। গগনেতে রবিশশী উভয় সুন্দর।
উদয়াস্তে আলো দান করে নিরন্তর ॥
অন্তরীক্ষচর দোঁহে লোক-তমোহর।
নভে শোভা পায় দশদিক প্রভাকর ॥
৪। বসুধা অন্তরে আছে যত যত ধন।
মণিমুক্তা বৈদুর্য্যাদি অমূল্য রতন ॥
জাতরূপ, স্বর্ণ, শৃঙ্গী, হাটক, কাঞ্চন।
চন্দ্রমা তপন-রশ্মি আরো তারাগণ ॥
উপোসথ অষ্টশীল সহ এই সব।
ষোল অংশে এক অংশ নহে অনুভব ॥
৫। এই হেতু শীলবন্ত নরনারীগণ।
উপোসথ অষ্টশীল কর হে পালন ॥
সুখাবহ পুণ্যরাশি করিয়া সাধন।
অনিন্দিত স্বর্গধামে করে আরোহণ ॥



কম্মট্ঠানং।

[অষ্টশীলধারী উপাসকগণ নিম্নলিখিত কর্ম্মস্থানগুলি ভাবনা করিবেন। যথা, (বুদ্ধানুস্সতি) বুদ্ধের নয়গুণ স্মরণ (ধম্মানুস্সতি) ধর্ম্মের ছয়গুণ স্মরণ, ও (সংঘানুস্সতি) সংঘের নয়গুণ স্মরণ [সায়ং-প্রার্থনায় এই তিনটীর পালি অর্থ সহ দ্রষ্টব্য], (সীলানুস্সতি) শীলের গুণ স্মরণ, বিশাখোপসথসূত্রে শীলানুস্মৃতি যেরূপ কথিত হইয়াছে, তাহাই এখানে উদ্ধৃত হইল]।

সীলানুস্সতি।

(পালি।)

ইধ অরিয়সাবকো অত্তনো সীলানি অনুস্সরতি, অখণ্ডানি অচ্ছিদ্দানি অসবলানি অকম্মাসানি ভুজিস্সানি বিঞ্ঞুপ্পসত্থানি অপরামট্ঠানি সমাধি সংবত্তনিকানীতি।

সান্বয়ার্থ। (ইধ) ইহ [বুদ্ধশাসনে] (অরিয়সাবকো) আর্য্যশ্রাবক [বুদ্ধশিষ্য] (অত্তনো) আপনার, নিজের (সীলানি) শীল সমূহ (অনুস্সরতি) বারংবার স্মরণ করেন। কিরূপ স্মরণ করেন? (অখণ্ডানি)

যাহা অখণ্ডশীল, [অর্থাৎ শীল খণ্ডিত হইয়াছে কি না], (অচ্ছিদ্দানি)যাহা অচ্ছিদ্র শীল [অর্থাৎ শীল ছিদ্র হইয়াছে কি না, যে শীল কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রমে লঙ্ঘন হইয়াছে কি না], [অসবলানি] বলপূর্ব্বক রক্ষিত নহে যাহা[অর্থাৎ স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত শীল] (অকম্মাসানি) যাহা পাপরহিতশীল, (ভুজিস্সানি) যাহা স্বাধীন শীল [অর্থাৎ যাহা অর্থ হেতু আচরিত নহে বা প্রশংসা হেতু আচরিত নহে], (বিঞ্ঞুপ্পসত্থানি) বিজ্ঞ প্রশংসিত শীল (অপরামট্ঠানি) যাহা পরামর্ষ বা বিদলিত হয় নাই(সমাধি সংবত্তনিকানি) যাহাতে সমাধি সংপ্রবর্ত্তন করে।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

ইহ বুদ্ধ শাসনে আর্য্য-শ্রাবক বুদ্ধ শিষ্যগণ নিজ নিজ শীলসমূহ বারংবার স্মরণ করেন। "যে শীল অখণ্ড, ভ্রমেও খণ্ড হয় নাই; যে শীল অচ্ছিদ্র,ভ্রমেও লেশমাত্রও লঙ্ঘন হয় নাই, যে শীল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া রক্ষিত, কোন জোরজার পূর্ব্বক রক্ষিত নহে;যে শীল পাপ-সংসর্গ-বিরহিত, একান্ত পবিত্র,পরিশুদ্ধ; যে শীল স্বাধীন অর্থাৎ কোনও ধন বা যশের জন্য রক্ষিত নহে, কেবল মাত্র মুক্তির জন্যই রক্ষিত; যে শীল বিজ্ঞগণের প্রশংসিত, যে

শীল পরামৃষ্ট বা বিদলিত নহে ও যে শীলে সমাধির অবস্থা উৎপাদন করে ; আমার শীল এইরূপ গুণ সম্পন্ন"—এই বলিয়া বারংবার আপন আপন শীলের গুণ স্মরণ করেন।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

সুগত শাসনে আর্য্য-বুদ্ধ-শিষ্যগণ।
নিজ নিজ শীল-গুণ করেন স্মরণ॥
অখণ্ড যে শীল নহে ভ্রমেও লঙ্ঘন।
অছিদ্র যে শীলে ছিদ্র মিলে না কখন॥
আপন ইচ্ছায় যেই শীল সুরক্ষিত।
জোরে জারে বলে ছলে নহে যে পালিত॥
কলুষবিহীন যেই শীল সুবিমল।
একান্ত পবিত্র যাহা একান্ত নির্ম্মল॥
স্বাধীন যে শীল রক্ষা নির্ব্বাণ-কারণ।
যশঃ, মান, ধন তরে নহে আচরণ॥
জ্ঞানিগণ যেই শীল করে প্রশংসন।
যাহার বিরোধী ভবে নাহি কোনজন॥
যে শীল নিন্দিয়া অন্য করিতে গ্রহণ।
নাহিক তেমন আর এই ত্রিভুবন॥
এমন পবিত্র শীল করি সুপালন।
অন্তিমে সমাধি যাহে হয় উৎপাদন॥

দেবতানুস্‌সতি।

(পালি।)

সন্তি দেবা চাতুম্মহারাজিকা, সন্তি দেবা তাবত্তিংসা, সন্তি দেবা যামা, সন্তি দেবা তুসিতা, সন্তি দেবা নির্ম্মাণরতিনো, সন্তি দেবা পরনিম্মিতবসবত্তিনো, সন্তি দেবা ব্রহ্মকায়িকা, সন্তি দেবা তদুত্তরিং। যথারূপায় সদ্ধায় সমন্নাগতা তা দেবতা ইতো চুতা তত্থুপপন্না, মযহম্পি তথারূপা সদ্ধা সংবিজ্জতি, যথারূপেন সীলেন সুতেন চাগেন পঞ্ঞায সমন্নাগতা তা দেবতা ইতো চুতা তত্থুপপন্না মযহম্পি তথারূপং সীলং, সুতং, চাগো, পঞ্ঞাচ সংবিজ্জন্তি। অদ্ধা অহম্পি ইতো চুতো তত্থুপপন্নো ভবিস্সামি।

সাম্বয়ার্থ।

(দেবা চাতুম্মহারাজিকা সন্তি) চাতুর্ম্মহারাজিক নামক প্রথম স্বর্গবাসী দেবতারা আছেন, যাঁহারা

ধৃতরাষ্ট্র, বিরুঢ়ক, বিরুপাক্ষ ও কুবের নামক চারিজন লোকপাল দেবরাজের অধীনে বাস করেন, (তাবত্তিংসা দেবা সন্তি) ত্রয়োত্রিংশ নামক দ্বিতীয় স্বর্গবাসী দেবতারাও আছেন, যাঁহারা দেবরাজ শক্র ও অপর তেত্রিশজন দেবরাজের অধীন,(যামা দেবা সন্তি)যাম্য নামক তৃতীয় স্বর্গবাসী দেবতারা আছেন, যাঁহারা মার দেবপুত্রের শাসনাধীন, (তুসিতা দেবা সন্তি) তুষিত নামক চতুর্থ স্বর্গবাসী দেবতারা আছেন, যেখানে বুদ্ধাঙ্কুরের মাতা,পিতা, স্ত্রী, পুত্র, সেবক ও বুদ্ধাঙ্কুরগণ অবস্থান করেন, যাঁহারা জনৈক পারমিতা পরি পূরিত মহাসত্ব বুদ্ধাঙ্কুরের শাসনাধীন, (নিম্মাণরতিনো দেবা সন্তি)নির্ম্মাণরতি নামক পঞ্চম স্বর্গবাসী দেবতারা আছেন) পরনিম্মিতবসত্তিনো দেবা সন্তি) পরনির্ম্মিতবশবর্ত্তী নামক ষষ্ঠ স্বর্গবাসী দেবতারাও আছেন, (ব্রহ্মকাযিকা দেবা সন্তি) ব্রহ্মকায়িক নামক ব্রহ্মলোকবাসী দেবতারা আছেন(তদুত্তরিং দেবা পি সন্তি)তদুপরিস্থ দেবতারা ও আছেন। (যথারূপায় সদ্ধায়) যেইরূপ শ্রদ্ধায় (সমন্নাগতা তা দেবতা) বিভূষিত সেই সকল দেবতা (ইতো)ইহলোক হইতে (চুতা) চ্যুত হইয়া মরিয়াগিয়া (তত্থুপপন্না)

তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন,(ময়হম্পি) আমারও (তথা রূপা) সেইরূপ (সদ্ধা) শ্রদ্ধা (সংবিজ্জতি) সম্যক্ রূপে বিদ্যমান আছে, (যথারূপেন) যেইরূপ (সীলেন সুতেন চাগেন পঞ্ঞাযচ)শীল,শ্রুত[ধর্ম্মশ্রবণ,বিদ্যা], ত্যাগ [দান] ও প্রজ্ঞা [পরমজ্ঞান]দ্বারা (সমন্নাগতা তা দেবতা) বিভূষিত সেই সকল দেবতা (ইতো) ইহ-লোক হইতে (চুতা)চ্যুত হইয়া, মরিয়া গিয়া(তথুপপন্না) তথায় উৎপন্ন হইয়াছেন (ময়হম্পি) আমার কাছেও(তথারূপং শীলং সুতং চাগো পঞ্ঞা চ) সেই রূপ শীল,ধর্ম্মশ্রুতি,দান ও পরমজ্ঞান(সংবিজ্জন্তি)সম্যক্-রূপে বিদ্যমান আছে। (অদ্ধা) অবশ্য,ঠিক (অহম্পি) আমিও (ইতো চুতো) ইহলোক হইতে মরিয়া গিয়া (তথুপপন্নো) তথায় উৎপন্ন (ভবিস্সামি) হইব।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

আছে দেব চাতুর্ম্মহারাজিক নামেতে।
নিবসতি করে যাঁরা প্রথম স্বর্গেতে॥
ত্রয়োত্রিংশ নামে দেব আছে তদুপরে।
দ্বিতীয় স্বরগে বাস করে নিরন্তরে॥
যাম্য নামে আছে দেব তাহার উপরে।
যাম্য স্বর্গে বসে যাঁরা হরিষ অন্তরে॥

তুষিত নামেতে দেব তাহার উপরে।
চতুর্থ তুষিত স্বর্গে বসে নিরন্তরে॥
নিরমাণরতি দেব বসে তদুপরে।
পঞ্চম নির্ম্মাণরতি নামে স্বর্গবরে॥
ষষ্ঠ স্বর্গ পরনিরমিতবশবর্ত্তী।
বশবর্ত্তী নামে দেবগণ বসে তথি॥
ব্রহ্মকায়িক নামে আছে দেবগণ।
ব্রহ্মলোকে বসে যাঁরা হরষিত মন॥
তদুপরি আরও দেব বিবিধ প্রকার।
ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মলোকে বসতি সবার॥
যে শ্রদ্ধায় বিভূষিত সে সে দেবচয়।
হেথা হ'তে মরণান্তে তথা উপজয়॥
সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি আমার অন্তরে।
অবিরত বিদ্যমান সংসার ভিতরে॥
যে যে শীলে বিভূষিত সে সে দেবচয়।
হেথা হ'তে মরণান্তে সেথা উপজয়॥
সেইরূপ শীলধন সংসার মাঝার।
বিদ্যমান আছে যাহা রক্ষিত আমার॥
যে যে শ্রুতি বিভূষিত সে সে দেবচয়।
হেথা হ'তে মরণান্তে সেথা উপজয়॥

সেইরূপ ধর্ম্ম-শ্রুতি সংসার মাঝার ।
বিদ্যমান আছে মম শ্রুত অনিবার ॥
যে যে দানে বিভূষিত সে সে দেবচয় ।
হেথা হ'তে মরণান্তে সেথা উপজয় ॥
সেইরূপ দান-ধর্ম্ম সংসার মাঝার ।
অল্প বেশী বিদ্যমান আছে গো আমার ॥
যে যে প্রজ্ঞা বিভূষিত সে সে দেবচয় ।
হেথা হ'তে মরণান্তে সেথা উপজয় ॥
সেইরূপ প্রজ্ঞাধন সংসার মাঝার ।
অল্প বেশী বিদ্যমান আছে গো আমার ॥
নিঃসংশয়, হেথা আমি যখন মরিব ।
সেই সেই খানে গিয়া নিশ্চয় জন্মিব ॥
এইরূপে নিজ আর দেবতা সবার ।
শ্রদ্ধা, শীল, দান, শ্রুতি, প্রজ্ঞা বারংবার ॥
অবিরত মনে মনে করিলে স্মরণ ।
ভক্তিরসে দ্রব চিত্ত হরষে মগন ॥
তাহাতেই মনোমল যত আছে তার ।
পাখালিয়া চিত্ত ভূমি হয় পরিষ্কার ॥

[অতঃপর অষ্টশীলধারী উপাসকগণ প্রাতঃ-প্রার্থনান্তর্গত (মেত্তভাবনা) ও সায়ং-প্রার্থনান্তর্গত (অভিণ্হপচ্চবেক্খণ-

পাঠো) নিত্য ভাবনা, ভাবনা করিবেন। রাত্রে নিম্নলিখিত (কায়গতানুস্‌সতি) ভাবনা করিবেন]।

কায়গতানুস্সতি বা দ্বত্তিংসাকারপাঠো।

(পালি।)

অত্থি ইমস্মিং কায়ে কেসা, লোমা, নখা, দন্তা, তচো। মংসং, নহারু, অট্ঠী, অট্ঠিমিঞ্জং। বক্কং, হদয়ং, যকনং, কিলোমকং, পিহকং, পপ্ফাসং। অন্তং, অন্তগুণং, উদরিযং, করীসং। পিত্তং, সেম্হং, পুব্বো, লোহিতং, সেদো, মেদো। অস্সু, বসা, খেলো, সিংঘাণিকা, লসিকা, মুত্তং। মত্থকে মত্থলুঙ্গন্তি।

সান্বয়ার্থ।

(ইমস্মিং কায়ে) এই শরীরে(কেসা) কেশ,চুল, (লোমা) লোম, (নখা)নখ(দন্তা) দাঁত, (তচো) ত্বক, চামড়া (মংসং) মাংস, (নহারু) স্নায়ু, শিরা (অট্ঠী) হাড়,(অট্ঠিমিঞ্জং)হাড়েরমাজা,(বক্কং)বুক,(হদযং)হৃদয় কলিজা,(যকনং)যকৃৎ(কিলোমকং)ক্লোমা,[ঘিলা ও কলিজা বেড়ানো চামড়া],(পিহকং)প্লীহা,(পপ্ফাসং) ফুস্‌ফুস্‌, (অন্তং) অন্ত্র [মোটা আঁতুড়ি], (অন্তগুণং)

সুক্ষ্মান্ত্র [সরু আতুড়ি], (উদরিয়ং) উদর, ভুড়ী, (করীসং) করীষ, বিষ্ঠা [এই উনিশটী মাটীর অংশ], (পিত্তং) পিত্ত, (সেম্হং) শ্লেষ্মা, (পুব্বো) পূয়, (লোহিতং) রক্ত (সেদো) স্বেদ, ঘাম (মেদো) মেদ, (অস্সু)চোকের জল,(বসা) চর্ব্বী (খেলো) লালা,থুথু, (সিংঘণিকা)শিখনী,(লসিকা)লসিকা[হাড়ের যোড়ায় যোড়ায় তৈলের মত এক প্রকার জিনিষ], (মুত্তং) মুত্র (মত্থকে মত্থলুঙ্গং) মস্তকে মগজ [এই তেরটী জলের অংশ] (অত্থি) আছে।

শরীরের মধ্যে এই যে বত্রিশটী জিনিষ বলা হইল, তাহা যারপরনাই অশুচি, যাহারা তাহা শুচি বলিয়া মনে করতঃ শরীরকে সুন্দর মনে করে এবং সেই সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তৎপ্রতি আসক্ত হয়, তাহাদের ন্যায় নির্ব্বোধ আর দ্বিতীয় নাই। উক্ত জিনিষগুলি যদি অশুচি না হয়, কৈ তাহা ত কেহ খাইতে পারে না, খাওয়ার কথা দূরে যাউক তৎতৎ জিনিষ বলিয়া অপর কোন তত্তুল্য জিনিষ ভক্ষণ করিলেও অসুখ জন্মে, তাহা যদি ভাল জিনিষ হইত, তাহা হইলে, কখনই তত্তৎ দ্রব্য ভক্ষণ করিলে অসুখ হইত না। আমাদের দেহ উক্ত বত্রিশটী অশুচি দ্রব্যের সমষ্টিমাত্র। বিষ্ঠাদি ময়লা স্থানে যেমন বিবিধ ক্রিমিকুল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অশুচি

ভূত আমাদের শরীরও চৌরাশী হাজার কৃমিকুলের আবাস স্থল, এই শরীরের আর সৌন্দর্য্য বা কি ? কেন-ইবা মোহান্ধ মানবগণ এমন অশুচিপূর্ণ শরীরের প্রতি আসক্ত হয় ? আরো দেখ, শরীরের উৎপত্তি স্থান কিরূপ অশুচি ! কিরূপ অশুচি সম্ভূত এই শরীর ! ! ভাবিয়া দেখিলে কি ইহার প্রতিকাহারওআসক্তি জন্মে ? না, পরম সুন্দর বলিয়া মনে করিতে হয় ? এই শরীরে মাটীর অংশ উক্ত ঊনিশটী ও জলের অংশ তেরো,একুনে মোট বত্রিশটী জিনিষ জলে ও মাটীতে। শরীবের উত্তাপ অগ্নি , শ্বাস প্রশ্বাস, বায়ু ; শূন্য স্থান আকাশ। এতদ্ভিন্ন শরীরের আর কিছুই সার জিনিষ নাই। এই শরীর নিতান্ত অসার, অবস্তুও পঞ্চভূতের সমষ্টি মাত্র। অনর্থক আমরা এই অসার শরীরকে, মোহাভিভূত হইয়া, সার-জ্ঞানে "আমার আমার" বলি ও তাহা রক্ষা করিবার জন্য বিবিধ কুকর্ম্মের বশীভূত হইয়া পড়ি। যাহার জন্য এত, শেষকালে, তাহাকেই চিতার অঙ্গার করিয়া বা পশু-পক্ষী কীটের আহার করিয়া, পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। আমরা সুন্দর বলিয়া যে অপরের প্রতি আসক্ত হই, তাহাও ত এইরূপ অশুচি পূর্ণ ! ! ! আমার শরীর হইতে ত আর তাহার শরীরে শুচিতর বা সুন্দরতর এমন কোন জিনিষ নাই, যে, তজ্জন্য আসক্ত হইব ? ইহা আর কিছুই নহে, শুদ্ধ আমাদের মোহ, অদূরদর্শিতা,

সারকে অসার জ্ঞান,অসারকে সারজ্ঞান,সত্যকে অসত্য-জ্ঞান ও অসত্যকে সত্য জ্ঞান, বস্তুকে অবস্তু জ্ঞান ও অবস্তুকে বস্তুজ্ঞান,অবিদ্যা বা মোহ। এই মোহই আমা-দিগকে নাকফোঁড়া বলদের মত সংসাররূপ ঘাণিগাছে বাঁধিয়া ঘুরাইবার রজ্জু। উপাসক, উপাসিকাগণ, রাত্রিতে এই বিষয়টী মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ভাবনা করিবেন। তাহা হইলে, কোনমতে মনে কামভাব উদয় হইয়া ব্রহ্মচর্য্য-শীলের বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে না।

সার্থক-পরিত্র। SARTHAKA-PARITRA.

পরিত্তারাধনা। PARITTARADHANA *

(পালি।)

১। বিপত্তিপটিবাহায়, সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া।
সব্বদুক্খবিনাসায়, সব্বভয়বিনাসায় ॥

২। সব্বরোগবিনাসায়, ভবে দীঘায়ুদায়কং।
চিত্তং উজুং করিত্বান, পরিত্তং ব্রূথ মঙ্গলং ॥

সান্বয়ার্থ—। ১। (ভন্তে!) প্রভো! (বিপত্তিপটিবাহায) বিপত্তি দূর করিবার জন্য (সব্বসম্পত্তিসিদ্ধিয়া) সর্ব্ব সম্পত্তি সিদ্ধির জন্য, (সব্বদুক্খবিনাসায়) সর্ব্ব দুঃখ বিনাশের জন্য, (সব্বভয়বিনাসায়) সকল ভয় বিনা-

---

* গৃহিগণ, হাঁটু পাড়িয়া বসিয়া যোড়হাতে ইহা পাঠ করিবেন। ভিক্ষুগণ, তৎপর "পরিত্তং" পাঠ আরম্ভ করিবেন। পরিত্তারাধনা অর্থ পরিত্রাণ চাওয়া।

শের জন্য,(২)(সব্বরোগবিনাসায়)সর্ব্ব রোগবিনাশের জন্য,(ভবে দীঘায়ুদায়কং)সংসারে জন্মে জন্মে দীর্ঘায়ু দায়ক (মঙ্গলং পরিত্তং) মঙ্গলপরিত্র, শুভ পরিত্রাণ (চিত্তং উজুং করিত্বান) চিত্তকে সরল করিয়া, সরল মনে (ভ্রূণথ) পাঠ করুন।

গদ্যানুবাদ।—১। (প্রভো!) বিপত্তি দূর, সম্পত্তি সিদ্ধি, সর্ব্ব দুঃখ, ভয় ও (২) রোগ বিনাশ জন্য সরল চিত্তে, সংসারে, জন্মে জন্মে, দীর্ঘায়ু দায়ক শুভ-পরিত্রাণ পাঠ করুন।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। বিপত্তি করিতে দূর, সাধিতে সম্পত্তিধনে।
সর্ব্বদুঃখ বিনাশনে, সর্ব্ব ভয় বিনাশনে॥
২। সর্ব্বরোগ বিনাশনে, চির আয়ুদায়ী ভবে।
শুভ-পরিত্রাণ ভণ, সরল অন্তরে তবে॥

ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক সাধারণ দেবামন্ত্রণ।

(পালি ।)

সমন্তচক্কবালেসু, অত্রাগচ্ছন্তু দেবতা।

সদ্ধম্মং মুনিরাজস্স, সুনন্তু সগ্গমোক্খদং ॥

ধম্ম-সবন-কালো অযং, ভদ্দন্তা (ত্রিবারং)

সান্বয়ার্থ। (সমন্তচক্কবালেসু বসন্তা দেবতা) সমস্ত ভূ-মণ্ডলবাসী দেবতারা (অত্র) এইখানে (আগচ্ছন্তু) আগমন করুন। (মুনিরাজস্স) মুনিরাজের [বুদ্ধের], (সগ্গমোক্খদং) স্বর্গ ও মোক্ষ [নির্ব্বাণ] দায়ক (সদ্ধম্মং) সদ্ধর্ম্ম, সত্যধর্ম্ম (শুনন্তু) শ্রবণ করুন। (ভদ্দন্তা দেবতা) হে মাননীয় দেবতাগণ! (অয়ং কালো) এই কাল (ধম্মসবনকালো) ধর্ম্ম শুনিবার উপযুক্ত কাল।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ। সমস্ত চক্রবালবাসী দেবতা-গণ! এখানে আগমন করুন। মুনিরাজের স্বর্গমোক্ষদ সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ করুন। হে মাননীয় দেবতাগণ! ধর্ম্ম শুনিবার এই উপযুক্ত কাল।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী দেবতা নিকর।

এইখানে এস সবে চলিয়া সত্বর ॥

মুনিরাজ শ্রীবুদ্ধের সত্য-ধর্ম্ম সার।
স্বর্গ-মোক্ষদায়ী যাহা সংসার মাঝার॥
এক মনে শুন তাহা ওহে দেবচয়।
ধর্ম্ম শুনিবার এই উচিত সময়॥

ভিক্ষুকর্ত্তৃক বিশেষ দেবতামন্ত্রণ।

(পালি।)

নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স।৩

যে সত্তা সন্তচিত্তা তিসরণসরণা এত্থলোকন্তরে বা, ভুম্মাভুম্মা চ দেবা গুণগণগহন-ব্যাবতা সব্বকালং এতে আয়ন্তু দেবা বরকনকময়ে মেরুরাজে বসন্তো সন্তো সন্তোসহেতুং মুনিবরবচনং সোতুমগ্গংসমগ্গং॥

সান্বয়ার্থ। (এত্থ বা) এখানে অথবা (লোকন্তরে বা) লোকান্তরে বা (ভুম্মা চ) ভূমিবাসী(অভুম্মা চ)[অভূমি] আকাশবাসী ও (বরকনকময়ে মেরুরাজে বসন্তো সন্তো চ) সুকনকময় সুমেরু পর্ব্বতের অধিবাসী (দেবা) দেবতাগণও (সন্তচিত্তা) শান্তচিত্ত (তিসরণসরণা) ত্রিশরণ-শরণাগত [বুদ্ধধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিশরণের শরণাপন্ন] ও (সব্বকালং) সকল

সময়ে (গুণগণগহনব্যাবতা) পুণ্যকার্য্যে ব্যাপৃত (যে সন্তা দেবা) যে সকল শান্ত দেবতা (সন্তি) আছেন, (এতে দেবা) সেই সকল দেবতা (অগ্গং) অগ্র, পরম (সন্তোসহেতুং) সন্তোষের হেতু স্বরূপ (মুনিবরবচনং) বুদ্ধ-বচন (সোতুং) শুনিতে (সমগ্গং) সমগ্র (আয়ন্তু) আগমন করুন।

গদ্যানুবাদ। এখানে বা লোকান্তরে ভূমি, ও আকাশ-বাসী এবং সুকনকময় সুমেরুপর্ব্বতবাসী দেবতাগণ ও শান্তচিত্ত, ত্রিশরণ-শরণাগত ও সতত পুণ্যকার্য্যে ব্যাপৃত যে সকল দেবতা আছেন, সেই সমস্ত দেবতা পরম-সন্তোষ হেতু বুদ্ধ-বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য আগমন করুন।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

ইহপরলোকে যত ভূচর খেচর।
কিংবা সুকনকময় মেরুরাজচর॥
শান্তচিত্ত ত্রিশরণ-শরণ-আগত।
পুণ্যকার্য্যে রত যত দেবতা সতত॥
পরম সন্তোষ-হেতু বুদ্ধের বচন।
শুনিবার তরে সবে কর আগমন॥



পুণ্যদানে লোক ও ধর্ম্ম রক্ষার্থ দেবতার প্রতি প্রার্থনা।

(পালি।)

সব্বেসু চক্কবালেসু, যক্খা দেবা চ ব্রহ্মুনো।
যং অম্হেহি কতং পুঞ্ঞং, সব্ব সম্পত্তিসাধকং ॥
সব্বে তং অনুমোদিত্বা, সমগ্গা সাসনরতা।
পমাদরহিতা হোন্তু, আরক্খাসু বিসেসতো ॥

সান্বয়ার্থ। (অম্হেহি) আমাদের দ্বারা (সব্বসম্পত্তি সাধকং) সর্ব্ব সম্পত্তি সাধক,(যং পুঞ্ঞং) যেই পুণ্য (কতং)কৃত, করা হইয়াছে, (সব্বেসু চক্কবালেসু) সমুদয় চক্রবালে (বসন্তা) বসতিকারী (সব্বে) সমুদয় (যক্খা) যক্ষগণ (দেবা চ)দেবতাগণ ও(ব্রহ্মুনো) ব্রহ্মা-গণ (তং) তাহা [সেইপুণ্য] (অনুমোদিত্বা) অনুমোদন করিয়া [সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিয়া] (সমগ্গা) সমগ্র, একতার সহিত (সাসনরতা) শাসনরত [ধর্ম্মা-সক্ত] (বিসেসতো) বিশেষতঃ (আরক্খাসু) রক্ষাসমূহে প্রহরিকার্য্যে (পমাদরহিতা) প্রমাদ রহিত, সাবধান (হোন্তু) হউন।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ। অস্মৎকৃত যে পুণ্য সর্ব্ব-সম্পত্তি সাধক, সমুদয় চক্রবালবাসী দেবতা যক্ষ ও ব্রহ্মাগণ অনুমোদন করিয়া সমগ্র, শাসনরত, বিশেষতঃ রক্ষা কার্য্যে সতর্ক হউন।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পযাব।

যেই পুণ্যে ভবে সর্ব্ব বিভব সাধন।
সেই পুণ্য, যাহা মোরা করিনু সাধন॥
সকল ভুবনবাসী দেব-ব্রহ্ম-যক্ষ।
তার ভাগ লইয়া সকলে হও ঐক্য॥
একমনে সকলে ধরমে হও রত।
সাবধান হও লোক পালিতে সতত॥

ধর্ম্ম, ধার্ম্মিক ও জগতের হিত-চিন্তা।

(পালি।)

সাসনস্স চ লোকস্স বুড্ঢী ভবতু সব্বদা।
সাসনম্পি চ লোকঞ্চ, দেবা রক্খন্তু সব্বদা॥
সদ্ধিং হোন্তু সুখী সব্বে, পরিবারেহি অত্তনো।
অনীঘা সুমনা হোন্তু, সহ সব্বেহি ঞাতীভি॥

সান্বয়ার্থ। (সাসনস্স চ) শাসনের [ধর্ম্মের] ও

(লোকস্স) লোকের [জগতের] (সব্বদা) সর্ব্বদা (বুড্ঢী) বৃদ্ধি [শ্রীবৃদ্ধি](ভবতু) হউক। (দেবা) দেবগণ (সাসনং চ) শাসন ও (লোকং চ অপি) লোককে ও (সব্বদা) সর্ব্বদা (রক্খন্তু) রক্ষা করুন। (সব্বে) সকলে (অত্তনো) আপনার (পরিবারেহি) পরিবারবর্গের (সদ্ধিং) সহিত (সুখী হোন্তু) সুখী হউক। (সব্বেহি ঞাতীভি সহ) সকল জ্ঞাতিবর্গের সহিত (অনীঘা) দুঃখহীন ও(সুমনা)সন্তোষমনাঃ (হোন্তু) হউক।

বঙ্গানুবাদ। ধর্ম্ম ও জগতের সর্ব্বদা শ্রীবৃদ্ধি হউক। দেবগণ, ধর্ম্ম ও জগৎ সর্ব্বদা রক্ষা করুন। সকলে স্ব স্ব পরিবার ও জ্ঞাতি বর্গের সহিত শারীরিক মানসিক সুখী ও দুঃখহীন হউক।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

ধর্ম্ম, জগতের হৌক শ্রীবৃদ্ধি সতত।
রাখুন দেবতা নিত্য ধরম জগত॥
সর্ব্বজীব নিজ জ্ঞাতি, পরিবার সহ।
দুঃখহীন সুখী সবে হৌক অহরহ॥

দেবগণের নিকট রক্ষা প্রার্থনা।

(পালি)

রাজতো বা, চোরতো বা, মনুস্সতো বা, অমনুস্সতো বা, অগ্গিতোবা, উদকতো বা, পিসাচতো বা, খানুকতো বা, কণ্টকতো বা, নক্খত্তো বা, জনপদরোগতো বা, অসদ্ধম্মতো বা, অসন্দিট্ঠিতো বা, অসপ্পুরিসতো বা, চণ্ড-হত্থী-অস্স-মিগ-গোণ কুক্কুর-অহি-বিচ্ছিক-মণিসপ্প-দীপি-অচ্ছ-তরচ্ছ-সূকর-মহিংস-যক্খ-রক্খসাদীহি নানাভয়তো বা, নানারোগতো বা, নানাউপদ্দবতো বা, আরক্খং গণ্হন্তু।

সান্বয়ার্থ। (রাজতো বা) রাজা হইতে বা (চোরতো বা) চোর হইতে বা (মনুস্সতো বা) মনুষ্য হইতে বা (অমনুস্সতো বা) অমনুষ্য হইতে বা (অগ্গিতো বা) অগ্নি হইতে বা (উদকতো বা) জল হইতে বা (পিসাচতো বা) পিশাচ হইতে বা (খানুকতো বা) গোঁজা হইতে বা (কণ্টকতো বা) কণ্টক হইতে বা (নক্খত্তো বা) নক্ষত্র হইতে বা (জনপদরোগতো বা) জনপদ রোগ [ওলাউঠা] হইতে বা (অসদ্ধম্মতো বা) অসদ্ধর্ম্ম হইতে

বা (অসন্দিট্ঠিতো বা) অসৎ-দৃষ্টি হইতে বা (অসপ্পুরিসতো বা)অসৎপুরুষ হইতে বা (চণ্ড) চণ্ড [উন্মত্ত] (হত্থী)হাতী(অস্স) অশ্ব,ঘোড়া(মিগ)মৃগ, হরিণ(গোণ) গরু,(কুক্কুর)কুক্কুর(অহি)অহী, সাপ,(বিচ্ছিক)বৃশ্চিক, বিছা(মণিসপ্প)মণিধর সর্প,(দীপি) দ্বীপি বাঘ, (অচ্ছ) ভল্লুক(তরচ্ছ)তরক্ষু, চিতাবাঘ,(সূকর)শূকর(মহিংস) মহিষ (যক্ক) যক্ষ (রক্কসাদীহি) রাক্ষসাদি (নানা ভয়তো বা,)নানাভয় হইতে বা(নানারোগতো বা)নানারোগ হইতে বা(নানা উপদ্দবতো বা)নানা উপদ্রব হইতে বা (আরক্কং) আরক্ষ (গণহন্তু)গ্রহণ করুন [অর্থাৎ রক্ষা করুন]।

বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্যানুবাদ।—ভূপতি, তস্কর, নর, অনর; অনল, সলিল,পিশাচ, খানুক ; কণ্টক, নক্ষত্র, বিসূচিকা রোগ; নাস্তিকেরধর্ম্ম নাস্তিক্য নাস্তিক; উন্মত্ত বারণ, তুরঙ্গ, হরিণ ; ষাঁড়, কুক্কুর, ভুজঙ্গ, বৃশ্চিক; মণিধর সর্প, শার্দ্দুল, ভল্লুক ; তরক্ষু, শূকর, মহিষ, যক্ষক ; রাক্ষস প্রভৃতি নানাবিধ ভয় ; নানাবিধ রোগ, নানা উপদ্রব হইতে দেবগণ রক্ষা করুন।

মঙ্গল সূত্রের ভূমিকা।

(পালি।)*

১। যঞ্চ দ্বাদস বস্সানি, চিন্তযিংসু সদেবকা।
চিরস্সং চিন্তযন্তাপি, নেব জানিংসু মঙ্গলং ॥

২। চক্কবালসহস্সেসু, দসসু যেন তত্তকং।
কালং কোলাহলং জাতং, যাব ব্রহ্মনিবেসনা ॥

৩। যং লোকনাথো দেসেসি, সব্বপাপবিনাসনং।
যং সুত্বা সব্বদুক্খেহি, মুচ্চন্তাসংখিযা নরা।
এবমাদি গুণূপেতং মঙ্গলন্তং ভণাম হে ॥

সান্বয়ার্থ।

১। (সদেবকা) সদেবক, মনুষ্যের সহিত দেবতাগণ, (যং মঙ্গলং) যেই মঙ্গল [ইহপরকালের মঙ্গলের বিষয়] (দ্বাদশবস্সানি) দ্বাদশবৎসর (চিন্তযিংসু) চিন্তা করিয়াছিলেন; (চিরস্সং) চিরকাল (চিন্তয়ন্তাপি) চিন্তা করিয়াও (নেব জানিংসু) জানিতে পারেন নাই।

২। (যেন) যেহেতু (দসসু চক্কবালসহস্সেসু) দশ সহস্র চক্রবালে, অযুত ভুমণ্ডলে (যাব) যাবৎ (ব্রহ্মনিবেসনা) ব্রহ্মনিবেশন, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত

* আচার্য্য ভূমিকা পাঠ করিবেন; তাঁহার ভূমিকা পাঠ শেষ হইলে সকলে সমস্বরে সূত্র পাঠ করিবেন।

(তত্তকং কালং) ততকাল, বারবছর ধরিয়া (কোলা-হলং) কোলাহল (জাতং) জাত, উৎপন্ন হইয়াছিল।

৩। (লোকনাথো) লোকনাথ, জগন্নাথ [বুদ্ধ], (সব্বপাপবিনাসনং) সর্ব্ব পাপ-বিনাশক (যং) যেই-মঙ্গল (দেসেসি) উপদেশ দিয়াছিলেন; (অসংখিয়া) অসংখ্য অসংখ্য (নরা) নরগণ (যং) যাহা (সুত্বা) শুনিয়া (সব্বদুক্খেহি) সর্ব্ব [প্রকার] দুঃখ হইতে (মুচ্চন্তা) মুক্ত হইয়াছে। (এবমাদিগুণূপেতং) এইরূপ গুণাদি বিভূষিত (তং মঙ্গলং) সেই মঙ্গল (ভণাম হে) ওহে! আমরা বর্ণনা করিতেছি।

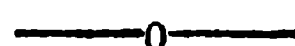
গদ্যানুবাদ।—১। দেবতার সহিত মনুষ্যগণ যেই মঙ্গল দ্বাদশ বৎসর চিন্তা করিয়াছিলেন; চিরকাল চিন্তা করিয়াও যাহা জানিতে পারেন নাই।

২। যেহেতু (যেই মঙ্গল জানিবার বিষয়ে) অযুত ভূমণ্ডলে যাবৎ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ততকাল ধরিয়া কোলা-হল (মহা আন্দোলন) হইয়াছিল।

৩। লোকনাথ (বুদ্ধ), সর্ব্বপাপ-বিনাশক যেই মঙ্গল উপদেশ দিয়াছিলেন, যাহা শুনিয়া, অসংখ্য অসংখ্য নর (নারী) সর্ব্ব (প্রকার) দুঃখ হইতে মুক্ত হয়, ওহে! আমরা, ঈদৃশ গুণশালী সেই মঙ্গল, বর্ণনা করিতেছি।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। সুর সহ নরগণ দ্বাদশ বৎসর।
যে মঙ্গল চিন্তিলেন সবে নিরন্তর॥
চিরকাল একমনে করিয়া চিন্তন।
তথাপি মঙ্গল যেই অবগত নন॥
২। অযুত ভুবনে ব্রহ্ম ভুবন অবধি।
যার হেতু কোলাহল হ'ল নিরবধি॥
৩। লোকনাথ বুদ্ধ যাহা দিলা উপদেশ।
যাহাতে বিবিধ পাপ বিনাশ অশেষ॥
যাহা শুনি' দুঃখ হ'তে নর অগণন।
অসংখ্য অসংখ্য ভবে হইল মোচন॥
এহেন সে গুণশালী পবিত্র মঙ্গল।
ভণিতেছি, শুন, ওহে ভকতমণ্ডল!॥



মঙ্গল-সুত্তং। MANGALA SUTTAM.

(পালি।)

এবম্মে সুতং;—একং সময়ং ভগবা সাবত্থিযং বিহরতি, জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। অথ খো অঞ্ঞতরা দেবতা, অভিক্কন্তায় রত্তিয়া

অভিক্কন্তবণ্ণা কেবলকপ্পং জেতবনং ওভাসেত্বা, যেন ভগবা, তেন্মুপসঙ্কমি। উপসঙ্কমিত্বা, ভগবন্তং অভিবাদেত্বা একমন্তং অট্ঠাসি। একমন্তং ঠিতা খো সা দেবতা ভগবন্তং গাথায় অজ্ঝভাসি।—

১। বহূ দেবা মনুস্সা চ মঙ্গলানি অচিন্তযুং।
আকাঙ্খমানা সোত্থানং, ব্রূহি মঙ্গলমুত্তমং॥
২। অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা।
পূজা চ পূজনীয়ানং, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥
৩। পতিরূপদেসবাসো চ, পুব্বে চ কতপুঞ্ঞতা।
অত্তসম্মাপণিধি চ, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥
৪। বাহুসচ্চঞ্চ সিপ্পঞ্চ, বিনযো চ সুসিক্খিতো।
সুভাসিতা চ যা বাচা, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥
৫। মাতাপিতু উপট্ঠানং, পুত্তদারস্স সংগহো।
অনাকুলা চ কম্মন্তা, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥
৬। দানঞ্চ ধম্মচরিযঞ্চ, ঞাতকানঞ্চ সংগহো।
অনবজ্জানি কম্মানি, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥
৭। আরতী বিরতি পাপা, মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো।
অপ্পমাদো চ ধম্মেসু, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥
৮। গারবো চ নিবাতো চ, সন্তুট্ঠী চ কতঞ্ঞুতা।
কালেন ধম্মসবনং, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥

৯। খন্তী চ সোবচস্সতা, সমণানঞ্চ দস্সনং।
কালেন ধম্মসাকচ্ছা, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥
১১। ফুট্ঠস্স লোকধম্মেহি, চিত্তং যস্স ন কম্পতি।
অসোকং বিরজং খেমং, এতং মঙ্গলমুত্তমং॥
১২। এতাদিসানি কত্বান, সব্বত্থমপরাজিতা।
সব্বত্থ সোত্থিং গচ্ছন্তি, তং তেসং মঙ্গলমুত্তমন্তি॥



মঙ্গল সুত্তং নিট্ঠিতং।

সানুবাদ।

[আনন্দ মহাথেরঃ বলিতেছেন] (মে) মৎকর্ত্তৃক [মঙ্গলসূত্র] (এবং) এইরূপ (সুতং) শ্রুত হইয়াছে। "(একং সময়ং) এক সময় (ভগবা) ভগবান্ বুদ্ধদেব (সাবত্থিযং) শ্রাবস্তী নগর সমীপস্থ (জেতবনে) [জেত নামক রাজকুমারের প্রমোদ উদ্যানে] জেতবনে (অনাথপিণ্ডিকস্স) অনাথপিণ্ডদের (আরামে) বিহার ভবনে (বিহরতি) বাস করিতেছেন। (অথ খো) তদনন্তর (অঞ্ঞতরা দেবতা) [নাম গোত্রে অপরিচিত] অন্যতর দেবতা (অভিক্কন্তায় রত্তিয়া) রাত্রির মধ্য যামে (অভিক্কন্তবণ্ণা) [অভিরূপ সৌন্দর্য্য শালী হইয়া] উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট হইয়া (কেবলকপ্পং) সমুদয় (জেতবনং) জেতবনকে (ওভাসেত্বা) একালোকে আলোকিত

করিয়া (যেন) যেখানে (ভগবা) ভগবান্ বুদ্ধদেব (তেন) সেখানে (উপসঙ্কমি) উপস্থিত হইলেন। (উপসঙ্কমিত্বা) [ভগবানের নিকটে] উপস্থিত হইয়া (ভগবন্তং) ভগবান্ বুদ্ধকে (অভিবাদেত্বা) অভিবাদন করিয়া (একমন্তং) [অষ্টদোষবিশিষ্ট ছয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া] একধারে (ঠিতা খো) দাঁড়াইয়াই (সা দেবতা) সেই দেবতা (ভগবন্তং) ভগবান্ বুদ্ধকে (গাথায়) [অক্ষর পদনিয়মিত] গাথায় (অজ্ঝভাসি) নিবেদন করিলেন।

১। [(ভন্তে!) প্রভো!] (সোত্থানং) [ঐহিক পারত্রিক কুশলধর্ম্মাদি] শুভ সমূহের (আকঙ্খমানা) আকাঙ্ক্ষী (বহূ) বহু (দেবা) দেবগণ (মনুস্সা চ) ও মনুষ্যগণ(মঙ্গলানি) [ঐহিক-পারত্রিক শ্রীবৃদ্ধি,সমৃদ্ধিদায়ক] মঙ্গল সমূহ (অচিন্তযুং) চিন্তা করিয়াছিলেন; [কিন্তু কি দেবতা, কি মনুষ্য, কেহই তাহা জানিতে পারেন নাই, ভগবান্, দেবতা-মনুষ্যগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া], (উত্তমং মঙ্গলং) পরম মঙ্গল (ব্রূহি) বর্ণনা করুন।

২। (ভগবা)ভগবান্(অবোচ)বলিলেন,(ভোদেবপুত্তা) হে দেবপুত্র! (বালানং)[আত্মার্থ পরার্থ ভেদক

প্রজ্ঞাজীবিকা রহিত পূরণকাশ্যপাদি] অজ্ঞানী-গণের, অসংগণের (অসেবনা) অসেবন, [অভজন, অপূজন, সঙ্গ না করণ]; (পণ্ডিতান') [আত্মার্থ পরার্থ সাধক প্রজ্ঞাজীবী বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, আর্য্য-শ্রাবকাদি বুদ্ধ-শিষ্য] সাধুগণের (সেবনা) সেবন, সঙ্গ, ভজন; (পূজনীয়ানং) পূজনীয়গণের [পূজার্হ বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ,আর্য্য-শ্রাবকাদি পূজ্যাস্পদগণের] (পূজা চ) ও পূজা [দান, শীল, প্রত্যয়, প্রতিপত্তি পূজায় পূজা করা অর্থাৎ ভক্তির সহিত মানন, বন্দন,পূজন, পাদধোবন, অন্ন-বস্ত্রাদি ভিক্ষুর উপযোগী চারি প্রয়োজনীয় প্রত্যয়-দান, পঞ্চশীলাদি ভক্তির সহিত গ্রহণ ও পালন এবং ভিক্ষুগণের সুখ্যাতি করা ও ধর্ম্মানুধর্ম্মমতে চলা ইত্যাদি পূজায় পূজাকরা]; (এতং) এই [ত্রিবিধ কর্ম্ম] [উত্তমংমঙ্গলং] পরম মঙ্গল।

৩। [পতিরূপ দেসবাসো চ] প্রতিরূপ দেশে বাস [যে দেশে বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘ এই ত্রিরত্নের মহিমা প্রচারিত আছে, যেখানে দান, শীলাদি পুণ্য-ক্রিয়া সমূহ নির্ব্বিঘ্নে সাধন করিতে পারা যায়, এমন দেশে বাস করা); [পূব্বে চ কতপুঞ্ঞতা] অতীত জন্মে [বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ, আর্য্য-শ্রাবকাদি বুদ্ধ-শিষ্যদিগকে

দানাদি করণে বা শীলাদি গ্রহণে] করা হইয়াছে যে পুণ্যভাব, যাহাতে ইহজন্মে সর্ব্বদাই পুণ্যের দিকে চিত্ত ধাবিত হয় ও পুণ্য-কার্য্যে অনুরাগ জন্মে এবং উত্তরোত্তর তাহা বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়, তদ্রূপ ইহলোকেও পুণ্যকরা; (অত্তসম্মাপণিধি চ) এবং দুঃশীলতা ও অশ্রদ্ধাদি যাবতীয় কু-কর্ম্মপরিত্যাগ পূর্ব্বক শীলশ্রদ্ধাদি] সৎকর্ম্মে আত্মাকে নিয়োগ করা; (এতং)এই[ত্রিবিধ কর্ম্ম](উত্তমং)উত্তম(মঙ্গলং) মঙ্গল।

৪। (বাহুসচ্চং চ) বহুশ্রুততা, বহুল ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা এবং (সিপ্পঞ্চ) [অকুশল-কর্ম্ম-পথ পরিহার পূর্ব্বক, মণিকার, স্বর্ণকার-কর্ম্মাদি পাপ-রহিত গার্হস্থ্য-শিল্প ও চীবর শেলাই ইত্যাদি প্রব্রজিত-শিল্প, এই দুইপ্রকার] শিল্পকর্ম্ম; (বিনযো চ সুসিক্খিতো) [দশ অকুশল-কর্ম্ম-পথ-বর্জ্জিত, দশ কুশল কর্ম্ম-পথ-ভূষিত, অখণ্ড ও অচ্ছিদ্র শীলাদি-রক্ষণ গৃহিবিনয় ও চতুর্পরিশুদ্ধি শীলবিশিষ্ট ভিক্ষু-বিনয়, এই দুই প্রকার] বিনয়-শাস্ত্র সুচারুরূপে শিক্ষা করা; (সুভাসিতা চ যা বাচা) [মিথ্যাদি চতুর্ব্বিধ বাক্-দুশ্চরিতবিরহিত, নির্ব্বাণপ্রদ, কর্ণ-রসায়ন]সুভাষিত

যে বাক্য বলা হয়; (এতং) এই [চারিটী] (উত্তমং মঙ্গলং) উত্তম মঙ্গল।

৫। (মাতাপিতু-উপট্ঠানং) [বন্দন, মানন, পাদ-ধোবন, পাদসম্বাহনাদি দ্বারা] মাতা পিতার সেবা শুশ্রূষা করা; (পুত্তদারস্স সংগহো) [যথাকালে দান ও শীল গ্রহণ করাইয়া, প্রিয়বচন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করিয়া) স্ত্রীপুত্রের [ধার্ম্মিক] উপকার; (অনাকুলা চ কম্মন্তা)[অকুশল-কর্ম্ম-পথ-বর্জ্জিত কৃষি-বাণিজ্যাদি] নিরাকুল কর্ম্ম; (এতং) এই [তিনটী] (উত্তমং মঙ্গলং) উত্তম মঙ্গল।

৬। (দানং চ) [ভোজ্যবসনাদি আমিষও ধর্ম্ম] দান ও (ধম্মচরিয়া চ) [দশ-কুশল-কর্ম্ম-পথাদি] ধর্ম্মা-চরণ করা ও (ঞাতকানঞ্চ সঙ্গহো) [মাতৃপিতৃ পক্ষে যাবৎ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কুটুম্বগণকে ভোজ্য, বসন, ধন, ধান্যাদি প্রদান পূর্ব্বক] জ্ঞাতিগণের উপকার; (অনবজ্জানি কম্মানি)[পঞ্চশীলাদি করিয়া, যখনকার যাহা, তখনকার তাহা গ্রহণ ও বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘ এই ত্রি-রত্নের সেবাশুশ্রূষাদি]নিরবদ্য কর্ম্ম,[যাহাতে বিজ্ঞগণ অবিরত প্রশংসা করেন, কোন নিন্দা বাক্য বলেননা]; (এতং)এই [চারিটী](উত্তমং মঙ্গলং) উত্তম মঙ্গল।

৭। (পাপা) পাপ হইতে (আরতি) মানসিক অনাসক্তি (বিরতি) প্রাণাতিপাতাদি কার্য্যে ও মিথ্যা-বাদাদি বাক্যে অনাসক্তি (মজ্জপানা চ সঞ্ঞমো) [স্বর্গ ও মোক্ষের প্রতিবন্ধকও উন্মত্তাদি বিবিধ অনর্থ কারক] মদ্যপান হইতে বিরত হওয়া; (অপ্প-মাদো চ ধম্মেসু) (ঐহিক-পারত্রিকের হিত ও সুখা-বহ) যাবতীয় কুশল-ধর্ম্মে সতর্ক হওয়া [কোনমতেই কিছুই ভুলিয়া না যাওয়া, নিত্য স্মরণ রাখা]; (এতং) এই [চারিটী] (উত্তমং মঙ্গলং উত্তম মঙ্গল।

৮। (গারবো চ) [বুদ্ধাদি রত্নত্রয় ও মাতা পিতাদি গুরুজনের প্রতি বন্দন-মাননাদি বশতঃ কৃত] গৌরব; (নিবাতো চ) [বুদ্ধাদি রত্নত্রয়ের প্রতি ও মাতাপিতাদি গুরুজনের প্রতি মান, ঔদ্ধত্য ও অবা-ধ্যতাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক] বিনয়, নম্রতা; (সন্তুট্ঠি চ) সন্তুষ্টি, সন্তোষ; (কতঞ্ঞুতা) [উপকারীর উপকার স্বীকার] কৃতজ্ঞতা; (কালেন ধম্মসবনং) [যে সময়ে মনে বিবিধ কাম বিতর্কাদি কু-ভাবনা উদয় হয়, তখন কল্যাণ মিত্রগণের নিকট গমন করিয়া তন্নিবারণো-পযোগী সদ্ধর্ম্ম শ্রবণ] যথাকালে ধর্ম্ম-শ্রবণ [অথবা অমাবস্যা, অষ্টমী ও পূর্ণমাসী এই তিন দিবস অষ্ট-

শীল গ্রহণ পূর্ব্বক উপোসথ ও ধর্ম্ম শ্রবণ করিবার জন্য গৃহীদিগকে ভগবান্ বুদ্ধদেব আদেশ করিয়া গিয়াছেন, সেই২ দিবসে ধর্ম্ম শ্রবণ করা]; (এতং) এই [পাঁচপ্রকার কর্ম্ম](উত্তমং মঙ্গলং) উত্তম মঙ্গল।

৯। (খন্তী চ) [পরাপকার সহনাদি ক্ষমা-লক্ষণ]ক্ষান্তি; (সোবচস্সতা)সুবাধ্যতা, প্রিয়বাদিতা; (সমণানঞ্চ দস্সনং) [মধ্যে২ সাধু, সৎপুরুষ, শান্ত, দান্ত] শ্রমণ ভিক্ষুগণের সহিত সাক্ষাৎ করা] শ্রমণ-গণকে দর্শন; (কালেন ধম্মসাকচ্ছা)[যথাকালে, গৃহি-গণের পক্ষে অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণমাসী দিবসে, ভিক্ষুগণের পক্ষে রাত্রির প্রথম যামে, দেবতাগণের পক্ষে অর্দ্ধরাত্রে ও শেষ যামে, সূত্র বিনয় ও অভি-ধর্ম্মাদি ধর্ম্ম বিষয়ে কোন সংশয়াদি থাকিলে তদ্বিষয়ে প্রশ্নাদি দ্বারা] ধর্ম্মালাপ, ধর্ম্ম-মীমাংসা। (এতং) এই [চারিপ্রকার কর্ম্ম] (উত্তমংমঙ্গলং) উত্তম মঙ্গল।

১০। (তপো চ)[লোভাদি মানসিক দুষ্প্রবৃত্তি নিচয়কে উত্তপ্ত করা] ইন্দ্রিয়সংযম, [অলসতা, কু-কর্ম্মাদি পাপ-ধর্ম্ম তাপন]তপশ্চর্য্য; (ব্রহ্মচরিয়ঞ্চ) [মৈথুনধর্ম্ম প্রতিসংযুক্ত অব্রহ্মচর্য্যের প্রতিপক্ষভূত উত্তম শাসন-মার্গে] ব্রহ্মচর্য্য; (অরিযসচ্চানদস্সনং)

[দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের পথ এই চারি] আর্য্য-সত্য কি, তাহা সুচারুরূপে জ্ঞাত হওয়া; (নিব্বানসচ্ছিকিরিযা চ) নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ করিবার জন্য সৎক্রিয়া; (এতং) এই [চারিপ্রকার কর্ম্ম]; (উত্তমং মঙ্গলং) উত্তম মঙ্গল।

১১। (লোকধম্মেহি) [লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ এই আট প্রকার] লোক-ধর্ম্মদ্বারা (ফুট্‌ঠস্স যস্স) অভিভূত যাহার [স্থবির, মধ্যম বা নবক ভিক্ষু বা গৃহী, যে কোন ব্যক্তির] (চিত্তং) চিত্ত (ন কম্পতি) কম্পিত হয় না [বিচলিত হয় না, অর্থাৎ লাভ, যশ, প্রশংসা ও সুখে স্ফীত এবং অলাভ, অযশ, নিন্দা ও দুঃখে মুহ্যমান হয় না,] অবিচলচিত্ততা; (অসোকং) [শারীরিক মানসিক দুঃখে বা প্রিয় বিয়োগে, অপ্রিয় সংযোগে, নির্ব্বাণ মার্গ-জ্ঞান-চ্যুতে] শোকপীড়ারাহিত্য, শোকহীনতা; (বিরজং) [ক্ষীণাশ্রব অর্হৎ গণের চিত্ত হইতে কাম, ক্রোধ, হিংসা ও মোহাদি, মার্গ-জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হইয়া, তৎসমুদায় কু-প্রবৃত্তি রূপ] রজঃ রাহিত্য, নির্ম্মলতা; (খেমং) [অর্হৎগণের চিত্ত, কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যারূপ প্রবাহ চতুষ্টয় হইতে বিনির্ম্মুক্ত

হেতু]অভয়, নির্ভয়, নিরুপদ্রব ; (এতং) এই[চারিটী কর্ম্ম] (উত্তমং মঙ্গলং) উত্তম মঙ্গল।

১২। (এতাদিসানি) এইরূপ মঙ্গলজনক কর্ম্ম সমূহ (কত্বান) সাধন করিয়া (সব্বত্থমপরাজিতা) সর্ব্বত্র [স্কন্ধ, ক্লেশ, অভিসংস্কার ও দেবপুত্র, মার ইত্যাদি চতুর্ব্বিধ মারের নিকট]অপরাজিত হয়, এবং(সব্বত্থ সোত্থিং)সর্ব্বত্র মঙ্গল(গচ্ছন্তি)প্রাপ্ত হয়। (তেসং) তাহাদের (তং) তাহা[“বালানং অসেবনা” ইত্যাদি উক্ত সমুদয়] (উত্তমং মঙ্গলং) উত্তম মঙ্গল। (মঙ্গল সুত্তং নিট্ঠিতং) মঙ্গল-সূত্র সমাপ্ত।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

মহাথেরঃ আনন্দ বলিতেছেন, মৎকর্ত্তৃক এইরূপ শ্রুত হইয়াছে, যে, একসময় ভগবান্ বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী নগর সমীপস্থ জেতবনে, অনাথপিণ্ডদ নামক শ্রেষ্ঠীর বিহার ভবনে বাস করিতেছেন। তদনন্তর (নামগোত্রে অপরিচিত) অন্যতর দেবতা রাত্রির মধ্য যামে স্বকীয় দেহ-প্রভায় প্রভান্বিত হইয়া, সমুদয় জেতবনকে একালোকে আলোকিত করিয়া, যেখানে ভগবান্ বুদ্ধদেব, সেইখানে উপনীত হইলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া,ভগবানকে অভিবাদন করতঃ, একপার্শ্বে দণ্ডায়মা হইয়া,সেই দেবতা,ভগবানকে গাথায় নিবেদন করিলে

১। ভগবন্! ঐহিক পারত্রিক কুশল ধর্ম্মাদি শুভ সমূহের আকাঙ্ক্ষ্যমান্ বহু দেবতা ও মনুষ্য, ঐহিক পারত্রিক শ্রীসমৃদ্ধিজনক মঙ্গলাদি চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু, কেহই তাহা অবগত হইতে পারেন নাই, অতএব, ভগবান্, সুর-নরগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া সেই পরম মঙ্গল বর্ণনা করুন।

২। ভগবান্ বলিলেন, হে দেবপুত্র! [আত্মার্থ পরার্থ বিনাশক প্রজ্ঞাজীবিকা বিরহিত] অসৎগণের সেবা না করা, সঙ্গ না করা; [আত্মার্থ পরার্থ সাধক প্রজ্ঞাজীবী বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধও আর্য্যশ্রাবকাদি-বুদ্ধশিষ্য] সজ্জনগণের সেবা ও সঙ্গ করা; পূজার্হ [বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ ও আর্য্য-শ্রাবকাদি বুদ্ধ-শিষ্য] সজ্জনগণের [ভক্তির সহিত মাননঁ, বন্দন, পূজন, ও পাদধৌত করণ এবং অন্ন বস্ত্রাদি ভিক্ষুর প্রয়োজনীয় দ্রব্য চতুষ্টয় দান, পঞ্চশীলাদি শীল সমূহ যথাকালে গ্রহণঁ ও পালন এবং ভিক্ষুগণের সুখ্যাতি করা ও ধর্ম্মানুধর্ম্মমতে চলা ইত্যাদি পূজায়] পূজা কবা; [এই তিন প্রকার কর্ম্ম] পরম মঙ্গল [বলিয়া ধারণ কর]।

৩। [যে দেশে বুদ্ধ-ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের মহিমা ...রিত আছে, যেখানে দানশীলাদি নির্ব্বিঘ্নে, অবাধে, ... করিতে পারা যায়, এমন] প্রতিরূপ দেশে বাস. নি... পূর্ব্বকৃত পুণ্যভাব [পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে বুদ্ধ, প্রত্যেক-দৃষ্টি... আর্য্যশ্রাবকাদি বুদ্ধ-শিষ্যগণকে দানাদি করাতেও

শীলাদি গ্রহণ হেতু উৎপন্ন যে পুণ্যভাব,যাহাতে ইহজন্মে সর্ব্বদাই পুণ্যের দিকে চিত্ত আকৃষ্ট হয় ও উত্তরোত্তর তাহা বৃদ্ধি করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়; ইহজন্মে ও তদ্রূপ পুণ্য করা] ,[দুঃশীলতা ও অশ্রদ্ধাদি যাবতীয় পাপ-কর্ম্ম পরিহার করতঃ]শীল-শ্রদ্ধাদি পুণ্য-কার্য্যে আপনাকে সম্যক্‌রূপে নিযুক্ত করা ; এই[তিন প্রকার কর্ম্ম] উত্তম মঙ্গল।

৪। বহুল ধর্ম্ম-শাস্ত্রাদি শিক্ষা করা, [পাপ-কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক মণিকার, স্বর্ণকার-কর্ম্মাদি পাপ-বিরহিত গার্হস্থ্য-শিল্প ও চীবর শেলাই ইত্যাদি প্রব্রজিত-শিল্প, এই দুই প্রকার] শিল্পকর্ম্ম ও [দশবিধ অকুশল কর্ম্ম-পথ-বিরহিত,দশবিধ কুশল-কর্ম্ম-পথ-বিভূষিত,অখণ্ড ও অছিদ্র শীলাদি রক্ষণ গৃহবিনয় ও চতুর্পরিশুদ্ধি শীলাদি প্রব্রজিত-বিনয়, এই দুই প্রকার] বিনয়-শাস্ত্র সুচারুরূপে শিক্ষা করা ,[মিথ্যাদি চতুর্ব্বিধ বাচনিক-পাপ-বিরহিত নির্ব্বাণ-প্রদ, কর্ণ রসায়ন] সুভাষিত বাক্য ; এই [চারি প্রকার কর্ম্ম] উত্তম মঙ্গল।

৫। [বন্দন, মানন, পূজন, পাদধৌত ও সেবনাদি দ্বারা]মাতাপিতার সেবা শুশ্রূষা ; [যথাকালে বসনভূষণ ও প্রিয়বচনদানে ও শীলাদি গ্রহণ করাইয়া] স্ত্রীপুত্রের [ধার্ম্মিক]উপকার ; [অকুশল(পাপ)কর্ম্ম-পথ বর্জ্জিত কৃষি ও সৎবাণিজ্য ইত্যাদি] নিরাকুল কর্ম্ম; এই[তিন প্রকার কর্ম্ম] উত্তম মঙ্গল ।

৬। [ভোজ্য বসনাদি আমিষ্য ও ধর্ম্মদানাদি নিরামিষ্য] দান ; [দশ-কুশল-কর্ম্ম পথাদি]ধর্ম্মাচরণ ; [মাতৃপক্ষে ও পিতৃপক্ষে যাবৎ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত কুটুম্বগণকে ভোজ্যবসন ও ধনধান্যাদি প্রদান পূর্ব্বক] জ্ঞাতিগণের উপকার; [যাহাতে বিজ্ঞগণ অবিরত প্রশংসা করেন,পঞ্চ শীলাদি করিয়া যখনকার যাহা, তখনকার তাহা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ ও পালন এবং বুদ্ধাদি ত্রিরত্নের সেবা শুশ্রূষাদি] নিরবদ্য কর্ম্ম; এই[তিন প্রকার কর্ম্ম] উত্তম মঙ্গল।

৭। [লোভ, হিংসা ও নাস্তিকতা এই ত্রিবিধ]মানসিক পাপে অনাসক্তি ; [জীবহত্যা, চৌর্য্য ও পরদার এই ত্রিবিধ]কায়িক পাপ এবং[মিথ্যাবাক্য,পরুষবাক্য পিশুন বাক্য ও বৃথাগল্প এই চতুর্ব্বিধ] বাচনিক পাপে বিরতি ; [স্বর্গমোক্ষবারোধক ও উন্মত্তাদি বিবিধ অনর্থ কারক] মদ্যপান হইতে সংযত থাকা ও [ঐহিক পারত্রিক হিতও সুখজনক যাবতীয়]পুণ্যকর্ম্মে সতর্ক হওয়া,[কোনমতেই কিছুই ভুলিয়া না যাওয়া, নিত্য স্মরণ রাখা]; এই [চারি প্রকার কর্ম্ম] উত্তম মঙ্গল।

৮। [বুদ্ধাদি ত্রিরত্নকে ও মাতাপিতাদি গুরুজনবর্গকে মানন, বন্দন ও পূজনাদি বশতঃ] গৌরবিতগণকে গৌরব করা; তাঁহাদিগের নিকট [মান, ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতাদি প্রকাশ না করিয়া] সতত বিনীত থাকা ; সন্তোষ ;

কৃতজ্ঞতা [উপকারীর উপকার স্বীকার] ও যথাকালে ধর্ম্ম শ্রবণ করা; এই [পাঁচ প্রকার কর্ম্ম] উত্তম মঙ্গল।

৯। [পরাপকার সহ্য করিয়া] ক্ষমা [করা]; সুবাধ্যতা, প্রিয়বাদিতা; [মধ্যে মধ্যে] সাধু সৎপুরুষ শান্ত দান্ত শ্রমণ ভিক্ষুগণের সহিত সাক্ষাৎ করা ও [গৃহিগণের পক্ষে অষ্টমী অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দিবসে, ভিক্ষুগণের পক্ষে রাত্রির প্রথম যামে ও দেবতাগণের পক্ষে যামিনীর অর্দ্ধ সময়ে ও শেষ যামে, সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্মাদি ধর্ম্ম বিষয়ে কোন সংশয়াদি থাকিলে তত্ত্বিষয়ে প্রশ্নাদি করিয়া সন্দেহ ভঞ্জনাদি] ধর্ম্মালাপ [ধর্ম্ম-মীমাংসা]; এই [চারি প্রকার কর্ম্ম] উত্তম মঙ্গল।

১০। লোভাদি মানসিক কু-প্রবৃত্তি নিচয়কে পরিতপ্ত করতঃ ইন্দ্রিয় সংযম ও [অলসতা, ও কুকর্ম্মাদি পাপধর্ম্মকে পরিতপ্তকারী] তপশ্চর্য্য; [মৈথুন-ধর্ম্ম-সংযুক্ত অব্রহ্মচর্য্যের প্রতিপক্ষভূত বিশুদ্ধ নির্ব্বাণ পথে] ব্রহ্মচর্য্য [আচরণ করা]; দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখনিরোধের পথ এই] চারি আর্য্য-সত্য সুচারুরূপে জ্ঞাত হওয়া ও পরমপদ নির্ব্বাণ সাক্ষাৎ করিবার জন্য সৎক্রিয়া; এই [চারি প্রকার কর্ম্ম] উত্তম মঙ্গল।

১১। [স্থবির-মধ্যম-নবক-ভিক্ষু ও গৃহস্থ, যে কোন ব্যক্তির চিত্ত, লাভালাভ, যশাযশ, নিন্দা-প্রশংসা ও সুখ-দুঃখে স্ফীত বা মুহ্যমান্ হয় না অর্থাৎ] অবিচল চিত্ততা;

[শারীরিক মানসিক দুঃখে, প্রিয়বিয়োগেও অপ্রিয়সংযোগে বা পরম নির্ব্বাণ-মার্গ-জ্ঞান-চ্যুতিতেও যাহার চিত্ত শোক-গ্রস্ত হয় না, এমন যে শোকপীড়া রাহিত্য বা] শোকহীনতা; [অর্হৎগণের চিত্তক্ষেত্র, মার্গজ্ঞানরূপ বারিবর্ষণে, কাম, ক্রোধ দ্বেষও মোহাদি কু-প্রবৃত্তি নিচয় ধৌত হইয়া নির্ম্মল হইয়াছে, এমন যে নির্ম্মলতা] পবিত্রতা; [অর্হৎগণের চিত্ত, কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যারূপ ওঘ চতুষ্টয় উত্তীর্ণ হইয়া বিনির্ম্মুক্ত, নির্ব্বিঘ্ন, নির্ভয় ও নিরুপদ্রব হইয়াছে, এমন যে] অভয়, এই [চারি প্রকার কর্ম্ম] উত্তম মঙ্গল।

১২। এইরূপ মঙ্গলজনক কর্ম্মাদি সাধন করিয়া সর্ব্বত্র (স্কন্ধ ক্লেশাদি রিপুগণের হস্তে) অপরাজিত ও সর্ব্বত্র মঙ্গল প্রাপ্ত হয়। উপরোক্ত সমুদয়ই তাহাদের [মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী দেবতা ও মনুষ্যদিগের] উত্তম মঙ্গল [বলিয়া ধারণ কর]।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

মহাথের আনন্দ বলিলা,—"ভিক্ষুগণ।
মঙ্গল সূত্রের কথা শুনিনু এমন॥
একদিন ভগবান্ শ্রীশাক্য-নন্দন।
শ্রাবস্তী নগর কাছে যথা জেতবন॥
অনাথপিণ্ডদ, যথা সাধু পুণ্যবান্।
বিহার নির্ম্মিয়া বুদ্ধে করিলা প্রদান॥

সে বিহারে একদিন বুদ্ধ লোকনাথ।
হরিষে বসেন প্রভু শিষ্যবর্গ সাথ॥
এমন সময়ে এক দেবতা সেথায়।
উজলিয়া জেতবনে দেহের প্রভায়॥
যামিনীর মধ্য যামে হৈলা উপনীত।
ভূতলে আসিয়া যেন চন্দ্রমা উদিত॥
একালোকে আলোকিয়া সর্ব্ব জেতবন।
উপনীত হৈলা যথা বুদ্ধ শৌদ্ধোদন॥
উপনীত হ'য়ে সেথা বন্দি'ভগবানে।
ছয় ঠাঁই ছাড়িয়া দাঁড়া'য়ে একস্থানে॥
অতি দূর, সন্নিকট, সম্মুখ, পশ্চাৎ।
উচ্চ স্থান আরো যেথা বায়ুর ব্যাঘাত॥
এই ছয় ঠাঁই ত্যজি একধারে গিয়া।
যোড়করে ভগবানে কহে দাঁড়াইয়া॥
পদবন্ধ গাথা ভাষে করে নিবেদন।
(বঙ্গভাষে রচে ধর্ম্ম কর হে শ্রবণ)॥—
১। 'শুভকামী অগণন সুরনরগণ।
চিরকাল সবে মিলি করিলা চিন্তন॥
"কোন্ কর্ম্মে সুখী হ'বে ইহে জীবচয়।
কোন্ কর্ম্মে পরলোকে সুখ ভোগে রয়॥

ইহ পরকালে হ'বে কি কর্ম্মে কুশল।
ইহ পর উভয়ের কি কর্ম্ম মঙ্গল॥"
এইরূপ বহুজন করিলা চিন্তন।
প্রকৃত মঙ্গল কিবা তবু কোন জন॥
জানিতে বুঝিতে নারে করিয়া চিন্তন।
সুর নরগণে দয়া করি প্রদর্শন॥
রোগে শোকে দুঃখে নরে করিতে মোচন।
পরম মঙ্গল সেই করুন বর্ণন॥'

২। দেবতার এ' প্রার্থনা করিয়া শ্রবণ।
বীণা বেণু বিনিন্দিত স্বরে শৌদ্ধোদন॥
হেসে হেসে চন্দ্রমুখে করিলা প্রকাশ।
অমৃত অধিক সুধাময় শুভ ভাষ॥—
'আত্ম-হিত পর-হিত যে করে বিনাশ।
আত্ম-অর্থ পর-অর্থ যেবা করে নাশ॥
এমন অসৎ জনে না করা সেবন।
এমন অসাধু সহ না করা গমন॥
এমন নির্ব্বোধ সঙ্গ সর্ব্বথা বর্জ্জন।
এমন অসতে কভু না করা ভজন॥
আত্ম-হিত তরে আরো পরহিত তরে।
আত্ম-পর-অর্থ তরে দেহ-প্রাণ ধরে॥

আত্মার্থ পরার্থ যাঁরা করেন সাধন।
পরম জ্ঞানের সহ যাপেন জীবন॥
আপনি তরিয়া নিজে অপরে তরাণ।
সুপথে চলিয়া আগে অপরে চালান॥
সম্যক্‌সম্বুদ্ধ আর প্রত্যেকসম্বুদ্ধ।
আর্য্য-শ্রাবকাদি-বুদ্ধশিষ্য অনুবুদ্ধ॥
ইত্যাদি এমত ভবে যত সাধুজন।
তাঁহাদের সঙ্গ, সেবা, ভজন, পূজন॥
"অসতের অসেবন, সতের সেবন।
পরম মঙ্গল—পূজ্য জনের পূজন॥"

৩। ত্রিরতন মহিমা যে দেশে পরচার।
দান, শীল আদি যথা ধরম আচার॥
অল্পায়াসে বিনা ক্লেশে সাধিবারে পারে।
অবিরত পুণ্য-কর্ম্ম যে দেশ মাঝারে॥
যে দেশে বিহার আছে ফুলের বাগান।
সাধু ভিক্ষুগণ, ধর্ম্ম আলোচনা স্থান॥
উপযুক্ত দেশ সেই মঙ্গলের তরে।
হেন প্রতিরূপ দেশে বসতি যে করে॥
সম্যক্‌সম্বুদ্ধ আদি সাধু যতজন।
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে করি তাঁ'দিগে পূজন॥

পূর্ব্ব জন্মে তাঁহাদের হাতে দান দিয়া।
তাঁহাদের মুখে ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া ॥
পূর্ব্ব জন্মে যেই পুণ্য করেছে অর্জ্জন।
তাহার প্রভাবে ইহ জন্মে তার মন ॥
অবিরত দান, শীল, পুণ্য পানে ধায়।
পূর্ব্ব কর্ম্মে ইহ জন্মে প্রবৃত্তি জন্মায় ॥
পূর্ব্বকৃত অল্পমাত্র পুণ্যের প্রভাবে।
পুণ্য প্রতি অতি মতি বর্ত্তমান ভবে ॥
ইহজন্মে পুণ্য যদি করে আরো বেশী।
অনাগত জন্মে পুণ্য-ভাব হবে রাশি ॥
পূর্ব্বকৃত পুণ্যভাব মঙ্গল নিদান।
তাই ইহজন্মে পুণ্য করে জ্ঞানবান্ ॥
অশ্রদ্ধা, অভক্তি আদি সব অনাচার।
দশবিধ পাপ-পথ করি পরিহার ॥
দান, শীল, শ্রদ্ধা, ভক্তি আদি পুণ্য কাজে।
মজাইয়া দেহ মন ধর্ম্ম-কর্ম্মে মজে ॥
ধরমে-করমে দেহ মন নিয়োজন।
অধর্ম্ম ছাড়িয়া ধর্ম্মে সতত মগন ॥
"পূর্ব্বকৃত পুণ্যভাব, নিজ সাধু আশা।
পরম মঙ্গল—প্রতিরূপ দেশে বাসা ॥"

৪। বিবিধ ধরম-নীতি, স্মৃতি, শ্রুতি আর।
সুত্র, অভিধর্ম্ম, আদি বিনয় আচার॥
গাথা, ব্যাকরণ আদি বিবিধ প্রকার।
শিক্ষা করা সযতনে যথাশক্তি যার॥
পাপময় শিল্প যত করি পরিহার।
পাপ-বিরহিত মণিকার, স্বর্ণকার॥
ইত্যাদি গৃহীর উপযোগী শিল্প-কার্য্য।
চীবর শেলাই আদি ভিক্ষুগণ গ্রাহ্য॥
এই যে দ্বিবিধ শিল্প কার্য্য কারিকুরী।
শিখিবেক সযতনে মানসে বিচারি॥
দশবিধ পাপ-কর্ম্ম-পথ বিরহিত।
দশবিধ পুণ্য-কর্ম্ম-পথ বিভূষিত॥
অখণ্ড-অছিদ্র শীল গ্রহণ, পালন।
পঞ্চশীল আদি গৃহিবিনয় গণন॥—
চারি পরিশুদ্ধিশীল আদি চতুর্ব্বিধ।
ভিক্ষুর বিনয়, এই বিনয় দ্বিবিধ॥
ভালমতে শিক্ষা এই বিনয় উভয়।
মঙ্গল নিদান এই জানিবে নিশ্চয়॥
মিথ্যা আদি চতুর্ব্বিধ বাচনিক পাপ।
পরিহার করি' যাহে সতত সন্তাপ॥

পরম নির্ব্বাণ, যেই বচনে প্রদান।
যে বচন করে সদা কর্ণে মধু দান॥
যে বচনে ইহ পরলোকে শুভ পাই।
যে বচনে কোনরূপ দোষ লেশ নাই॥
হেন সুভাষিত বাক্য শ্রবণ, গ্রহণ।
হেন সুভাষিত বাক্য অর্পণ, পালন॥
"নানাশাস্ত্র, নানাশিল্প, বিনয় শিখন।
পরম মঙ্গল—আরো শেখা সুবচন॥"
৫। বন্দন, মানন পূজা পাদ-প্রক্ষালনে।
জনক জননী সেবা করা সযতনে॥
যথাকালে বসন ভূষণ আদি দানে।
সুপ্রিয় বচনে আরো শীলাদি গ্রহণে॥
আত্ম দেহ সম স্নেহ করা পুত্রদার।
ধর্ম্মভাবে তাহাদের করা উপকার॥
পাপ-পথ পরিহরি কৃষি চাষ বাস।
সৎবাণিজ্যে, নিরাকুল-কর্ম্মে করা বাস
"মাতৃপিতৃ সেবা, পুত্রদার-উপকার।
পরম মঙ্গল—নিরাকুল কর্ম্ম আর॥"
৬। আমিষ্য—ভোজন, বাস, বসন, ঔষধ।
নিরামিষ্য—ধরম এ' দান দুইবিধ॥

নাহি করা জীবহত্যা, চুরি, পরদার।
নাহি বলা, মিথ্যা, কটু, ভেদ, গল্প আর॥
মনে নাহি করা লোভ, হিংসা, নাস্তিকতা।
এই দশ-পুণ্য-পথে চলন সর্ব্বথা॥
মাতৃ পিতৃ পক্ষে সপ্ত পুরুষ অবধি।
ভোজন, বসন, ধন, ধান্য, যান আদি॥
অরপণ, প্রয়োজন যাহা আছে যার।
এইরূপে জ্ঞাতিগণে করা উপকার॥
পঞ্চশীল আদি করি যথাকালে যাহা।
সভক্তিতে গ্রহণ পালন নিত্য তাহা॥
বুদ্ধ আদি ত্রিরত্নে সেবন পূজন।
যাহে বিজ্ঞগণ সদা করে প্রশংসন॥
মন্দ হেন কখন না বলে কোনজন।
নিরবদ্য কর্ম্ম হেন করা সে সাধন॥
"দান, ধর্ম্মাচার, জ্ঞাতিগণ-উপকার।
পরম মঙ্গল—নিরবদ্য কর্ম্ম আর॥"

৭। লোভ, হিংসা, নাস্তিকতা এ'তিনপ্রকার।
মানসিক পাপে অনাসক্তি অনিবার॥
জীব'হত্যা, চৌর্য্য, পরদার এই ত্রয়।
কায়িক-কলুষ তিন কার্য্যে উপজয়॥

মিথ্যা, কটু, ভেদ, বৃথা-গল্প চতুষ্টয়।
বাচনিক-পাপ চারি বাক্যে উপজয়॥
শারীরিক বাচনিক এ'সপ্ত প্রকার।
এই সপ্ত পাপে অনাসক্তি অনিবার॥
স্বর্গ-পথ মোক্ষ-পথ যাহে রুদ্ধ হয়।
যাহে উন্মত্তাদি নানা অনর্থ ঘটয়॥
বিষ তুল্য মদ্য-পান করি পরিহার।
মদ্য-পানে সুসংযত থাকা অনিবার॥
ঐহিকের হিত আর পরলোক-হিত।
ইহ-পর-সুখ যাহে হয় সমুদিত॥
হেন ধর্ম্মে অবিরত সাবধান থাকা।
না ভুলিয়া ভ্রমে, তাহা সদা মনে রাখা॥
"আরতি, বিরতি পাপে, ছাড়া মদ্যপান।
পরম মঙ্গল—ধর্ম্ম-কর্ম্মে সাবধান॥"

৮। বুদ্ধাদি ত্রিরত্নে মাতা পিতা গুরুজনে।
মানন, পূজন বশে বন্দনে সেবনে॥
গৌরবিত জনে করা গৌরব সতত।
মান ঔদ্ধত্যতা ত্যজি' থাকা সুবিনীত
লাভালাভ, যশাযশ, নিন্দা-প্রশংসায়।
সুখে, দুঃখে,রোগে; শোকে সন্তোষ সদায়॥

ভাল-মন্দ যাহা বল সর্ব্বত্রে সন্তোষ।
কিছুতেই মনে নাহি হয় অসন্তোষ॥
সতত সন্তোষ যার হৃদয় মাঝার।
ধরায় অভাব কিছু নাহি থাকে তার॥
উপকারী মানবের যত উপকার।
না ভুলিয়া একেবারে করণ স্বীকার॥
কাম-চিন্তা আদি নানা কু-চিন্তা যখন।
মানসে উদিত হ'য়ে করে জ্বালাতন॥
সে সময়ে সুহৃদ ধার্ম্মিক বন্ধু পাশে।
যাইয়া শ্রবণ ধর্ম্ম সেই চিন্তা নাশে॥
মাসে অমাবস্যা এক, অষ্টমী দু'বার।
পূর্ণমাসী একদিন—এই চারিবার॥
উপোসথ অষ্টশীল করিয়া গ্রহণ।
ব্রহ্মচারী হ'য়ে ধর্ম্ম সতত শ্রবণ॥
যথাবিধি কালে কালে ধর্ম্ম আচরণ।
যথাকালে ধর্ম্ম-কথা পঠন, শ্রবণ॥
"গৌরব, বিনয়, তুষ্টি আর কৃতজ্ঞতা।
পরম মঙ্গল—কালে শুনা ধর্ম্ম-কথা॥"
৯। মাথা পাতি সহ্য করা পর অপকার।
অপকারে ক্ষমা করি করা উপকার॥

সদা সুবাধ্যতা, বলা সুপ্রিয় বচন।
মন্দ কথা কখন না মুখে আনয়ন॥
মাঝে মাঝে শান্ত, দান্ত, সাধু, সুচরিত
দেখা শুনা করা গিয়া, শ্রমণ সহিত॥
সূত্র, বিনয়াদি যত ধরম বিষয়ে।
সংশয় থাকিলে কিছু হৃদয়-আশয়ে॥
যথাকালে উপোসথ দিনে গৃহিগণ।
যামিনী প্রথম যামে যতেক শ্রমণ॥
মধ্য যামে দেবগণ করি'আগমন।
পুছিয়া পুছিয়া নিজ সংশয় ভঞ্জন॥
"ক্ষমা, প্রিয়বাক্য, আর শ্রমণ-দর্শন।
পরম মঙ্গল—কালে ধর্ম্ম আলাপন॥"
লোভ আদি মানসিক কু-প্রবৃত্তিচয়।
আঁখি আদি শারীরিক ইন্দ্রিয় নিচয়॥
অলসতা, পাপ-কর্ম্ম আদি পাপাচার।
দমনে সংযমে আর করি পরিহার॥
তপঃ আচরণে সদা করা তপশ্চর্য্য।
মৈথুন ত্যজিয়া, আচরণ ব্রহ্মচর্য্য॥
দুঃখ, দুঃখ-হেতু, দুঃখ যাহে নিবারণ।
অষ্ট মহাপথ—দুঃখ-নির্ব্বাণ-কারণ॥

পরম জ্ঞানেতে এই চারি মহাসত্য।
বুঝিয়া সুঝিয়া তার জানা সারতত্ত্ব॥
পরম নির্ব্বাণ-পুর সাক্ষাৎ কারণ।
পুণ্য-ক্রিয়া অবিরত করণ সাধন॥
"তপঃ ব্রহ্মচর্য্য, আর্য্য-সত্য-দরশন।
পরম মঙ্গল—মোক্ষ-করম সাধন॥"

১১। লাভালাভ, যশাযশ, নিন্দা, প্রশংসন।
সুখ, দুঃখ—অষ্ট লোক-ধরম গণন॥
বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুব, ভিক্ষু, গৃহস্থ বা আর।
উক্ত লোক-ধর্ম্মে চিত্ত অভিভূত যার॥
লাভাদিতে নহে স্ফীত অলাভে মোহিত।
হেন অবিচল ভাব সতত যে চিত॥
কায়মনোদুঃখে কিংবা প্রিয়ের বিয়োগে।
হরণে পরমপথ, অপ্রিয় সংযোগে॥
শোকে অভিভূত নহে মানস যাহার।
এমন যে শোক-পীড়াহীন চিত্ত আর॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হিংসা-ধূলি আর।
রয়েছে মানব-চিত্ত করি অধিকার॥
বরষি পরম-পথ-জ্ঞান রূপ জল।
পাখালি' যে চিত্ত-ক্ষেত্র হইল বিমল॥

নাহি মল, সমল করিতে চিত্ত যার।
চিত্তের এমন অতি বিমলতা আর॥
কাম, ভব, নাস্তিকতা, অবিদ্যা—এ'চার।
খরবেগা নদী ভবে, দুষ্কর যা' পার॥
ভাসাইয়ে জীবচয়ে সংসার সাগরে।
ফেলাইছে অবিরত নারে তরিবারে॥
যার ভয়ে নরচয়ে রচে কত ধর্ম্ম।
যার ডরে নরানরে করে নানা কর্ম্ম॥
ভবে হেন ভয়ঙ্কর নদী চতুষ্টয়।
পার হ'য়ে, নিরাপদ, বিমুক্ত, নির্ভয়॥
"লোক-ধর্ম্ম অভিভূত চিত্ত অবিচল।
নিঃশোক, নিষ্পাপ, ক্ষেম—পরম মঙ্গল॥"

১২ এমত মঙ্গল কর্ম্ম যে করে সাধন।
সর্ব্বত্র মঙ্গল লাভ করে সেই জন॥
কাম আদি রিপু তারে পরাজিতে নারে।
সদা শুভ লাভ তার সংসার মাঝারে॥
শুভকামী সুরনরগণের কারণ।
পরম মঙ্গল উক্ত করহ ধারণ॥'

মঙ্গল-সূত্র সমাপ্ত।

রত্নসূত্রের ভূমিকা।

(পালি।)

পণিধানতো পট্ঠায় তথাগতস্স দস পারমিযো দস উপপারমিযো দসপরমত্থ পারমিযো'তি সমতিংস-পারমিয়ো পঞ্চমহাপরিচ্চাগে লোকত্থচরিযং ঞাতত্থ-চরিযং বুদ্ধত্থচরিয়ন্তি তিস্সো চরিয়ায়ো, পচ্ছিম-ভবে গব্ভবক্কন্তিং জাতিং অভিনিক্খমনং পধানচরিয়ং বোধিপল্লঙ্কে মারবিজয়ং সব্বঞ্ঞুতা ঞাণপটিবেধং ধম্মচক্কপবত্তনং নবলোকুত্তরধম্মে'তি সব্বেপি'মে বুদ্ধগুণে আবজ্জেত্বা, বেসালিয়া তীসুপাকারন্তরেসু, তিযামরত্তিং পরিত্তং করোন্তো আযস্মা আনন্দথেরো বিয কারুঞ্ঞচিত্তং উপট্ঠপেত্বা ;

১। কোটি সতসহস্সেসু, চক্কবালেসু দেবতা।
যস্সাণম্পটিগ্গণহন্তি, যঞ্চ বেসালিয়া পুরে ॥

২। রোগামনুস্স-দুব্ভিক্খ—সম্ভূতন্তিবিধং ভয়ং।
খিপ্পমন্তরধাপেসি, পরিত্তং তং ভণাম হে ॥

সান্বয়ার্থ। (ভগবা) ভগবান্ (পণিধানতো পট্ঠায় প্রণিধান হইতে [অর্থাৎ অমরাবতী নগরে সুমেধ

তাপসকালে, আমাদের বুদ্ধাঙ্কুর, দীপঙ্কর বুদ্ধের পদতলে বুদ্ধ হইবার জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে] (তথাগতস্স) তথাগতের [সত্যজ্ঞ বুদ্ধের](দসপারমিয়ো) দশ পারমিতা [দশবিধ কর্ম্মের পূর্ণতা]তাহা এইঃ—(দানপারমী)দানপামিতা (শীল-পারমী)শীলপারমিতা, (নেক্খম্মপারমী)নৈষ্কর্ম্ম্যপার-মিতা, [বৈরাগ্য], (পঞ্ঞাপারমী) প্রজ্ঞাপারমিতা, (বিরিয়পারমী) বীর্য্য পারমিতা, (খন্তীপারমী)ক্ষান্তি পারমিতা, (সচ্চপারমী) সত্য-পারমিতা, (অধিট্ঠান-পারমী)অধিষ্ঠান পারমিতা বা নিষ্ঠা, (মেত্তপারমী) মৈত্র পারমিতা,(উপেক্খা পারমী)উপেক্ষা পারমিতা], (দস উপপারমিয়ো) দশবিধ উপপারমিতা (দসপর-মত্থ পারমিয়ো)দশপ্রকার পরমার্থ পারমিতা, [অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দান—সাধারণ পারমিতা, স্বর্ণ-রৌপ্য ও বস্ত্রাদি বাহ্যিক সম্পত্তি দান—উপপারমিতা ও পুত্র দার ও জীবন দান—পরমার্থ পারমিতা মধ্যে গণ্য। উক্ত দশ প্রকার পারমিতা উত্তম,মধ্যম ও অধম ভেদে পরমার্থ, সাধারণ ও উপপারমিতা নামে ত্রিবিধ] ইতি সমতিংসপারমিয়ো)এই ত্রিশ প্রকার পারমিতা, পঞ্চমহা পরিচ্চাগে) [অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, জীবন, ধন, রাজ্য

ও দারা পুত্র দান, এই] পঞ্চ মহাদান, (লোকত্থ-চরিযং)লোকার্থচর্য্যা[জগতের হিতাচরণ], (ঞাতত্থ-চরিযং) জ্ঞাত্যর্থচর্য্যা [জ্ঞাতিবর্গের হিতাচরণ]বুদ্ধত্থ-চরিযং) বুদ্ধার্থচর্য্যা [বুদ্ধ হওয়ার জন্য সদাচরণ], (ইতি তিস্সো চরিয়াযো) এই ত্রিবিধচর্য্যা, (পচ্ছিম-ভবে) অন্তিম-জন্মে(গব্ভাবক্কন্তিং) গর্ব্ভপ্রবেশ,(জাতিং) জন্ম, (অভিনিক্কমনং) অভিনিক্রমণ [সংসার-ত্যাগ], (পধানচরিয়ং) প্রধানচর্য্যা [তপশ্চরণ],বোধিপল্লঙ্কে) বোধিপালঙ্কে (মারবিজয়ং) মারবিজয়, (সব্বঞ্ঞুতা ঞাণপটিবেধং) সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভ,(ধম্মচক্কপবত্তনং) ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন [ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন] ও (নবলোকুত্তরধম্মে) [চারিপথ, চারিফল ও নির্ব্বাণ বা পথস্থ ফলস্থ ভেদে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এই অষ্ট ও নির্ব্বাণ এক এই]নয় প্রকার লোকোত্তর ধর্ম্মকে (ইতি ইমেপি সব্বে বুদ্ধগুণে)এই সকল বুদ্ধগুণাবলী (আবজ্জেত্বা) মনে করিয়া, স্মরণ করিয়া (বেসালিয়া) বৈশালী নগরের (তীসু পাকারন্তরেসু) প্রাকারত্রয়ের মাঝে(তিযামারত্তিং)ত্রিযামা রাত্রিতে [রাত্রিকালে](আয়স্মা আনন্দত্থেরো বিয)শ্রীমৎ আনন্দস্থবিরের ন্যায়(কারুঞ্ঞচিত্তং উপট্ঠাপেত্বা)করুণার্দ্র

চিত্তে (পরিত্তং) পরিত্রাণ (করোন্তো) করিবার সময় (কোটী সতসহস্সেসু) কোটীলক্ষ (চক্কবালেসু) চক্রবালে (বসন্তা দেবতা) বসতিকারী দেবগণ (যস্স পরিত্তস্স) যেই পরিত্রাণের (আণং) আজ্ঞা, আদেশ (পটিগ্গণহন্তি) প্রতিগ্রহণ করেন, প্রতিপালন করেন। (যঞ্চ পরিত্তং) এবং যে পরিত্রাণ (বেসালিয়া পুরে) বৈশালীপুরে (রোগা) বিবিধ রোগ (অমনুস্সা) ভূত, প্রেত, যক্ষ, রাক্ষসাদি বিবিধ অমনুষ্য ও (দুব্ভিক্কসম্ভূতং) দুর্ভিক্ষ-সম্ভূত (তিবিধং ভয়ং) ত্রিবিধ ভয় (খিপ্পং) [তৎক্ষণাৎ] ক্ষিপ্র (অন্তরধাপেসি) অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন, দূর করিয়াছিলেন। (হে) ওহে! (ময়ং) আমরা (তং পরিত্তং) সেই পরিত্রাণ (ভণাম) পাঠ করিতেছি।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ। ভগবান্ বুদ্ধদেব, অমরাবতী নগরে সুমেধ তাপস কালে দীপঙ্কর বুদ্ধের পাদমূলে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই প্রার্থনা হইতে আরম্ভ করিয়া, তথাগতের দান, শীল, নৈষ্কর্ম্ম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান (নিষ্ঠা), মৈত্র ও উপেক্ষা, উত্তম মধ্যম ও অধম বশে—দশ পরমার্থ পারমিতা, দশ পারমিতা ও দশ উপপারমিতা ভেদে—এই ত্রিংশৎ পারমিতা, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, জীবন, ধনওপুত্রদার দান বশে—পঞ্চমহাদান, জগতের

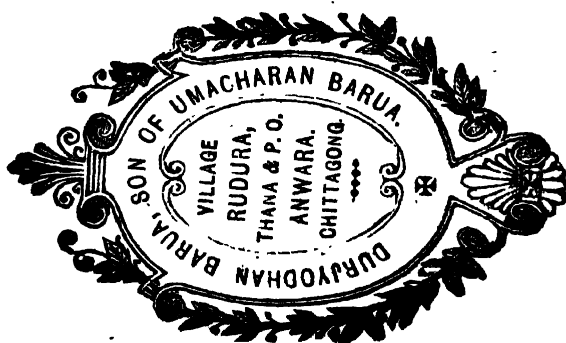
হিতাচরণ, জ্ঞাতিগণের হিতাচরণ ও বুদ্ধ হওয়ার জন্য সদাচরণ এই ত্রিবিধ আচরণ, অন্তিমজন্মে গর্ব্ভপ্রবেশ, জন্ম, সংসারত্যাগ, তপশ্চরণ, বোধি-পালঙ্কে মারবিজয়, সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞানলাভ,ধর্ম্ম-চক্র-প্রবর্ত্তন ও পঁথস্থ ফলস্থভেদে স্রোতাপন্ন,সকৃদাগামী, অনাগামী,অর্হৎ ও নির্ব্বাণ এই নয় প্রকার লোকোত্তর ধর্ম্ম ইত্যাদি এই সকল বুদ্ধ গুণাবলী স্মরণ করিয়া বৈশালী নগরের প্রাচীরত্রয়ের অন্তর্ভাগে ত্রিযামা রাত্রিযোগে শ্রীমৎ আনন্দ স্থবিরের ন্যায় করুণার্দ্র চিত্তে পরিত্র পাঠ করিবার সময়, (১) লক্ষকোটী চক্রবাল বাসী দেবতাগণ,যেই রত্ন-পরিত্রের আদেশ প্রতিপালন করেন এবং যেই পরিত্রাণ বৈশালী পুরের(২)বিবিধরোগ, দুর্ভিক্ষ ও অমনুষ্য-সম্ভূত ত্রিবিধভয় তৎক্ষণাৎ অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। ওহে শ্রোতাগণ! আমরা সেই রত্ন-পরিত্রাণ পাঠ করিতেছি।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

নগর অমরাবতী অমরা সমান।
যবে সে নগরে জন্মিলেন ভগবান্॥
সুমেধ তাপস নাম আছিল তখন।
তপস্বী হইল ত্যজি’ যত রত্ন-ধন॥
সে সময়ে দীপঙ্কর বুদ্ধ ভগবান্।
অবতার হ’য়ে ভবে সবারে তরাণ॥

সুমেধ তাপস পড়ি পদতলে তাঁর।
প্রার্থনা করিলা ভবে বুদ্ধ হইবার॥
সে প্রার্থনা হ'তে প্রভু আরম্ভ করিয়া।
তথাগত গুণাবলী মানসে স্মরিয়া॥
দান পারমিতা আর শীল পারমিতা।
বৈরাগ্য পারমী, প্রজ্ঞা, ক্ষান্তি পারমিতা॥
সত্য পারমিতা, অধিষ্ঠান, মৈত্র আর।
উপেক্ষা পারমী সহ এ'দশ প্রকার॥
পরমার্থ, সাধারণ, উপপারমিতা।
উত্তম মধ্যমাধম—ত্রিংশ পারমিতা॥
প্রত্যঙ্গ, জীবন, রাজ্য, ধন, পুত্রদার।
পঞ্চ মহাদান—দান এ'পঞ্চ প্রকার॥
লোকহিতাচার আর জ্ঞাতি হিতাচার।
বুদ্ধ হেতু সদাচার এ' তিন আচার॥
অন্তিম জনমে মাতৃ জঠরে প্রবেশ।
জনম, সংসার-ত্যাগ, তপস্যা বিশেষ॥
বোধি পালঙ্কেতে মারে সসৈন্যে বিজয়।
সর্ব্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ মোহ করি' ক্ষয়॥
বারাণসী ধামে ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন।
যাহে নব ধর্ম্ম-রাজ্য হইল স্থাপন॥

স্রোতাপন্ন আদি নব ধর্ম্ম লোকোত্তরে।
এই সর্ব্ব বুদ্ধগুণে স্মরিয়া অন্তরে॥
বৈশালী নগরে তিন প্রাচীর ভিতরে।
ত্রিযামা যামিনী যোগে করুণা অন্তরে॥
শ্রীমৎ আনন্দথেরঃ মহা দয়াময়।
পরিত্রাণ পাঠ করিলেন যে সময়॥
১। কোটীশত সহস্র ভুবনে দেবগণ।
যার আজ্ঞা শিরোপরে করিলা ধারণ॥
যে পরিত্র পূর্ব্বকালে বৈশালী নগরে।
২। অন্তর্দ্ধান করেছিল ত্রিভয় সত্বরে॥
রোগ, অমনুষ্য, ভয়-দুর্ভিক্ষ-সম্ভূত।
ভণি সে পরিত্র, শুন, সকল ভকত॥



রতনসুত্তং। RATANASUTTAM.

(পালি)

১। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
সব্বেব ভূতা সুমনা ভবন্তু,
অথো পি সক্কচ্চ সুণন্তু ভাসিতং॥

২। তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সব্বে,
মেত্তং করোথ মানুসিয়া পজায়।
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিং,
তস্মাহি নে রক্খথ অপ্পমত্তা॥

৩। যঙ্কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা,
সগ্গেসু বা যং রতনং পণীতং।
ননো সমং অত্থি তথাগতেন,
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

৪। খয়ং বিরাগং অমতং পণীতং,
যদজ্ঝগা সক্যমুনী সমাহিতো।
ন তেন ধম্মেন সমত্থি কিঞ্চি,

ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥

৫। যং বুদ্ধসেট্‌ঠো পরিবণ্ণয়ী সুচিং
সমাধিমানন্তরিকঞ্ঞমাহু।
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্জতি,
ইদম্পি ধম্মে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥

৬। যে পুগ্‌গলা অট্‌ঠসতং পসত্থা,
চত্তারি এতানি যুগানি হোন্তি।
তে দক্খিণেয্যা সুগতস্স সাবকা,
এতেসু দিন্নানি মহপ্ফলানি।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥

৭। যে সুপ্পযুত্তা মনসা দল্‌হেন,
নিক্কামিনো গোতম সাসনম্হি।
তে পত্তিপত্তা অমতংবিগয্হ,
লদ্ধা মুধা নিব্বুতিং ভুঞ্জমানা।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥

৮। যথিন্দখীলো পঠবিং সিতো সিয়া;
চতুব্ভি বাতেভি অসম্পকম্পিযো।
তথূপমং সপ্পুরিসং বদামি,
যো অরিয়সচ্চানি অবেচ্চ পস্সতি।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

৯। যে অরিয়সচ্চানি বিভাবযন্তি,
গম্ভীরপঞ্ঞেন সুদেসিতানি।
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসপ্পমত্তা,
ন তে ভবং অট্ঠমমাদিযন্তি।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

১০। সহাবস্স দস্সনসম্পদায,
তযস্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি।
সক্কাযদিট্ঠি বিচিকিচ্ছিতঞ্চ,
সীলব্বতং বাপি যদত্থি কিঞ্চি।
চতূহপাযেহি চ বিপ্পমুত্তো,
ছচাভিট্ঠানানি অভব্বো কাতুং।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

১১। কিঞ্চাপি সো কম্মং করোতি পাপকং,
কাযেন বাচা উদ চেতসা বা।
অভব্বো সো তস্স পটিচ্ছদায়,
অভব্বতা দিট্ঠপদস্স বুত্তা।
ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

১২। বনপ্পগুম্বে যথা ফুস্সিতগ্গে
গিম্হানমাসে পঠযস্মিং গিম্হে।
তথূপমং ধম্মবরং অদেসয়ী,
নিব্বাণগামিং পরমং হিতায।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং প্রণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

১৩। বরো বরঞ্ঞূ বরদো বরাহরো,
অনুত্তরো ধম্মবরং অদেসযি।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

১৪। খীণং পুরাণং নবং নত্থি সম্ভবং
বিরত্তচিত্তা আয়তিকে ভবস্মিং।
তে খীণবীজা অবিরূল্হিছন্দা
নিব্বন্তি ধীরা যথাযং পদীপো।

ইদম্পি সংঘে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু ॥

১৫। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্সপূজিতং,
বুদ্ধং নমস্সাম সুবত্থি হোতু ॥

১৬। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্সপূজিতং
ধম্মং নমস্সাম সুবত্থি হোতু ॥

১৭। যানীধ ভূতানি সমাগতানি,
ভুম্মানি বা যানি ব অন্তলিক্খে।
তথাগতং দেবমনুস্সপূজিতং
সংঘং নমস্সাম সুবত্থি হোতু ॥

রতনসুত্তং নিট্ঠিতং।

সান্বয়ার্থ।

১। (ইধ)এইস্থানে(সমাগতানি)সমবেত,সমাগত (ভুম্মানি)ভূমিবাসী[এই শব্দ ভূমি হইতে তুষিতদেব-লোক পর্য্যন্ত ভূমি,তরু,লতা ও পর্ব্বতাশ্রিতা দেবতা বাচক](যানি ভূতানি) যে সকল ভূত (অন্তলিক্খে বা)

অথবা অন্তরীক্ষে [যাম্য দেবলোক হইতে যাবৎ অকনিষ্ঠ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গগনস্থ বিমানবাসিনী দেবতা বাচক](সন্তি) আছে,(তে সব্বে এব ভূতা) সেই সকল ভূতই (সুমনা) সুখিতমনা, প্রীতমন (ভবন্তু) হউক। (অথোপি)অথচ(ভাসিতং)[সাংসারিক ও পারমার্থিক সুখজনক]বুদ্ধ-বাক্য(সক্কচ্চং)[বিন্দু বিসর্গ বাদ না দিয়া মনোযোগের সহিত, ভক্তির সহিত] (সুণন্তু) শ্রবণ করুন।

২। (তস্মাহি) [যেহেতু তোমরা ধর্ম্ম শ্রবণার্থ তাদৃশ বিমানাদি ছাড়িয়া এখানে সমবেত হইয়াছ] অতএব (ভূতা) ভূতগণ (নিসামেথ) মনোযোগের সহিত শুন [ভগবান্ বুদ্ধদেব এই কথা বলিয়া উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন] (সব্বে)সকলে (মানুসিয়া পজায়) [রোগ, দুর্ভিক্ষ ও অমনুষ্য প্রপীড়িত] মানবজাতিকে (মেত্তং করোথ) [অহিত দূর করতঃ, হিতকর] দয়া কর। (যে মনুস্সা) যে সকল মনুষ্য (দিবা চ রত্তো চ) দিবারাত্রি (বলিং হরন্তি) পূজা করিতেছে[বলি বা পূজা—দিবাবলি ও রাত্রিবলি ভেদে দুই প্রকার—মৃত্তিকা বা দারুময় যে কোন প্রকার দেব প্রতিমা তৈয়ার করিয়া দেবোদ্দেশে

পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করার নাম দিবাবলি; ধূপ, দীপ ও পুষ্প মালাদি দ্বারা ত্রিরত্নকে পূজা করতঃ সমস্ত রাত্রি ধর্ম্ম উপদেশ পাঠ করাইয়া, সেই পুণ্য দেবতাকে দান করা ও অনুমোদন করানের নাম রাত্রি বলি]। (তস্মাহি)অতএব[তাদৃশ দ্বিবিধ পূজা করিতেছে বলিয়া, কৃতজ্ঞতাবশে](অপ্পমত্তা) অপ্রমত্তভূত তোমরা[সতর্ক হইয়া](নে)তাহাদিগকে(রক্খথ)[অহিত দূর ও হিত সংবিধান করিয়া] রক্ষা কর।

৩। (ইধ)ইহ মনুষ্যলোকে(হুরংবা)অথবা [নাগসুপর্ণাদি ভবনে] পরলোকে(যংকিঞ্চি) যে কোনরূপ (বিত্তং) [মনস্তুষ্টিকর] ধন (সন্তি)আছে (সগ্গেসু বা) [কামাবচর,রূপাবচর] স্বর্গরাজীতেই বা (যং পণীতং রতনং সন্তি) যে পরম রত্ন আছে,[তদুভয়ও] (তথাগতেন) তথাগত(সত্যজ্ঞ)বুদ্ধের (সমং) সমান (ন নো অত্থি)নহে। (বুদ্ধে)বুদ্ধে(ইদং রতনং পি)এই পরমরত্ন ভাব ও (পণীতং) প্রণীত, শ্রেষ্ঠ (এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু) এই সত্যের দ্বারা শুভ হউক।

৪। (সমাহিতো) [আর্য্য-মার্গীয় সমাধি দ্বারা] সমাহিত চিত্ত(সক্যমুনি)শাক্যমুনি (খযং)[কাম ক্ষয়ের কারণ] ক্ষয়, (বিরাগং) [আলম্বন ও সংযোগাদি

আসক্তি হইতে বিমুক্ত] বিরাগ, (অমতং) অমৃত [যেখানে জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-নাই, নির্ব্বাণ](পণীতং প্রণীত [পরম, অনল্প] (যং নিব্বানং) যেই নির্ব্বাণ [ধর্ম্ম] (অজ্ঝগা) [অন্যের উপদেশ ব্যতীত] বুঝিয়াছেন (তেন ধম্মেন সমং) সেই ধর্ম্মের সমান (কিঞ্চি) কিছু (ন অত্থি) নাই। (ধম্মে) ধর্ম্মে(ইদং পি রতনং) এইরত্নভাবও (পণীতং) প্রণীত, শ্রেষ্ঠ। (পূর্ব্ববৎ)।

৫। (বুদ্ধসেট্ঠো) [অনুবুদ্ধ ও প্রত্যেকবুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব হেতু অতি প্রশংসনীয় সম্যক্‌সম্বুদ্ধ]বুদ্ধশ্রেষ্ঠ (সুচিং) [স্বচিত্তক্ষেত্রে উৎপন্ন কামাদি মল সমুচ্ছেদ করতঃ নির্ম্মল বশতঃ]শুচি(যং)যেই আর্য্য-মার্গ(পরিবণ্ণায়ি)প্রশংসা করিয়াছেন (যং)যাহা[যেই মার্গ-ধর্ম্ম] (আনন্তরিকং)আনন্তরিক [অনন্তরে,অব্যবধানে ফলপ্রদ](সমাধিং) সমাধি [বলিয়া](আহু) [বুদ্ধাদি আর্য্যগণ]বলেন(তেন সমাধিনা সমো)সেই সমাধির সমান (অঞ্ঞো) অন্য রূপাবচর সমাধি (ন বিজ্জতি) বিদ্যমান নাই। (ধম্মে) ধর্ম্মে (ইদং রতনং পি) এই রত্নভাবও(পণীতং)প্রণীত, শ্রেষ্ঠ। (পূর্ব্ববৎ)।

৬। (যে অট্ঠ পুগ্গলা) যেই আট প্রকার আর্য্যপুরুষ(সতং)বুদ্ধ,প্রত্যেকবুদ্ধ, বুদ্ধ-শিষ্য আর্য্য-শ্রাবক

ও তদবশেষ সাধুগণেরদ্বারা(পসত্থা)প্রশংসিত[অথবা (যে সত্তা অঠ্‌ঠসতং) যাঁহারা অষ্টোত্তর শত সংখ্যা পরিমিত। কিরূপে? স্রোতাপন্ন তিন প্রকার, সকৃদাগামী চব্বিশ প্রকার, অনাগামী পঁচিশ প্রকার ও অর্হৎ দুই প্রকার,মোট চুয়ান্ন প্রকার,তাহা আবার শ্রদ্ধাধুর ও প্রজ্ঞাধুর বশে দুই প্রকার,সুতরাং চুয়ান্ন দুইগুণে একশত আট প্রকার](এতানি)ইহাঁরা(চত্তারি যুগানি)চারিযোড়া (হোন্তি) হন [চারি যোড়া যথা, স্রোতাপত্তিমার্গস্থ, স্রোতাপত্তিফলস্থ, সকৃদাগামী-মার্গস্থ, ও সকৃদাগামীফলস্থ, অর্হৎ মার্গস্থ ও অর্হৎ-ফলস্থ,এই অষ্টপুরুষ বা চারিযোড়া]। (তে)তাঁহারা (দক্খিণেয্যা) দান দক্ষিণার যোগ্য [পরিধানের জন্য কষায় বর্ণ চীবর,ভোজনের জন্য পাক করা অন্ন,থাকি-বার জন্য বিহার ও শয়নের উপাদানাদি ও রোগের মহৌষধ ইত্যাদি দান-দক্ষিণা পাইবার যোগ্য পাত্র] ও(সুগতস্স সাবকা)সুগতের শ্রাবক[নির্ব্বাণগত সুগত বুদ্ধের ধর্ম্ম-শ্রোতা,শিষ্য],(এতেসু দিন্নানি)ইহাঁদিগকে প্রদত্ত দানই (মহপ্ফলানি) [দান-গ্রাহকের পবিত্রতা নিবন্ধন]মহাফলদায়ী। (তস্মা)তদ্ধেতু(সংঘে)সংঘে(ইদংপি)এই রত্নভাব'ও(পণীতং)শ্রেষ্ঠ। (পূর্ব্ববৎ)।

৭। (যে)যেই [অর্হৎগণ](দল্হেন মনসা) [অচল সমাধি হেতু]দৃঢ়মনে(সুপ্পযুত্তা) [সুপরিশুদ্ধ কায় বাক্ প্রয়োগে] সুচারুরূপে আসক্ত (গোতমসাসনম্হি) গৌতম বুদ্ধের শাসনে(নিক্কামিনো)প্রজ্ঞাপ্রধানবীর্য্যে সমস্ত ক্লেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত (অমতং বিগয্হ) অমৃত নির্ব্বাণ জলধিতে অবগাহন করিয়া (মুধা)বিনামূল্যে (লদ্ধা) লব্ধ (নিব্বুতিং)নির্ব্বাণ-সুখ (ভুঞ্জমানা) ভোগ করিতেছেন। (তে) তাঁহারা (পত্তি) প্রাপ্তি [পাইবার জিনিষ নির্ব্বাণ](পত্তা)প্রাপ্ত হইয়াছেন] (সংঘে) সংঘে (ইদং রতনং পি) এই রত্ন ভাবও (পণীতং) শ্রেষ্ঠ। (পূর্ব্ববৎ)।

৮। (ইন্দখীলো) [৭।৮ হাত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে প্রোথিত সার দারুময়] নগরদ্বারস্থ স্তম্ভ, (পঠবিংসিতো) যাহা পৃথিবী আশ্রিত, (চতুব্ভি বাতেভি) চারিদিগের বাতাসের দ্বারা (যথা) যেমন (অসংপকম্পিযো)অকম্পিত,(সিয়া)আছে,(যো) যিনি [যেই স্রোতাপন্ন](অরিয়সচ্চানি)[দুঃখ,দুঃখের কারণ, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের পথএই]চারি আর্য্য মহাসত্য (অবেচ্চ) নিত্য (পস্সতি) প্রজ্ঞাচক্ষে দর্শন করেন, (তং সপ্পুরিসং) সেই সৎপুরুষকে (তথূপম

তদুপমেয় [কুদৃষ্টি বাতাসে অটল বলিয়া ইন্দ্রখীল সদৃশ](বদামি) বলিতেছি। (সংঘে)সংঘ মধ্যে (ইদং রতনং পি)এই রত্ন ও (পণীতং)প্রণীত। (পূর্ব্ববৎ)।

৯। (যে)যাঁহারা [যে সকল স্রোতাপন্ন](গম্ভীর-পঞ্ঞেন)গভীর প্রজ্ঞাশালী [বুদ্ধ]কর্ত্তৃক (সুদেসিতানি) সুচারুরূপে সুন্দররূপে আখ্যাত(অরিয়সচ্চানি)চারি আর্য্য মহাসত্য(বিভাবয়ন্তি)[সুন্দররূপে মার্গ-জ্ঞানা-লোকে] বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন। (তে) তাঁহারা (কিঞ্চাপি)যদিও বা(ভুসং)ভৃশ,অত্যন্ত(পমত্তা)প্রমত্ত, অসাবধান(হোন্তি)হন [অর্থাৎ দিব্যরাজ্য বা চক্রবর্ত্তী রাজ্য-সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা বিধায় ধর্ম্ম-সাধনে অসাবধান হন],(অঠ্‌ঠমং ভবং)[কামাবচর লোকে] [তথাপি]অষ্টম জন্ম(আদিযন্তি ন)গ্রহণ করেন না[অর্থাৎ সপ্তম জন্মেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন]। (সংঘে) সংঘমধ্যে (ইদংপি রতনং)এই রত্নও(পণীতং)শ্রেষ্ঠ। (পূর্ব্ববৎ)।

১০। (অস্স) ইহাঁর [এই স্রোতাপন্নের] (দস্সন-সম্পদায সহ এব)দর্শন-সম্পদা বা স্রোতাপত্তিমার্গ প্রাপ্তির জ্ঞানাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই (সক্কাযদিট্‌ঠি) সৎকায়দৃষ্টি [বর্ত্তমান রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ বিশিষ্ট কায়ই যে সৎ ও সার এই জ্ঞান],(বিচিকিচ্ছতঞ্চ)[ক্লেশরূপ

ব্যাধি উপশমকারী প্রজ্ঞার অভাব হেতু, বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ কিনা, ধর্ম্ম সু-আখ্যাত সদ্ধর্ম্ম কিনা ও সংঘ সুপথাদি নির্ব্বাণ-পথে উপনীত কিনা, ত্রিরত্নের প্রতি এই যে]সন্দেহ (সীলব্বতংবাপি যদত্থি কিঞ্চি) অথবা যে কোন প্রকার শীলব্রত [অর্থাৎ পঞ্চশীলাদি ছাড়িয়া গো-ব্রত,অজ-ব্রত ইত্যাদি গ্রহণ বা ত্রিরত্ন-ছাড়া অপরাপর দেবতাদি পূজা করা] (তঞ্চ) তাহা [সেই যে](তয়ো ধম্মা)উক্ত তিন প্রকার ধর্ম্ম বা বিষয় (জহিতা) দূরীকৃত, পরিত্যক্ত (ভবন্তি) হয়। [(তযস্সু ধম্মা)পদের মধ্যে(তয়ো অস্স ধম্মা)সন্ধি বিচ্ছেদ করিলে, (অস্স) শব্দের কোন অর্থ নাই এইটী পদপূরক অব্যয় মাত্র] (চতুহপাযেহিচ—চতুহি অপাযেহি চ)[অবীচি নরক, তীর্য্যকযোনি, প্রেত যোনি ও অসুরযোনি] এই] চতুর্ব্বিধ নরক হইতে (বিপ্পমুত্তো) বিপ্রমুক্ত [বিশেষরূপে, প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত] (ছচাভিঠ্ঠানানি) ও [মাতৃ-হত্যা, পিতৃ হত্যা, অর্হৎ-হত্যা, বুদ্ধের পাদে রক্তপাত, অন্য ধর্ম্মগ্রহণ ও সংঘ-ভেদ এই] ছয় প্রকার মহাপাপ (কাতুং)করিতে(অভব্বো)অভব্য, অযোগ্য। (সংঘে) সংঘমধ্যে (ইদং পি রতনং) এই রত্ন ভাব ও (পণীতং) শ্রেষ্ঠ। (পূর্ব্ববৎ)।

১১। (সো) তিনি [সেই স্রোতাপন্ন] (কিঞ্চাপি) যদিও বা [ভ্রমবশতঃ] সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অনুপসম্পন্নের সহিত এক [ছাদের মধ্যে শয়ন ইত্যাদি সহ-শয্যা] কার্য্যে (উদ) বা (বাচা) [অনুপসম্পন্নকে মুখেং পদে ২ধর্ম্ম-শিক্ষা]বাক্যে বা(চেতসা)[স্বর্ণ রৌপ্যাদি ব্যবহারও ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্যে]মনে(যং পাপকং কম্মং) যেই পাপ কর্ম্ম(করোতি)করেন (সো) তিনি[সেই স্রোতাপন্ন] (তং)তাহা[সেই পাপ](পটিচ্ছদায়)প্রতিচ্ছন্ন বা গোপন করিতে(অভব্বো)অযোগ্য [পারেন না]। [(কস্মা) কেননা,(বুদ্ধেহি) বুদ্ধগণ কর্ত্তৃক (দিট্ঠপদস্স) দৃষ্টপদের [যিনি পদ অর্থাৎ নির্ব্বাণের পথ দর্শন করিয়াছেন,তাঁহার বা স্রোতাপন্নের](অভব্বতা) [পাপগোপনে] অয়োগ্যতা(বুত্তা) ["সেয্যথাপি ভিক্খবে দহরো কুমারো মন্দো উত্তান সেয্যকো হত্থেন বা পাদেন বা অঙ্গারং অক্কামিত্বা খিপ্পমেব পটিসংহরতি এবমেব খো ভিক্খবে ধম্মতা এসা দিট্ঠি সম্পন্নস্স পুগ্গলস্স কিঞ্চাপি তথারূপিং আপত্তিং আপজ্জতি, যথারূপায আপত্তিয়া বুট্ঠানং পঞ্ঞায়তি,অথ খো তং খিপ্পমেব সত্থরি বা বিঞ্ঞূসু বা সব্রহ্মচারীসু দেসেতি বিবরতি উত্তানি করোতি ;

দেসেত্বা আয়তিং সংবরং আপজ্জতি"ইত্যাদি] উক্ত হইয়াছে। (সংঘে) সংঘ মধ্যে(ইদং পি রতনং)এই রত্নও(পণীতং)শ্রেষ্ঠ। (পূর্ব্ববৎ)।

১২। (বনপ্পগুম্বে)বন-প্রগুল্মে[ঝাড় জঙ্গলে বা পুষ্পকুঞ্জে] (গিম্হানং) [ফাল্গুন,চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই চারি মাসযুক্ত]গ্রীষ্মের (পঠমস্মিং গিম্হে মাসে) প্রথম গ্রীষ্ম মাসে [অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র-যুক্ত বসন্ত ঋতুতে(ফুস্সিতগ্গে[বৃক্ষের] পুষ্পিতাগ্রে(যথা) যেমন [(সোভতি)শোভাপায়], (তথূপমং) [স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু,ইন্দ্রিয়,বল,বোধ্যঙ্গাদি নানা প্রকার অর্থ-কুসুম-শোভিতাগ্র]তদুপমেয়(নিব্বানগামিং)[নির্ব্বাণপ্রাপ্তি, প্রতিপত্তি ও প্রকাশক]নির্ব্বাণগামী[যদ্দ্বারা নির্ব্বাণে গমন করা যায়,নির্ব্বাণ-গমনের পথস্বরূপ] (ধম্মবরং) ধর্ম্মবর,[পরম ধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠধর্ম্ম] (পরমং হিতায়)পরম হিতের জন্য[নির্ব্বাণার্থে](অদেসয়ি)[ভগবান্ বুদ্ধদেব] উপদেশ দিয়াছেন। (বুদ্ধে) বুদ্ধে (ইদং পি রতনং) এই রত্নও (পণীতং) শ্রেষ্ঠ। (পূর্ব্ববৎ)।

১৩। (বরো)[যিনি বর, যিনি বিনা গুরূপদেশে আত্ম-বলে চারি সত্য বুঝিয়াছেন ও সেই সত্য জগতের জীবগণকে বুঝাইয়াছেন,যিনি অনুত্তর গুরু,সর্ব্বোপরি

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী] বর, (বরঞ্ঞূ) [যিনি পরম নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম, যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, যে নির্ব্বাণের জন্য তিনি বোধি-পর্য্যঙ্কে সসৈন্য ক্লেশ-মার ও দেবপুত্র-মারাদি জয় করিয়া আচার্য্যের উপদেশ বিনা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম চারি মহাসত্য বুঝিয়াছেন বলিয়া] বরজ্ঞ, (বরদো) [যিনি উক্ত নির্ব্বাণপ্রদ চারি মহাসত্যরূপ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জগৎবাসী জীবগণকে দান করেন বলিয়া] বরদ, (বরাহরো) [যিনি সর্ব্বোত্তম নির্ব্বাণের মার্গ ও ফল আহরণ করিয়াছেন বলিয়া] বরাহরণকারী, (অনুত্তরো) [লোকোত্তর ঐশীশক্তি-সম্পন্ন গণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ] অনুত্তর, যাঁহার উপরে কেহই নাই, (ধম্ম-বরং) [সু-আখ্যাতাদি গুণ-বিভূষিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম] ধর্ম্ম-বর (অদেসযী) উপদেশ দিয়াছেন। (বুদ্ধে) বুদ্ধে (ইদং পি রতনং) এই রত্নভাবও (পণীতং) শ্রেষ্ঠ। (পূর্ব্ববৎ)।

১৪। (যেসং) যাঁহাদের, [যে সকল ক্ষীণাশ্রব ভিক্ষুদিগের] (পুরাণং) পুরাতন [কুশলকর্ম্ম] (খীণং) ক্ষীণ [তৃষ্ণা ও স্নেহ অর্হৎ-মার্গ-জ্ঞান দ্বারা শোষিত ও অগ্নিদগ্ধ বীজের ন্যায় ভাবী অঙ্কুর উৎপাদনে বা ফল প্রদানে অসমর্থ] ক্ষয় হইয়াছে; (নবং) [বুদ্ধ পূজাদি বশতঃ প্রবর্ত্তিত কর্ম্মাদিতেও] বর্ত্তমান কর্ম্ম,

বা নূতন কুশলকর্ম্ম (সম্ভবং নত্থি) [তৃষ্ণা প্রহীন হেতু ছিন্নমূল তরুর পুষ্পের ন্যায় ভাবী ফল দান করিতে অসমর্থ] সম্ভব বা ফল নাই। (যে) যাঁহারা [যেই অর্হৎগণ](আয়তিকে ভবস্মিং) ভবিষ্যৎ জন্মে(বিরত্ত-চিত্তো) [ভব-তৃষ্ণাবিহীন হেতু] বিরক্ত-চিত্ত (তে) তাঁহারা (খীণবীজা) ["কম্মং খেত্তং বিঞ্ঞাণং বীজং" ইত্যাদি সূত্রোক্ত প্রতি-সন্ধি [জন্ম] বিজ্ঞানবীজ, কর্ম্ম-ক্ষয়কর জ্ঞানের দ্বারা বিনাশ করিয়া] ক্ষীণ-বীজ (অবিরুল্হিছন্দা) অবৃদ্ধিছন্দঃ [যাহাদের ছন্দঃ বা পুনরুৎপত্তির অভিলাষ, অর্হৎ-মার্গ-জ্ঞান দ্বারা নাশ হওয়াতে পুনঃ বৃদ্ধি হয় না অর্থাৎ পুনর্জন্মের অভি-লাষ রহিত] (তে ধীরা) ঐ সকল ধীর ব্যক্তি (অযং এই * (পদীপো) প্রদীপ (যথা) যেমন [(নিব্বাতি নির্ব্বাণ হয়](তথা)সেইরূপ (নিব্বাতি) নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। (সংঘে)সংঘ মধ্যে(ইদং পি রতনং)এই রত্ন (পণীতং) প্রণীত, শ্রেষ্ঠ। (পূর্ব্ববৎ)।

---

* এই পরিত্র উপদেশ দেওয়ার সময় নগর-রক্ষক দেবতা প্রদীপ জ্বালাইয়া ভগবানকে পূজা করিয়াছিলেন, ক্রমাগ প্রদীপ গুলি তৈল বিহীনে নিবিয়া যাইতেছিল, তৎপ্রতি ল করিয়া ভগবান্ "অযং পদীপো" এই প্রকার বলিয়াছিলেন।

এইরূপে ত্রিরত্নের গুণ কীর্ত্তন দ্বারা উপদেশ ও সত্য-ক্রিয়া করাতে রাজকুলের শুভ হইল ও সেই সাথে সমস্ত উপদ্রব দূরীকৃত হইল। এই সমস্ত ধর্ম্ম-কথা শুনিয়া চৌরাশী হাজার প্রাণীর ধর্ম্মে মতি হইল। তদ্দর্শনে দেব রাজ শক্র উঠিয়া ত্রিরত্নের গুণানুস্মরণ করতঃ নিম্নোক্ত গাথা তিনটী পাঠ করিলেন।

১৫। (ইধ) এইখানে (সমাগতানি) সমাগত, সমবেত (ভুম্মানি বা) ভূতলবাসী (যানি ভূতানি) যে সকল অমনুষ্যাদি ভূতাত্মা (অন্তলিক্খে বা)অন্তরীক্ষ-বাসী বা (যানি) যে সকল [অমনুষ্যাদি ভূতাত্মা] [(তে মযং)সেই আমরা] (তথাগতং) ["তথা আগ-তোতি তথাগতো"] তথাগত, সত্যজ্ঞ (দেবমনুস্স পূজিতং) [পুষ্পগন্ধাদি বাহ্যোপকরণ ও আধ্যাত্মিক ধর্ম্মানুধর্ম্মাচরণ দ্বারা] দেবতা মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত (বুদ্ধং) বুদ্ধকে (নমস্সাম) নমস্কার করিব। (সুবত্থি হোতু) শুভ হউক।

১৬। উক্ত ১৫শ গাথার ন্যায়,বিশেষের মধ্যে ধম্মং) ধর্ম্মকে, তদ্ভিন্ন, আর সকল সমান।

১৭। (সংঘং) সংঘকে এই মাত্র বিশেষ,আর মস্ত ১৫শ গাথার ন্যায়।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। ভূমি ও বিমানচর যে সকল ভূত এইখানে সমবেত আছ, সকলেই সুমনাঃ হও, অথচ ঐহিক পারত্রিক সুখজনক বুদ্ধ-বাক্য মনোযোগ দিয়া ভক্তির সহিত শ্রবণ কর।

২। (তোমরা ধর্ম্ম শুনিবার জন্য বিমানাদি ছাড়িয়া এইখানে সমবেত হইয়াছ) অতএব, ভূতগণ! মনোযোগের সহিত শুন। (ভগবান্ এই কথা বলিয়া উপদেশ দিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন), সকলে (রোগ দুর্ভিক্ষ ও অমনুষ্য প্রপীড়িত) মানবগণকে (অহিত দূর করতঃ) দয়া কর। যে সকল মনুষ্য দিবানিশি পূজা করিতেছে, এই হেতু (সকৃতজ্ঞমনে) তোমরা সতর্ক হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর।

৩। ইহ-পরলোকে (নাগ-নরলোকে) যে কিছু বিত্ত ও স্বর্গরাজীতেই বা যে কিছু পরম রত্ন আছে, এতদুভয়ও তথাগত সত্যজ্ঞ বুদ্ধের সমান নহে। বুদ্ধে এই পরম রত্ন ভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

৪। (আর্য্য-মার্গ-সমাধি-যোগে) সমাহিত-চিত্ত শাক্য মুনি, যেই ক্ষয়, বিরাগ, অমৃত ও পরম নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম (বিন গুরূপদেশে) বুঝিয়াছেন। তাহার সমান আর অন্য কো ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

৫। বুদ্ধ-শ্রেষ্ঠ(শাক্য-সিংহ)যেই শুচির প্রশংসা করিয়াছেন,যাহা(যেই মার্গ-ধর্ম্ম)আনন্তর্য্য-সমাধি বলিয়া কথিত। তাহার সমান আর কোন রূপাবচর-সমাধি নাই। ধর্ম্মে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

৬। যেই অষ্ট পুদ্গল,সাধু-প্রশংসিত ; উহাঁরা চারি যুগ্ম ; তাঁহারা দক্ষিণীয় ও সুগত-শ্রাবক ; ইহাঁদের প্রতি প্রদত্ত-দানই (পাত্রের পবিত্রতা হেতু) মহাফলদায়ী। (তদ্ধেতু) সংঘে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

৭। যাঁহারা(যে সকল অর্হৎভিক্ষুগণ)দৃঢ়মনে গৌতম শাসনে আসক্ত, (প্রজ্ঞা-প্রধান-বীর্য্যে সকল ক্লেশের হস্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত)নিষ্কাম ও অমৃতে অবগাহন করিয়া বিনা মূল্যে লব্ধ নির্ব্বাণ-সুখ ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা প্রাপ্তি (নির্ব্বাণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন। সংঘে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

৮। ভূমিতলে দৃঢ় প্রোথিত ইন্দ্রখীল (নগরদ্বারস্থ-স্তম্ভ) যেমন চতুর্দ্দিগের বাতাসের দ্বারাও কম্পিত হয় না। যিনি(যেই স্রোতাপন্ন)নিত্য,প্রজ্ঞা-নয়নে(দুঃখ,দুঃখের-কারণ,দুঃখ-নিরোধও দুঃখ-নিরোধের পথ এই)চারি মহা-সত্য দর্শন করেন, সেই সৎ-পুরুষকেও আমি তদুপমেয় বলি। সংঘে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

৯। যাঁহারা(যে সকল স্রোতাপন্ন) গভীরপ্রজ্ঞ বুদ্ধ-সুদেশিত চতুরার্য্য-মহাসত্য (মার্গ-জ্ঞানালোকে) সুচারু-রূপে বুঝিয়াছেন, তাঁহারা, যদিও বা (দিব্য-সুখে বা চক্রবর্ত্তী-সুখে) অত্যন্ত প্রমত্ত হন, তথাপি (কামাবচর-লোকে) অষ্টম জন্ম গ্রহণ করেন না (অর্থাৎ সপ্তম জন্মে নিশ্চয়ই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন)। সংঘে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

১০। ইহাঁর (এই স্রোতাপন্নের) সত্যবোধের সঙ্গে সঙ্গেই সৎকায়দৃষ্টি, সংশয় ও(অপর কোন রকমের)শীল-ব্রত এই যে তিনটী অধর্ম্ম দূরীকৃত হয়। তিনি(অবীচি, তীর্য্যকযোনি, প্রেতযোনি ও অসুরযোনি এই) চতুর্ব্বিধ নরক-বিমুক্ত ও(মাতৃ-হত্যা,পিতৃ-হত্যা, অর্হৎ-হত্যা,বুদ্ধের পাদে রক্তপাত, অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ ও সংঘ-ভেদ এই) ছয় প্রকার অভিস্থান(নামক মহাপাপ কর্ম্ম)সম্পাদনে অসমর্থ। সংঘে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

১১। তিনি(সেই স্রোতাপন্ন) যদিও বা (ভ্রমবশতঃ) কায় মনোবাক্যে কোন পাপ করিয়া থাকেন,কিন্তু তাহা গোপন করিতে পারেন না। (কেন না, বুদ্ধ কর্ত্তৃক) দৃষ্ট পদের (স্রোতাপন্নের) পাপ-গোপনে অসম্ভাবিতা উক্ত হইয়াছে। সংঘে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

১২। গ্রীষ্মের প্রথম-গ্রীষ্মমাসে(বসন্তকালে)বনপ্রগুল্মে

(কুঞ্জবনে) সুপুষ্পিত শাখাগ্রে যেমন শোভা পায়, তদুপমেয় (স্কন্ধ আয়তনাদি অর্থ-কুসুম-পরিশোভিতাগ্র) ধর্ম্মবর পরম হিতের জন্য (নির্ব্বাণার্থে) যিনি (যেই ভগবান্ বুদ্ধদেব) উপদেশ দিয়াছেন। বুদ্ধে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

১৩। যিনি শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠজ্ঞ, শ্রেষ্ঠদাতা ও শ্রেষ্ঠ আহরণকারী, যিনি অনুত্তর ও শ্রেষ্ঠধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন। বুদ্ধে এই পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

১৪। যাঁহাদের (যে সকল ক্ষীণাশ্রব অর্হৎ ভিক্ষুগণের) পুরাতন (কুশলকর্ম্ম, মার্গ-জ্ঞান দ্বারা তৃষ্ণাও স্নেহ শোষিত হওয়াতে, বহ্নিদগ্ধ-বীজের ন্যায় ভাবীফল-প্রদানে অসমর্থ) ক্ষীণ, নূতন ও (বুদ্ধাদি পূজন হেতু বর্ত্তমান কুশলকর্ম্মও) তৃষ্ণাক্ষয় হওয়াতে ছিন্নমূল তরুর পুষ্পের ন্যায় ভাবী ফল উৎপাদনে অসমর্থ, অসম্ভব; যাঁহারা (ভব-তৃষ্ণা-বিহীন হওয়াতে) পুনর্জ্জন্মে বিরক্তচিত্ত; তাঁহারা কর্ম্মক্ষয়-জ্ঞানে, (জন্ম-বিজ্ঞান-বীজ বিনাশ করিয়া) ক্ষীণ-বীজ, (যাঁহাদের পুনর্জ্জন্মের অভিলাষ, অর্হৎ-মার্গ-জ্ঞানে নাশ হওয়াতে পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হয় না বলিয়া) অবৃদ্ধিছন্দঃ; ঐ সকল ধীর ব্যক্তি, এই প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সংঘে পরম রত্নভাবও শ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

১৫। (ইন্দ্র বলিলেন)। ভূচর ও বিমানচর যে সকল ভূতাত্মা এইখানে সমবেত আছ, (চল, আমরা সকলে) দেব-

মনুষ্য-পূজিত তথাগত বুদ্ধকে নমস্কার করিব। তাহাতে শুভ হউক। (১৬শ ও ১৭শ গাথা দুইটী ঠিক্ ১৫শ গাথার ন্যায় বিশেষের মধ্যে ১৫শ গাথার "বুদ্ধকে" শব্দ স্থানে, ১৬শ গাথায় "ধর্ম্মকে" ও ১৭শ গাথায় "সংঘকে" হইবে)।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। ভূ-চর বিমান-চর ভূত নানামত।
তাহাদের যে যে ভূত হেথা সমাগত॥
প্রীতমন ভূতগণ হও সর্ব্বজন।
ভকতিতে শুন বুদ্ধ-ভাষিত বচন॥

২। (বিমানাদি যে কারণে ছেড়ে ভূতগণ।
এসেছ হেথায় ধর্ম্ম করিতে শ্রবণ)॥
তাই মনোযোগ দিয়া শুন ভূতগণ!।
নরগণ প্রতি দয়া কর অনুক্ষণ॥
দিবারাত্রি সদা যারা করিছে পূজন।
সতর্কে তা'দিগে তাই কর হে রক্ষণ॥

৩। ইহলোকে পরলোকে যেবা কিছু ধন।
স্বরগ রাজিতে যেই পরম রতন॥
তথাগত সত্যজ্ঞাত বুদ্ধের সমান।
কোন রত্ন হেন আর নাহি বিদ্যমান॥
রতন ভাব এ' বুদ্ধে পরম কেবল।
এ' সত্য বচনে হোক সবার কুশল॥

৪। অমৃত, বিরাগ, ক্ষয় নির্ব্বাণ-ধরম।
সমাহিত শাক্য-মুনি বুঝেছে মরম॥
সে হেন ধরম সহ ধরম যে আর।
সমান নাহিক এই ত্রিভব মাঝার॥
ধরমে পরম এই রতন কেবল।
এ' সত্য বচনে হৌক সবার কুশল॥

৫। বুদ্ধ-শ্রেষ্ঠ যেই শুচি করে প্রশংসন।
অবিরাম সমাধি যা' করিলা বর্ণন॥
সে হেন সমাধি সহ সমাধি যে আর।
সমান নাহিক এই ত্রিভব মাঝার॥
ধরমে পরম এই রতন কেবল।
এ' সত্য বচনে হৌক সবার কুশল॥

৬। সাধু-প্রশংসিত অষ্ট পুরুষ রতন।
পথ-ফল-ভেদে চারি যুগল গণন॥
সুগতের শিষ্য তাঁরা দানের ভাজন।
মহাফল তাঁহাদিগে করিলে অর্পণ॥
সংঘেতে পরম এই রতন কেবল।
এ' সত্য বচনে হৌক সবার কুশল॥

৭। কামনা-বিহীন যাঁরা, যাঁরা দৃঢ়মনে।
অবিরত নিত্য রত গৌতম শাসনে॥

প্রাপ্তি প্রাপ্ত হ'য়ে তাঁরা অমৃতে মগন।
অমনি নির্ব্বাণ-সুখ ভোগ অনুক্ষণ॥
সংঘেতে পরম এই রতন কেবল।
এ' সত্য বচনে হৌক সবার কুশল॥
৮। ইন্দ্রখীল—থাম যে নগর দরজায়।—
না নড়ে না চরে যথা চতুর্দ্দিক-বায়॥
তদুপম বলি আমি সৎপুরুষগণে।
চারি সত্যে জ্ঞান-নেত্রে হেরে যেইজনে॥
সংঘেতে পরম এই রতন কেবল।
এ' সত্য বচনে হৌক সবার কুশল॥
৯। সুগভীর জ্ঞানী বুদ্ধ দিলা উপদেশ।
চারি আর্য্য মহাসত্য গুণেতে অশেষ॥
দুঃখ, দুঃখ-হেতু যা'তে দুঃখ নিবারণ।
অষ্ট মহাপথ দুঃখ-নির্ব্বাণ-অয়ন॥
যাঁরা স্রোতাপন্ন মার্গ-জ্ঞানের আলোকে।
বুঝেছে সে সত্য চারি হেরি' জ্ঞান-চোকে॥
ত্রিদিব রাজত্ব-সুখে চক্রবর্ত্তী-সুখে।
যদি বা প্রমত্ত তাঁরা রহে স্ব স্ব লোকে॥
কাম-লোকে তবু নাহি জন্মে অষ্টবার।
নির্ব্বাণ সপ্তম জন্মে ছাড়া নাহি আর॥

সংঘেতে পরম এই রতন কেবল।
এ' সত্য বচনে হোক সবার কুশল॥
১০। সত্য-ধন-লভ্য মাত্র অমনি তাঁহার।
ত্রিবিধ অধর্ম্ম এই হয় পরিহার॥
দেহে সার-জ্ঞান আর ত্রিরত্নে সংশয়।
ত্রিরতন, শীল হেলি' পূজা দেবচয়॥
চতুর্ব্বিধ অপায় হইতে তেঁই মুক্ত।
ছয় রূপ মহাপাপে না হয় নিযুক্ত॥
(অবীচি, তীর্য্যকযোনি, প্রেতযোনি আর
অসুরযোনির সহ অপায় এ' চার)॥
মাতৃ-হত্যা, পিতৃ-হত্যা, অর্হৎ-হনন।
বুদ্ধ-পাদ-পদ্ম হ'তে রক্ত নিপাতন॥
গৃহীর সমাজ, ভিক্ষু-সংঘের ভেদন।
বুদ্ধাশ্রয় ত্যজি' অন্য শরণ গ্রহণ॥
এই ছয় মহাপাপে স্রোতাপন্নগণ।
না হন আসক্ত যাহে অবীচি গমন॥
সংঘেতে পরম এই রতন কেবল।
এ' সত্য বচনে হোক সবার কুশল॥
১১। যদি ও বা কোন পাপ করে স্রোতাপন্ন।
কার্য্যে বা বচনে কিংবা চিত্তে কদাচন॥

প্রাণী-হত্যা চুরি-কর্ম্ম আর ব্যভিচার।
গৃহস্থের কার্য্যে পাপ এ'তিন প্রকার॥
মিথ্যা, গালি, ভেদ-বাক্য, বৃথা আলাপনে।
এ চারি প্রকার পাপ গৃহীর বচনে॥
লোভ, হিংসা, নাস্তিকতা,এ' তিন প্রকার।
মানসে গৃহীর হয় চিত্তে পাপাচার॥
অভিক্ষুর সহিত যদ্যপি ভিক্ষুগণ।
এক চাল-তলে রাত্রে করেন শয়ন॥
ত্রিরাত্রি অধিক নিদ্রা সূর্য্য উঠাইয়া।
ভিক্ষুর আপত্তি সহ-শয্যার লাগিয়া॥
ভিক্ষুর কায়িক-পাপ ইত্যাদি এমন।
বাচনিক-পাপ বলি কর হে শ্রবণ॥
অভিক্ষুকে মুখে মুখে ধর্ম্ম-পাঠ দান।
ইত্যাদি বাক্যেতে পাপ বিনয়ে বাখান॥
স্বর্ণ, রৌপ্য-ব্যবহার কিংবা আস্বাদন।
মানসে ভিক্ষুর পাপ ইত্যাদি গণন॥
ভিক্ষু বা গৃহস্থ স্রোতাপন্ন যেইজন।
কায়মনোবাক্যে পাপ করিলে এমন॥
বুদ্ধ কিংবা বুদ্ধ-শিষ্য শ্রাবক-সদন।
অবিলম্বে গিয়া নিজ পাপ-বিবরণ॥

আদ্য অন্ত সমুদয় করিবে স্বীকার।
যে যে ভাবে আপনি করিল পাপাচার ॥
গোপন না করিবেক সে পাপ কখন।
"স্রোতাপন্ন অসমর্থ"—বলে বুদ্ধগণ ॥
সংঘেতে পরম এই রতন কেবল।
এ'সত্য বচনে হৌক সবার কুশল ॥

১২। বনকুঞ্জে পুষ্পপুঞ্জে ফুল্লাগ্রে যেমন।
নিদাঘ-প্রথমমাসে বসন্তে শোভন ॥
স্কন্ধ, আয়তন আদি ভাবের কুসুমে।
ফুল্লাগ্র-ধরমবর ধরম পরমে ॥
পরম হিতের তরে ধরম তেমন।
যাহে মোক্ষগামী ভবে নর অগণন ॥
এমন ধরমবর দিলা উপদেশ।
বরণনে হারে বাণী গুণেতে অশেষ ॥
বুদ্ধেতে রতন এই পরম কেবল।
এ'সত্য বচনে হৌক সবার কুশল ॥

১৩। যিনি বর—জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ জ্ঞানিগণেশ্বর।
বরজ্ঞ—নির্ব্বাণ-ধর্ম্ম-জ্ঞাত, জ্ঞানিবর ॥
বরদ—নির্ব্বাণ-ধর্ম্মবর দেন দান।
বরাহর—নির্ব্বাণের পথে লয়ে যান ॥

ধর্ম্মবর—ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ—দিলা উপদেশ।
অনুত্তর—অনুপম—অনন্ত—অশেষ॥
বুদ্ধেতে রতন এই পরম কেবল।
এ'সত্য বচনে হৌক সবার কুশল॥
১৪। যাঁহাদের পুরাতন কুশল করম।
ফল-দানে অসমর্থ দগ্ধবীজোপম॥
বুদ্ধাদি পূজন-হেতু নূতন করম।
ফলহীন ছিন্ন-মূল-তরু-পুষ্প-সম॥
আশা-বীজ, আশা-মূল অর্হৎ সবার।
অরহত-মার্গানলে দহি ছারখার॥
ভাবী ভবে যাঁদের বিরক্ত সদা মন।
ভাবী-ভব-তৃষা-ক্ষয় করিলা যেজন॥
কর্ম্ম-ক্ষয়-জ্ঞানে নাশ করি ভব-বীজ।
জনম-বিজ্ঞান-বীজ-ক্ষীণে ক্ষীণ-বীজ॥
অহরত-জ্ঞান-মার্গে ভাবী-ভব-ছন্দঃ।
নাহি বাড়ে, নষ্ট হ'য়ে হইয়াছে বন্ধ॥
অই সব অহরত ধীর বুদ্ধিমান।
এই দীপালোক সম হয়েছে নির্ব্বাণ॥
সংঘেতে পরম এই রতন কেবল।
এ'সত্য বচনে হৌক সবার কুশল॥'

[এইরূপে ত্রিরতন গুণ সঙ্কীর্ত্তনে।
সত্য-ক্রিয়া সহ উপদেশ যেই ক্ষণে॥
দিলা নাথ ভগবান্ জগত তারণ।
বৈশালীর সর্ব্ব উপদ্রব ততক্ষণ॥
অন্তর্হিত হ'য়ে হলো পূর্ব্বের আকার।
রোগ, যক্ষ, দুর্ভিক্ষের ভয় নাহি আর॥
বুদ্ধের অপূর্ব্ব ধর্ম্ম করিয়া শ্রবণ।
ত্রিরত্ন অপূর্ব্ব গুণ করিয়া দর্শন॥
চৌরাশী সহস্র জীব ধর্ম্মে দিলা মতি।
অনেকে পাইলা তথা স্বর্গ, মোক্ষ-গতি॥
এমন সময়ে ইন্দ্র—শক্র—দেবরাজে।
ডাকিয়া কহিলা যত দেবের সমাজে]॥
১৫। 'ভূ-চর বিমানচর ভূত নানামত।
তাহাদের যে যে ভূত হেথা সমাগত॥
দেবনর পূজনীয় সম্বুদ্ধে কেবল।
করিব প্রণতি, চল, হউক কুশল॥ *

রত্ন সূত্র সমাপ্ত।

* ১৬, ১৭, ঠিক্ ১৫ গাথার মত, "সম্বুদ্ধে" স্থলে যথাক্রমে "সদ্ধর্ম্মে" ও "সংসংঘে" হইবে মাত্র।

করণীয় মৈত্র-সূত্রের ভূমিকা।

(পালি।)

১। যস্সানুভাবতো যক্খা,নেব দস্সেন্তি ভিংসনং।
যম্হি চেবানুযুঞ্জন্তো, রত্তিন্দিবমতন্দিতো॥
২। সুখং সুপতি সুত্তো চ,পাপং কিঞ্চি ন পস্সতি।
এবমাদি গুণূপেতং, পরিত্তন্তং ভণাম হে॥

সান্বয়ার্থ।—১। (যস্স) যেই পরিত্রের (অনু-ভাবতো) প্রভাবে (যক্খা) যক্ষেরা (ভিংসনং) ভীষণ, ভয় (দস্সেন্তি এব ন) সত্য সত্যই দেখায় না। (যম্হি) যে ভয়ে (অনুযুঞ্জন্তো এব) অনুদ্রুত, বার২ বিরক্ত হইয়াই (রত্তিংদিবং) দিবারাত্রি (অতন্দিতো) অনিদ্রিত[ভিক্ষু](২) (সুখং)সুখে(সুপতি)নিদ্রা যায়, (সুত্তো চ)এবং নিদ্রিত ও(কিঞ্চি পাপং সুপিনং)কোন পাপ-স্বপ্ন (পস্সতি ন) দর্শন করেন না (হে) ওহে [শ্রোতাগণ!](এবং আদি গুণূপেতং)এইরূপ গুণাদি বিশিষ্ট (তং পরিত্তং) সেই [করণীয় মৈত্র] পরিত্রাণ (ভণাম) [আমরা] পাঠ করিতেছি।

গদ্যানুবাদ।—১। যাহার প্রভাবে, যক্ষেরা ভয় দেখাইতেই পারে না; যে ভয়ে উপদ্রুত দিবানিশি অনিদ্রিত [ভিক্ষু], (২) সুখে নিদ্রা যায় এবং নিদ্রিতও কোন পাপ-স্বপ্ন দেখে না; ওহে! [আমরা] ঈদৃশ গুণাদি বিশিষ্ট, সেই (করণীয় মৈত্র) পরিত্রাণ পাঠ করিতেছি।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। যেই মৈত্র-করণীয় পরিত্র-প্রভাবে।
ভয় দেখাইতে যক্ষ নারে কোন ভাবে॥
যে ভয়ে ব্যাকুল-মন পূর্ব্বে ভিক্ষুগণ।
দিবা নিশি অনিদ্রায় করিলা যাপন॥

২। যার বলে সুখে নিদ্রা যায়; সে নিদ্রিত।
নাহি হেরে পাপময় স্বপন কিঞ্চিৎ॥
গুণময় করণীয়-মৈত্র সে পরিত্র।
ভণিতেছি, শুনি'কর জীবন পবিত্র॥

করণীয় মেত্ত-সুত্তং। METTASUTTAM.

(পালি।)

১। করণীয়মত্থকুসলেন,
যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ্চ।
সক্কো উজূ চ সুহুজূ চ,
সুবচো চ'স্স মুদু অনতিমানী॥

২। সন্তুস্সকো চ সুভরো চ,
অপ্পকিচ্চো চ সল্লহুকবুত্তি।
সন্তিন্দ্রিযো চ নিপকো চ,
অপ্পগব্ভো কুলেসু অনন্নুগিদ্ধো॥

৩। ন চ খুদ্দং সমাচরে কিঞ্চি,
যেন বিঞ্ঞূ পরে উপবদেয্যুং।
"সুখিনো বা খেমিনো বা,
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা॥

৪। যে কেচি পাণভূত'ত্থি,
তসা বা থাবরা বা অনবসেসা।
দীঘা বা যে মহন্তা বা,
মজ্ঝিমা রস্সকা অণুকথুলা॥

৫। দিট্ঠা বা যে চ অদিট্ঠা,
যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে।
ভূতা বা সম্ভবেসী বা,
সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা ॥"

৬। ন পরোপরং নিকুব্বেথ,
নাতিমঞ্ঞেথ কত্থচি নং কঞ্চি।
ব্যারোসনা পটিঘসঞ্ঞা,
নাঞ্ঞমঞ্ঞস্স দুক্খমিচ্ছেয্য ॥

৭। মাতা যথা নিযং পুত্তং,
আযুসা একপুত্তমনুরক্খে।
এবম্পি সব্বভূতেসু,
মানসম্ভাবযে অপরিমাণং ॥

৮। মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং,
মানসম্ভাবযে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিযঞ্চ,
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং ॥

৯। তিট্ঠঞ্চরং নিসিন্নো বা,
সয়ানো বা যাবতস্স বিগতমিদ্ধো।
এতং সতিং অধিট্ঠেয্য,
ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহু ॥

১০। দিট্ঠিঞ্চ অনুপগম্ম,
সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো।
কামেসু বিনেয্য গেধং,
নহি জাতু গব্ভসেয্যং পুনরেতীতি॥

করণীয় মেত্ত-সুত্তং নিট্ঠিতং।

সান্বয়ার্থ।

১। (সন্তং পদং) শান্তপদ, নির্ব্বাণ-জ্ঞান (অভিসমেচ্চ) লাভ করিয়া (অত্থ-কুসলেন) অর্থ-কুশল কর্ত্তৃক [নিজের পরমার্থ বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তির] (যং করণীয়ং) যাহা কর্ত্তব্য (তং করণীয়ং) সেই কর্ত্তব্য [এই] (সক্কো) শক্য, সক্ষম (উজূ) ঋজু, সরল (সুহুজূ) সু-ঋজু, অতি সরল (সুবচো) সুবাধ্য, নিবাদী (মুদু চ) মৃদু [স্বভাব], নম্র ও (অনতিমানী) অনভিমানী, (অস্স) হইবে।

২। (সন্তুস্সকো চ) সসন্তোষ [সর্ব্ব প্রকারে সুতৃপ্ত] (সুভরো) [মিতভোজী, সুভরণীয়] সুপোষণীয় (অপ্পকিচ্চো চ) অল্প-কৃত্য, নিরুদ্বেগ (সল্লহুকবুত্তি) সংলঘুকবৃত্তি, অল্পভোজী, অল্পপরিষ্কার সংগ্রহকারী [অষ্টপরিষ্কারেই তুষ্ট] (সন্তিন্দ্রিয়ো চ) শান্তেন্দ্রিয় [যিনি ইষ্টানিষ্টে কামক্রোধাদি বশতঃ উত্তেজিতেন্দ্রিয় হন না] (নিপকো চ) সদ্বিবেচক (অপ্প-

গব্ভো) অপ্রগল্ভ, শিষ্ট ও (কুলেসু অননুগিদ্ধো) সংসারী দিগের প্রতি অনাসক্ত (অস্স) হইবে।

৩। (যেন) যেই কার্য্যে (বিঞ্ঞূ পরে) অপর বিজ্ঞ-গণ (উপবদেয্যুং) নিন্দা করেন (কিঞ্চি খুদ্দং সমাচরে চ ন) এমন কোন ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট পাপাচরণ করিবেন না। [ভগবান্ এইরূপে ভিক্ষুগণকে স্বস্ব চরিত্র রক্ষার্থ উপদেশ দান করতঃ কর্ম্ম-স্থানের জন্য মৈত্র ভাবনা করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন, নিত্য মনে এইরূপ মৈত্র-ভাব পোষণ করিবে] (সব্বেসত্তা) সর্ব্ব সত্ত্ব, সকলজীব (সুখিনো হোন্তু) [শারীরিক-সুখে] সুখী হউক, (খেমিনো হোন্তু) [ভয়-উপদ্রব-বিরহিত ক্ষেমী] নিরাপদ হউক; (সুখিত'ত্তা ভবন্তু) [মানসিক সুখে] সুখ-চিত্ত হউক। [এইরূপে সংক্ষেপে মৈত্র ভাবনার বিষয় বলিয়া আবার বিস্তৃত ভাবে বলিবার জন্য নিম্নলিখিত গাথা দু'টী, ভগবান্ বলিলেন]।

৪। (তসা বা) কি ত্রস্ত, সবল (থাবরা বা) কি স্থাবর, দুর্ব্বল [অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম অথবা ত্রস্ত-সক্লেশ, স্থাবর-নিঃক্লেশ] (অনবসেসা) অনবশেষ, সমস্ত (যে কেচি পাণভূতা অত্থি) যে কোন প্রাণী আছে (দীঘা বা) [সর্প ও গোসাপাদি] কি দীর্ঘ, (যে মহন্তা বা)

[অসুরেন্দ্র রাহু ও হস্তী ইত্যাদি] অথবা কি যাহারা প্রকাণ্ড (মজ্ঝিমা বা)[অশ্বগবাদি] কি মধ্যম (রস্সকা বা) বামনাদি কি হ্রস্ব (অণুক)[মাংস-চক্ষুর প্রত্যক্ষীভূত জলের অতি সূক্ষ্ম] অণুবৎ কীটাদি প্রাণী (থূলা) [কচ্ছপাদি গোলাকার ও] স্থূলকায় জীব ;

৫। (দিট্ঠা বা) কি [মাংস] চক্ষুর প্রত্যক্ষীভূত-দৃষ্ট (অদিট্ঠা বা) কি [দূরবীক্ষণাদি যন্ত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষীভূত] অদৃষ্ট (যে চ দূরে বসন্তি) অথবা কি [যে সকল প্রাণী শরীরের মধ্যে নহে] যাহারা দূর-বাসী (সন্তিকে বা) অথবা কি সমীপবাসী [স্বশরীরের মধ্যে বাস করে] (ভূতা বা) কি ভূত[জন্ম হইয়াছে](সম্ভবেসী বা)সম্ভবেষী [হইবার ইচ্ছুক, গর্ব্ভস্থ] (সব্বেসত্তা)সকল জীব(সুখিত'ত্তা ভবন্তু)সুখী হউক।

৬। (কণ্থচি) [গ্রামে বা মহাজনতা মধ্যে] কোনখানে, কোনমতে (পরো) অপর একজন (পরং) অপর একজনকে(নিকুব্বেথ ন) বঞ্চনা করিও না(নং কঞ্চি)কাহাকেও (অতিমঞ্ঞেথ ন) অবজ্ঞা করিও না; (ব্যারোসনা) কায়িক ও বাচনিক ক্রোধে(পটিঘসঞ্ঞা) মানসিক ক্রোধে (অঞ্ঞমঞ্ঞস্স) একে অন্যের, অন্যান্যের (দুক্খং ইচ্ছেয্য ন) দুঃখ ইচ্ছা করিও না।

৭। (মাতা)মা(যথা)যেমন(আয়ুসা) আয়ুদ্বারা, প্রাণ দিয়াও[ভাবার্থ এই,যে,ছেলের কোন উপদ্রবে মা যেমন নিজের প্রাণ বিসর্জ্জনেও ছেলেকে বিপদে রক্ষাকরেন] (নিযৎপুত্তং) নিজের [একমাত্র] পুত্রকে (অনুরক্খে)রক্ষা করেন; (এবম্পি সব্বভূতেসু)এইরূপ সকল প্রাণীকেও (অপরিমাণং) অপরিমাণ, অপ্রমেয় (মানসং ভাবয়ে) মানসে দয়াভাব পোষণ করিবে।

৮। (উদ্ধং)[জগতের]ঊর্দ্ধে(অধো)অধে(তিরিযঞ্চ) ও চতুর্দ্দিকে, (সব্বলোকস্মিং) সমস্ত জগতের প্রতি (অসম্বাধং) [শত্রুমিত্র দুই পক্ষের প্রতি] বাধাশূন্য (অবেরং)হিংসাশূন্য(অসপত্তং) ও শত্রুতাশূন্য(মানসং) মানসে(অপরিমাণং)অপরিমাণ,অপ্রমেয়(মেত্তং)মৈত্র, দয়াভাব (ভাবয়ে) জন্মাইবে।

৯। (তিট্ঠং)দাঁড়াতে (চরং) চলিতে (নিসিন্নো বা)কি বসিতে(সয়ানো বা)কি শুইতে(যাবতস্স বিগত মিদ্ধো)যাবৎ নিদ্রিত হইবে না(এতং সতিং অধিট্ঠেয্য) এই মৈত্র স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত, বা নিবিষ্ট থাকিবে। (ইধ)ইহ বৌদ্ধ-ধর্ম্মে(এতং)ইহাকে(ব্রহ্মবিহারং)ব্রহ্ম-বিহার,উত্তম জীবন (আহু)[বুদ্ধাদি আর্য্যগণ] বলেন।

১০। (দস্সনেন সম্পন্নো)সত্য-জ্ঞানসম্পন্ন(সীলবা)

শীলবান্ (অরিযসাবকো) আর্য্য-শ্রাবক স্রোতাপন্ন (দিট্ঠিং)মিথ্যাদৃষ্টিকে (অনুপগন্ম) পরিত্যাগ করিয়া (কামেসু) কাম্য-ভোগাদির প্রতি(গেধং) কামনাকে (বিনেয্য) দমন করিয়া (পুন) পুনর্ব্বার (গব্ভসেয্যং) গর্ভাশয়ে(জাতুং)জন্মিতে(এতি ন)আগমন করেন না।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। শান্তিপদ নির্ব্বাণ-জ্ঞান লাভ করিয়া পরমার্থ-কুশল ব্যক্তির যাহা কর্ত্তব্য, তাহা (এই) ;—তিনি শক্য, সরল,অতি সরল,সুবাধ্য,মৃদুস্বভাব ও অনভিমানী হইবেন।

২। (তিনি)সন্তুষ্ট-হৃদয়, সুখ-পোষ্য, অল্প-কৃত্য, সংলঘুক-বৃত্তি, জিতেন্দ্রিয়, সদ্বিবেচক, অপ্রগল্ভ ও সাংসারিকদের প্রতি অনাসক্ত হইবেন।

৩। (তিনি) এমন কোন ক্ষুদ্র (পাপ) আচরণ করিবেন না, যেহেতু অপর বিজ্ঞগণ নিন্দা করিতে পারেন। (তিনি সতত মনে পোষণ করিবেন) সকল জীব সুখী, নিরাপদ ও সুস্থদেহ হউক।

৪। কি সবল, কি দুর্ব্বল, কি দীর্ঘ, কি হ্রস্ব, কি প্রকাণ্ড, কি মধ্যম, কি ক্ষুদ্র, কি অণু, কি স্থূল,

৫। কি দৃষ্ট, কি অদৃষ্ট, কি দূরবাসী, কি সমীপবাসী, কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, যে কোন প্রাণীই হউক না কেন —নিরবশেষ সকল প্রাণী সুখী হউক।

৬। পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিও না; কোথাও কাহাকে অবজ্ঞা করিও না; কায়মনোবাক্যে ক্রোধ ও হিংসাভিভূত হইয়া পরস্পরের অনিষ্ট কামনা করিও না।

৭। মা যেমন প্রাণদানে আপন একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে, সেইরূপ সকল প্রাণীর প্রতি মনে অপ্রমেয় দয়া ভাব জন্মাইবে।

৮। জগতের ঊর্দ্ধে,অধে ও চতুর্দ্দিকে,সমস্ত জগতের প্রতি অবাধে,হিংসা ও শত্রুতাশূন্য মানসে অপ্রমেয় দয়া-ভাব পোষণ করিবে।

৯। দাঁড়াতে,চলিতে,বসিতে ও শুইতে যাবৎ নিদ্রিত হইবে না,তাবৎ এইরূপ মৈত্র ভাবনায় নিবিষ্ট থাকিবে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মে ইহাকেই ব্রহ্ম-বিহার (সাধুজীবন) বলে।

১০। সত্য-জ্ঞানসম্পন্ন আর্য্য-শ্রাবক স্রোতাপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার পূর্ব্বক ভোগ-বাসনা ও কামেচ্ছাকে দমন করিয়া পুনর্ব্বার গর্ব্ভাশয়ে জন্ম ধারণ করিতে আই সেন না (শুদ্ধাবাস লোক হইতেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন)।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। শান্তিপদ পেয়ে অর্থ-কুশল যেজন।
তাঁহার কর্ত্তব্য যাহা কর হে শ্রবণ॥
সক্ষম, সরল হ'বে পরম সরল।
অভিমানহীন হ'বে সুবাধ্য কমল॥

২। সন্তুষ্ট, সুপোষ্য, অল্প-কার্য্যবহ হ'বে।
অষ্ট পরিষ্কারে মাত্র সন্তোষ থাকিবে॥
জিতেন্দ্রিয়, বিবেচক, অহমিকাহীন।
সাংসারিক পানে হ'বে আসক্তিবিহীন॥

৩। না করিবে হেন কোন্ পাপ-আচরণ।
যা'তে নিন্দা করিবেক অন্য বিজ্ঞগণ॥
(অবিরত দয়া ভাব করিবে ভাবন)।
নির্ভয়, নীরোগ, সুখী হোক জীবগণ॥

৪। যে কোন পরাণী ভবে সবল, অবল।
ছোট, বড়, মোটা, খাঁট, মাঝারি, দীঘল॥

৫। দৃষ্টাদৃষ্ট, দূরাদূরবাসী জীবচয়।
ভূত, ভবিষ্যৎ সুখী হোক সমুদয়॥

৬। পরস্পর পরস্পরে করো না ছলনা।
কারেও কোথাও কিছু করিও না ঘৃণা॥
রাগ-দ্বেষ-বশী কায়ে-বচনে-মননে।
পরের অনিষ্ট বাঞ্ছা করো না কখনে॥

৭। মাতা যথা একমাত্র পুত্রের জীবন।
রক্ষা করে নিজ প্রাণ করি বিতরণ॥
সকল জীবের প্রতি আপনার মনে।
করিবে অসীম দয়া ভাব অনুক্ষণে॥

৮। উপরে নীচেতে চারিভিতে জীব যত।
সকলেরে দয়াদান করিবে সতত॥
হিংসা-বাধা-বৈরতা-পক্ষতা-বিরহিত।
হ'য়ে, সদা দয়া জীবে কর অপ্রমিত॥

৯। দাঁড়াতে, চলিতে কিংবা বসিতে, শুইতে।
যতক্ষণ জাগরণ, ভাব নিজ চিতে॥
জীবচয় পানে দয়া-ভাবনা অপার।—
বৌদ্ধ-ধর্ম্মে বলে একে ব্রহ্মের বিহার॥

১০। শীলবান্ সত্যবোদ্ধা যিনি স্রোতাপন্ন।
মিথ্যাদৃষ্টি যেবা করিলেন বরজন॥
কাম-আশা আদি তৃষ্ণা করি পরিহার।
জনমিতে নাহি আসে জঠরে আবার॥

করণীয় মৈত্র-সূত্র সমাপ্ত।

খণ্ড পরিত্রের ভূমিকা।

(পালি।)

১। সব্বাসীবিসজাতীনং, দিব্বমন্তাগদং বিয়।
য়ুন্নাসেতি বিসং ঘোরং,সেসঞ্চাপি পরিস্সয়ং॥

২। আণক্খেত্তম্হি সব্বত্থ,সব্বদা সব্বপাণীনং।
সব্বসো পি নিবারেতি,পরিত্তং তং ভণাম হে।

সান্বয়ার্থ।—১। (যং)যাহা [যে খণ্ড-পরিত্রাণ] (দিব্বমন্তাগদং বিয) দিব্য-মন্ত্রৌষধের ন্যায় (সব্ব-আসীবিসজাতীনং)[সর্ব্বাশীবিষ]সকল বিষধর জাতির (ঘোরং বিসং) ঘোর বিষ(অপিচ) অপিচ(সেসং পরি-স্সযং পি চ) তাহা ছাড়া আরো বিবিধ বিঘ্নবিপদ (নাসেতি) নাশ করে ; (২) (অপিচ)[বিশেষতঃ](আণ-ক্খেত্তম্হি সব্বথ) আজ্ঞাক্ষেত্রের সর্ব্বত্র [যতদূর বুদ্ধ-গুণ প্রচারিত ও বিঘোষিত, তাহার সকল স্থানে] (সব্বদা) সর্ব্বদা (সব্বপাণীনং) সকল প্রাণীর [ঘোর বিষও](সব্বসো) সর্ব্বশঃ,[একেবারে, নিঃশেষভাবে] (নিবারেতি) নিবারণ করে ; (হে)ওহে(তং পরিত্তং) সেই পরিত্রাণ (ভণাম) [আমরা] পাঠ করিতেছি।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

(১) যেই খণ্ড-পরিত্রাণ দিব্য মন্ত্রৌষধবৎ সকল প্রকার আশীবিষ জাতির ঘোরতর বিষ ও তদবশেষ সমস্ত বিঘ্ন নাশ করে ; (২) বিশেষতঃ,ব্রহ্মাণ্ডের যতদূর বুদ্ধ-শাসন ও বুদ্ধের মহিমা প্রচারিত, তাহার সর্ব্বত্র, সকল প্রাণীর ঘোর বিষও সর্ব্বশঃ নিবারণ করে। ওহে ! আমরা সেই পরিত্র বর্ণনা করিতেছি।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। যে পরিত্র দিব্য মন্ত্র, ঔষধ সোসর।
নাশে সব বিষধর-বিষ ঘোরতর ॥
আর আর নানা বিঘ্ন করে বিনাশন।
২। যতদূর বুদ্ধ-আজ্ঞা ভবে বিঘোষণ ॥
ততদূর যত সব পরাণী নিকর।
সে সকল পরাণীর বিষ ঘোরতর ॥
সর্ব্বশঃ যে পরিত্রাণ করে নিবারণ।
ভণি সে পরিত্র, ভক্ত ! কর হে শ্রবণ ॥

খণ্ড-পরিত্তং। KHANDA PARITTAM.

(পালি।)

১। বিরূপক্খেহি মে মেত্তং,মেত্তং এরাপথেহি মে।
ছব্যাপুত্তেহি মে মেত্তং,মেত্তং কণ্হাগোতমকেহি চ ॥
২। অপাদকেহি মে মেত্তং,মেত্তং দিপাদকেহি মে।
চতুপ্পদেহি মে মেত্তং,মেত্তং বহুপ্পদেহি মে ॥
৩। মা মং অপাদকো হিংসি,মা মং হিংসি দিপাদকো।
মা মং চতুপ্পদো হিংসি,মা মং হিংসি বহুপ্পদো ॥
৪। সব্বে সত্তা সব্বে পাণা,সব্বে ভূতা চ কেবলা।
সব্বে ভদ্রানি পস্সন্তু,মা কিঞ্চি পাপমাগম ॥

৫। অপ্পমাণো বুদ্ধো, অপ্পমাণো ধম্মো, অপ্পমাণো সংঘো; পমাণবন্তানি সিরিংসপানি, অহিবিচ্ছিকা, সতপদী, উণ্ননাভী, সরভূ, মূসিকা। কতা মে রক্খা, কতা মে পরিত্তা, পটিক্কমন্তু ভূতানি। সোহং নমো ভগবতো নমো সত্তন্নং সম্মাসম্বুদ্ধানং।

খণ্ড-পরিত্তং নিট্ঠিতং।

সান্বয়ার্থ।

[একদা ভগবান্ বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী নগরের সমীপবর্ত্তী জেতবন-বিহারে অবস্থান করিতেছেন। এমন সময়ে সর্পাঘাতে জনৈক ভিক্ষুর মরণ হইল। আর আর ভিক্ষুরা আসিয়া ভগবান্‌কে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। এই কথা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন,—দেখ, হে ভিক্ষুগণ! চারিজাতি সর্প আছে; ইহাদের কোন এক জাতীয় সর্প অবশ্যই সেই ভিক্ষুকে অমৈত্র-চিত্তে দংশন করিয়াছে। যদি অমৈত্র-চিত্তে দংশন না করিত, তাহা হইলে সেই ভিক্ষু মরিত না। সর্প চারি জাতি কি কি? বিরূপাক্ষ অহিরাজ কুল, ঐরাবত অহিরাজকুল, শাক্যপুত্র অহিরাজকুল ও কৃষ্ণ-গৌতম অহিরাজকুল। হে ভিক্ষুগণ! অবশ্যই সেই ভিক্ষু এই চারি জাতি সর্পের জাতি বিশেষের দ্বারা অমৈত্র-চিত্তে দংশিত। যদি, এই চতুর্ব্বিধ সর্পজাতির দ্বারা অমৈত্র-চিত্তে দংশিত না হইত, তাহা

হইলে কখনই সেই ভিক্ষু মরিত না। ভিক্ষুগণ! আমি আদেশ করিতেছি, আত্ম-গোপনার্থে, আত্ম-রক্ষার্থে ও আত্ম-পরিত্রাণার্থে যেন এই চতুর্ব্বিধ অহিরাজকুল মৈত্রচিত্তে দংশন করে; অতএব তোমরা এই পরিত্রাণ নিত্য জপ করিবে। তাহা হইলে,তোমাদের সর্প দংশনে ভয় হইবে না। ভগবান্,এই বলিয়া,খণ্ড-পরিত্রাণোক্ত গাথাগুলি বলিলেন। এই গাথা পাঠ করিয়া, ঝাড়িলে বা পড়া জল খাওয়াইলে স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রকার বিষ নষ্ট হয়।]

১। (বিরূপক্খেহি) বিরূপাক্ষ নামক অহি-রাজকুলের সহিত (মে মেত্তং) আমার মিত্রতা, (এরাপথেহি) ঐরাবত নামক অহিরাজকুলের সহিত (মে মেত্তং) আমার মিত্রতা, (ছব্যাপুত্তেহি) শাক্য-পুত্র নামক অহি-রাজকুলের সহিত (মে মেত্তং) আমার মিত্রতা, (কণ্হাগোতমকেহি চ) এবং কৃষ্ণগৌতমের সহিত (মে মেত্তং) আমার মিত্রতা।

২। (অপাদকেহি)পদহীন সরীসৃপদিগের সহিত (মে মেত্তং)আমার মিত্রতা,(দিপাদকেহি মে মেত্তং) দ্বিপদবিশিষ্ট মনুষ্য ও পক্ষীদিগের সহিত আমার মিত্রতা, (চতুপ্পদেহি মে মেত্তং) হস্তী অশ্বাদি চতুষ্পদ প্রাণাদিগের সহিত আমার মিত্রতা, (বহুপ্পদেহি মে মেত্তং)বৃশ্চিকাদি বহুপদপ্রাণীসহ আমার মিত্রতা।

৩। (অপাদকো) অপাদক সরীসৃপ(মং) আমাকে(মা হিংসি) হিংসা করিও না; (দিপাদকো) দ্বিপাদক(মং) আমাকে(মা হিংসি)হিংসা করিও না; (চতুপ্পদো)চতুষ্পদ (মং)আমাকে(মা হিংসি) হিংসা করিওনা; (বহুপ্পদো) বহুপাদক(মং)আমাকে(মা হিংসি)হিংসা করিও না।

৪। (সব্বে সত্তা)সকল জীব(সব্বে পাণা) সকল প্রাণী(সব্বে ভূতা চ কেবলা)সকল ভূত(সব্বে)সকলে (ভদ্রানি) কল্যাণ (পস্সন্তু) দর্শন করুক(কিঞ্চি)কোনও (পাপং) পাপ (আগম মা)সঞ্চয় করিও না।

৫। (বুদ্ধো) বুদ্ধ(অপ্পমাণো) অপরিমেয় গুণশালী, (ধম্মো)ধর্ম্ম (অপ্পমাণো) অপরিমেয় গুণশালী, (সংঘো) সংঘ (অপ্পমাণো) অপরিমেয় গুণশালী, (সিরিংসপানি) সরীসৃপগণ (পমাণবন্তানি) সপ্রমেয় গুণবান্, (অহি) সর্প, (বিচ্ছিকা) বৃশ্চিক, (সতপদী) শতপদী [চেঙ্গড়া], (উণ্ননাভী) ঊর্ণনাভী, মাকড়সা, (সরভূ) তক্ষক [টোঠেং], (মূসিকা) মূষিক, ইন্দুর [এই সকলের গুণের প্রমাণ আছে]। [রত্নত্রয়ের গুণানুস্মারক] (মে)মৎকর্ত্তৃক, আমাদ্বারা (রক্খা)রক্ষা (কতা) করা হইয়াছে, (পরিত্তাকতা) পরিত্রাণও করা হইয়াছে। (ভূতানি) ভূতগণ,জীবগণ (পটিক্কমন্তু) প্রতি

গমন করুক, ফিরিয়া যাউক। (সোহং)সেই পরিত্র-পাঠক আমি (ভগবতো) ভগবান্‌কে (নমো করোমি) নমস্কার করিতেছি ও (সেত্তন্নং সম্মাসম্বুদ্ধানং) সপ্ত সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে (নমো করোমি) নমস্কার করিতেছি।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। বিরূপাক্ষ, ঐরাবত, শাক্য-পুত্র ও কৃষ্ণ-গৌতম নামক অহিরাজ কুলের সহিত আমার মিত্রতা হউক।

২। অপদক, দ্বিপদক, চতুষ্পদ, ও বহুপদের সহিত আমার মিত্রতা হউক।

৩। অপদক, দ্বিপদক, চতুষ্পদ ও বহুপদগণ আমাকে হিংসা করিও না।

৪। সকল জীব, সকল প্রাণী, সকল ভূত ও সকলে শুভ দর্শন কর ও কেহই কোনও পাপ সঞ্চয় করিও না।

৫। বুদ্ধ-ধর্ম্ম ও সংঘের গুণ অপ্রমেয়; কিন্তু সরীসৃপ, অহি, বৃশ্চিক, শতপদী, ঊর্ণনাভী, তক্ষক, ও মূষিক এই সকলের(বিষাল)গুণ সপ্রমেয়। (ত্রিরত্নগুণানুস্মারক) মৎকর্ত্তৃক রক্ষা ও পরিত্রাণ করা হইয়াছে। তাহাতেই ভূতগণ প্রতিগমন করুক। সেই পরিত্রাণ-কারক আমার ভগবান্‌কে নমস্কার। সপ্ত বুদ্ধকে নমস্কার।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। বিরূপাক্ষ, ঐরাবত, শাক্য-পুত্র আর।
কৃষ্ণ-গৌতমের সহ মিত্রতা আমার॥

২। অপাদক, দ্বিপাদক, চতুষ্পদ আর।
বহুপদ সহ সদা মিত্রতা আমার॥
৩। অপাদক, দ্বিপাদক, চতুষ্পদগণ।
বহুপদ হিংসা মোরে করো না কখন॥
৪। সর্ব্বজীব, সর্ব্বপ্রাণী, সর্ব্বভূত আর।
সবে শুভ হের, পাও যথা শুভ যার॥
৫। অপ্রমাণ বুদ্ধ-গুণ, ধর্ম্ম-গুণ আর।
অপ্রমেয় সংঘ-গুণ কহিতে অপার॥
কিন্তু সরীসৃপ, অহি আর শতপদী।
তক্ষক, মূষিক, ঊর্ণনাভী, বিছা আদি॥
নহে অপ্রমেয় গুণ বিষাল সবার।
রক্ষা পরিত্রাণ করা হয়েছে আমার॥
তাহাতেই ভূতচয় কর হে পয়ান।
প্রণিপাত করি আমি বুদ্ধ ভগবান্॥
সম্যক্‌সম্বুদ্ধ সপ্তে মম নমস্কার।
(এই কল্পে ভবে যাঁরা হৈলা অবতার)॥

খণ্ড-পরিত্রাণ সমাপ্ত।

ময়ূর পরিত্রের ভূমিকা।

(পালি।)

১। পূরেন্তং বোধিসম্ভারে,নিব্বত্তং মোরযোনিযং
যেন সংবিহিতারক্খং, মহাসত্তং বনেচরা ॥
২। চিরস্সং বাযমন্তাপি, নেব সক্খিংসু গণ্হিতুং।
ব্রহ্মমন্তন্তি অক্খাতং,পরিত্তন্তং ভণাম হে ॥

সান্বয়ার্থ।—১, ২। (বনেচরা) বনচর ব্যাধগণ (চিরস্সং) চিরকাল(এব)পর্য্যন্ত (বায়মন্তাপি) চেষ্টা করিয়াও(যেন)যেই পরিত্রের দ্বারা(সং বিহিতারক্খং) সুরক্ষিত (বোধিসম্ভারে) পারমিতারাজী (পূরেন্তং) পূর্ণকারী (মোরযোনিযং) ময়ূর যোনিতে (নিব্বত্তং) জন্মধারী(মহাসত্তং) মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্বকে (গণ্হিতুং) গ্রহণকরিতে, ধরিতে(সক্খিংসু) পারিয়াছিল না ;(যং পরিত্তং) যেই পরিত্রাণ (বুদ্ধাদি পণ্ডিতেহি) বুদ্ধাদি পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক (ব্রহ্মমন্তং) ব্রহ্মমন্ত্র (ইতি) বলিয়া (অক্খাতং)আখ্যাত,(হে)ওহে(ময়ং) আমরা(তং)তাহা (ভণাম) বর্ণনা করিতেছি।

গদ্যানুবাদ।—১, ২। বনচর ব্যাধগণ, চিরকালাবধি বিবিধ চেষ্টা করিয়াও যেই পরিত্রাণ-সুরক্ষিত, পারমিতা পূর্ণকারী ময়ূরজন্মধারী মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্বকে ধরিতে পারিয়াছিল না ; (বুদ্ধাদি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক) ব্রহ্মমন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যাত সেই ময়ূর পরিত্রাণ, আমরা পাঠ করিতেছি।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

পারমিতারাজি পূরে করিতে পূরণ।
ময়ূরযোনিতে করি' জনম ধারণ॥
মহাসত্ত্ব বুদ্ধাঙ্কুর যেই মন্ত্র পড়ি।
নিরাপদে ছিলা বনে চিরকাল ধরি॥
বহুকাল ব্যাধগণ বিবিধ যতনে।
নারিল ধরিতে যেই পরিত্র-রক্ষণে॥
ব্রহ্ম-মন্ত্র বলি যাহা বর্ণে বুদ্ধগণ।
ভণিতেছি এক মনে শুন সাধুজন॥

মোর-পরিত্তং। MORA PARITTAM.

(পালি।)

১। উদেত'য়ং চক্খুমা একরাজা,
হরিস্সবণ্ণো পঠবিপ্পভাসো।
তং তং নমস্সামি হরিস্সবণ্ণং পঠবিপ্পভাসং,
তয'জ্জগুত্তা বিহরেমু দিবসং॥

২। যে ব্রাহ্মণা দেবগূ সব্বধম্মে,
তে মে নমো তে চ মং পালযন্তু।
নমত্থু বুদ্ধানং নমত্থু বোধিযা,
নমো বিমুত্তানং নমো বিমুত্তিযা॥
ইমং সো পরিত্তং কত্বা, মোরো চরতি এসনা।
৩। অপেত'যং চক্খুমা একরাজা,
হরিস্সবণ্ণো পঠবিপ্পভাসো।
তং তং নমস্সামি হরিস্সবণ্ণং পঠবিপ্পভাসং,
তয' জ্জগুত্তা বিহরেমু রত্তিং॥
৪। যে ব্রাহ্মণা বেদগূ সব্বধম্মে,
তে মে নমো তে চ মং পালযন্তু।
নমত্থু বদ্ধানং নমত্থু বোধিয়া
নমো বিমুত্তানং নমো বিমুত্তিযা॥
ইমং সো পরিত্তং কত্বা,মোরো বাসমকপ্পয়ীতি॥

মোর-পরিত্তং নিট্ঠিতং।

সান্বয়ার্থ।

১। (অয়ং)এই (চক্খুমা) চক্ষুষ্মান্ [জগদ্বাসীর তমঃ দূর করিয়া, যিনি চক্ষু দান করেন] (একরাজা) একরাজা [একাধিপতি রাজা, যিনি তেজেতে সমস্ত তেজশালীর শ্রেষ্ঠ], (হরিস্সবণ্ণো) হরিদ্বর্ণ, স্বর্ণবর্ণ

(পঠবিপ্পভাসো) পৃথিবী প্রভাস, জগদালোককারী (উদেতি)উদয় হইতেছেন। (তং)সেই হেতু(তং)সেই (হরিস্সবণ্ণং) স্বর্ণবর্ণ (পঠবিপ্পভাসং)জগদালোককারী [ভগবান্‌কে] (নমস্সামি) নমস্কার করিতেছি। (অজ্জ) আজ (তযা) তোমা দ্বারা (গুত্তা) গুপ্ত, রক্ষিত[আমি] (দিবসং) দিবাভাগ (বিহরেমু) বিচরণ করিব।

২। [অতীত বুদ্ধগণকে নমস্কার করিবার উদ্দেশ্যে এই গাথা পাঠ করা হইয়াছে]। (যে ব্রাহ্মণা)যে সকল [বিশুদ্ধ ক্ষীণাশ্রব]ব্রাহ্মণ[অর্থাৎ বুদ্ধ](সব্ব ধম্মে) সর্ব্ব [জ্ঞেয়]ধর্ম্মে[স্কন্ধ, আয়তনাদি জ্ঞেয় ধর্ম্মে](বেদগূ)বেদজ্ঞ [পার প্রাপ্ত হইয়াছেন, বুঝিয়াছেন, এখানে কিন্তু যিনি সকল স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট বিষয় বিদিত] (তে) তাঁহাদিগকে(মে) আমার(নমো)নমস্কার(তে চ)এবং তাঁহারা(মং)আমাকে (পালয়ন্তু)পালন করুন[অর্থাৎ এইরূপে নমস্কৃত তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন]। ব ুদ্ধানং)অতীতকালে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত]বুদ্ধগণকে(মম)আমার(নমো)নমস্কার(অত্থু) হউক। (বোধিয়া)নির্ব্বাণের পথ ও ফল-জ্ঞান বোধিকে (মম)আমার(নমো অত্থু)নমস্কার;(বিমুত্তানং)সেইসকল বিমুক্ত বুদ্ধগণকে(মম)আমার (নমো অত্থু)নমস্কার। (তেসং বিমুত্তানং বুদ্ধানং)সেই সকল বিমুক্ত বুদ্ধগণের

(বিমুত্তিয়া) [তদঙ্গ-বিমুক্তি,বিক্ষম্ভন-বিমুক্তি,সমুচ্ছেদ-বিমুক্তি,প্রতিপ্রশ্রব্ধি-বিমুক্তি ও নিঃসরণ-বিমুক্তি— পঞ্চবিধ]বিমুক্তিকে(মম)আমার(নমো অত্থু)নমস্কার। "(ইমং সো পরিত্তং কত্বা, মোর চরতি এসনা)" এই পদ দুইটী ভগবান্ সম্যক্সম্বুদ্ধ হইয়াই বলিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এই ;—(সো মোরো) সেই ময়ূর (ইমং) এই(পরিত্তং)পরিত্র,পরিত্রাণ (কত্বা) করিয়া (এসনা) আহারান্বেষণে(চরতি)বিচরণ করে। এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে দিবাভাগ বিচরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে বাসায় প্রবেশ করিবার সময়,৩য় ও ৪র্থ গাথা পাঠ করতঃ নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি যাপন করে।

৩।(অপেতং' যং = অপেতি + অয়ং) (অপেতি) অস্ত যাইতেছে। [আর সমস্ত প্রথম গাথার ন্যায়]।

৪। "(ইমং সো পরিত্তং কত্বা, মোরো বাসমকপ্পয়ীতি)" এই পদ দুইটী ভগবান্ সম্যক্সম্বুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ এই ,—(সো মোরো) সেই ময়ূর (ইমং পরিত্তং কত্বা) এই পরিত্রাণ করিয়া (বাসং অকপ্পয়ি)বাস করিয়াছিল।(ইতি)সমাপ্ত বাক্য। [আর সমস্ত ২য় গাথার ন্যায়]। (মোরপরিত্তং নিট্ঠিতং) ময়ূর-পরিত্রাণ সমাপ্ত।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

ময়ূর-পরিত্রাণের গদ্য ও পদ্যানুবাদ ময়ূর জাতকের সহিত প্রদান করিতেছি। ভগবান্ বুদ্ধদেব একজন উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া ময়ূর জাতক বলিয়াছিলেন, এক সময় এক জন ভিক্ষু, সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা এক পরমা সুন্দরী রমণী দেখিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করিয়া গৃহী হইতে ও সেই রমণী-রত্ন লাভ করিতে অভিলাষী হন। তাহাতে আর আর ভিক্ষুরা তাঁহাকে বুদ্ধ সমীপে লইয়া গিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা ভগবান্‌কে নিবেদন করেন। ভগবান সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখ হে ভিক্ষু! সত্যই কি তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু বলিলেন,—"সত্যসত্যই প্রভো! আমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। বুদ্ধ বলিলেন,—"কি দেখিয়া?" ভিক্ষু বলিলেন,—"একজন সর্ব্বালঙ্কার-ভূষিতা পরমাসুন্দরী কামিনী দেখিয়া"। বুদ্ধ বলিলেন,—"ভিক্ষু! কামিনীর পক্ষে তোমার মত ভিক্ষুর চিত্ত চঞ্চলকরা বড় কঠিন কথা নহে। কেননা, পূর্ব্বতন পণ্ডিত ব্যক্তি, যিনি সাত শত বৎসরাবধি কামভাব কি জিনিষ, কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, এমন মহাপুরুষ যখন কামিনী-স্বর শুনিয়া কামাতুরা হইয়া জালবদ্ধ হইয়াছিলেন, এমত স্থলে তোমার আর কথাই বা কি?" ভগবান্ এই কথা বলিয়া পূর্ব্ব কথা বলিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে, যখন বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামক রাজবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভগবান্ বুদ্ধাঙ্কুর ময়ূর-জন্ম ধারণকরিয়াছিলেন। ডিম্বকালে সুবর্ণ কর্ণ ফুলের ন্যায় ডিম্ব ছিল। ডিম্ব ফুটিয়াও সোণার বরণ হইয়াছিল। দেখিতে বড় সুন্দর। পাখা দুইটীতে লালরঙের দুইটী দাগ ছিল। ময়ূররাজ প্রাণভয়ে তিন সারি পাহাড় পার হইয়া, চতুর্থ সারি পাহাড়ে দণ্ডক-হিরণ্য-তল নামক এক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি রাত পোহা'লে পাহাড়ের শিরাতে উঠিয়া বসেন ও সূর্য্য উঠিতে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত "উদেত'যং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করেন, যেন তাহাতে তাঁহার বিচরণ স্থানে কোন আপদ বিপদ না ঘটে। তাহার অর্থ;—(১)"এই চক্ষুষ্মান্ একাধিপতি রাজা, সোণারবরণ ও পৃথিবী আলোককারী (সূর্য্যদেব) উদিত হইতেছেন। সেই হেতু, আমি, সেই সোণার বরণ জগৎপ্রভাকরকে নমস্কার করিতেছি। তৎরক্ষিত আমি নির্ব্বিঘ্নে দিবাভাগে বিচরণ কবিব।"

১। "চক্ষুশালী একরাজা কনক-বরণ।
ভূলোক-আলোকদাতা উদয় এখন॥
তাই ওহে ধরালোক কনক-বরণ।
প্রণিপাত করি তব চরণে এখন॥
তোমার রক্ষায় আজি কনক-বরণ।
নিরাপদে দিবাভাগ করিব যাপন॥"

বুদ্ধাঙ্কুর ময়ূররাজ এই গাথায় সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া, অতীতকালে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত বুদ্ধগণকে ও তাঁহাদের গুণাবলীকে নমস্কার করিবার জন্য নীচের দ্বিতীয় গাথা পাঠ করিতেন। তাহার অর্থ এই;—(২) "যে সকল বেদজ্ঞাতা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধগণ সকল ধর্ম্মে বিজ্ঞ(সর্ব্বজ্ঞ), তাঁহাদিগকে আমার নমস্কার, তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন। বুদ্ধগণ ও(তাঁহাদের) বোধিকে আমার নমস্কার। বিমুক্তগণ ও (তাঁহাদের) বিমুক্তিকে আমার নমস্কার।" সেই ময়ূর এই পরিত্রাণ পাঠ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আহারান্বেষণে বিচরণ করিতেন।

২। "যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞাতা সকল ধর্ম্মেতে।
রক্ষা কর তাঁরা মোরে নমি চরণেতে॥
নমঃ বুদ্ধগণে নমঃ বুদ্ধের বুদ্ধিকে।
বিমুক্ত সকলে নমঃ, নমঃ বিমুক্তিকে॥"
এই পরিত্রাণ মন্ত্র পড়িয়া তখন॥
ময়ূর চরিয়া ফিরে আহার কারণ॥

এইরূপে বুদ্ধাঙ্কুর সুবর্ণ ময়ূররাজ, সারাদিন নিরাপদে চরিয়া সাঁজের বেলা পাহাড়ের শিরাতে বসিয়া অস্তগত সূর্য্যকে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধের গুণমালা জপ করিয়া বাসায় নিরাপদে থাকিবার জন্য আবার নীচের লেখানুযায়ী গাথা বা ব্রহ্ম-মন্ত্র পাঠ করিতেন। তাহার অর্থ এই;—

(৩) "অই চক্ষুষ্মান্ একাধিপতি (রাজা) সোণারবরণ ও ভূলোক আলোককারী (সূর্য্যদেব) অস্ত যাইতেছেন। সেই হেতু, আমি, সেই, সোণারবরণ জগৎ প্রভাকরকে নমস্কার করিতেছি। তৎরক্ষিত আমি নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে এই রাত্রি যাপন করিব।"

৩। "চক্ষুশালী এক রাঁজা কনক-বরণ।
ভূলোক-আলোক অস্তে করিছে গমন॥
তাই ওহে ধরালোক কনক-বরণ!।
প্রণিপাত করি তব চরণে এখন॥
তোমার রক্ষায় আজি কনকবরণ!।
নির্ভয়ে রজনী সুখে করিব যাপন॥"

৪। "যে সকল বেদজ্ঞাতা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ বা বুদ্ধগণ সকল ধর্ম্মে বিজ্ঞ (সর্ব্বজ্ঞ) তাঁহাদিগকে আমার নমস্কার; তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন। বুদ্ধগণ ও (তাঁহাদের) বোধিকে আমার নমস্কার। বিমুক্তগণ ও (তাঁহাদের) বিমুক্তিকে আমার নমস্কার।" সেই ময়ূর এই পরিত্রাণ পাঠ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

৪। "যে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞাতা সকল ধর্ম্মেতে।
রক্ষা কর তাঁরা মোরে নমি চরণেতে॥
নমঃ বুদ্ধগণে নমঃ বুদ্ধের বুদ্ধিকে।
বিমুক্ত সকলে নমঃ, নমঃ বিমুক্তিকে॥"

এই পরিত্রাণ-মন্ত্র পড়ি অনুক্ষণ।
ময়ূর নির্ভয়ে করে জীবন যাপন॥

ভগবান্ কহিলেন ভিক্ষুগণ! সেই সুবর্ণ ময়ূররাজ এইরূপে আত্ম-রক্ষার্থে সকালে বৈকালে দুই বেলা পরিত্রাণ পড়িয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই পরিত্রাণের প্রভাবে কি দিবা, কি রজনী, কোন সময়েই তাঁহার ভয় ও লোমহর্ষণাদি কিছুই হইত না।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর, একজন শিকারী, বারাণসীর নিকটস্থ কোন এক শিকারী-গ্রাম হইতে হিমালয় পর্ব্বতে শিকার করিতে গিয়া, বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ সেই ময়ূররাজকে পাহাড়ের শিরার উপর বসিয়া রহিয়াছে, দেখিতে পায়। সে ধরিতে অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনমতে ধরিতে পারিল না। বাড়ী আসিবার পর, ময়ূরের বিষয় পুত্রকে বলিল। তাহার কিছুদিন পরে, তাহার মরণান্তে, ক্ষেমা নাম্নী বারাণসী-রাজরাণী স্বপ্ন দেখিলেন, যেন একটী সোণার বরণ ময়ূর ধর্ম্মকথা কহিতেছে। তাহা দেখিয়া, মহাদেবী মহারাজকে নিবেদন করিয়া, কহিলেন, আমি সেই সোণার ময়ূরের মুখে ধর্ম্ম-কথা শুনিতে চাই। রাজা, সোণার বরণ ময়ূর আছে কি না? একথা পাত্রমিত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, এই কথা দৈবজ্ঞেরা বলিতে

পারেন। মহারাজ, দৈবজ্ঞগণ ডাকাইয়া, জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা কহিলেন, হাঁ মহারাজ! সোণার বরণ ময়ূর আছে। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় আছে? তাঁহারা কহিলেন, সে কথা শিকারীরাই জানে। রাজা সমুদয় শিকারিকে সমবেত করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে উক্ত শিকারীর পুত্র কহিল, হাঁ-মহারাজ! দণ্ডক-হিরণ্য-তল নামক পাহাড়ে একটী সোণার বরণ ময়ূর আছে, একথা আমার পিতা বলিয়া গিয়াছেন। রাজা কহিলেন, তবে সেই ময়ূরটী জীবন্ত ধরিয়া আন। শিকারী ময়ূরের বাস স্থানে গিয়া জাল পাতিল। কিন্তু কোন মতেই ময়ূরকে ধরিতে পারিল না। ময়ূর জালের উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলেও উক্ত পরিত্রাণের প্রভাবে জালে বাজে না। শিকারী ক্রমাগত সাত বৎসর ধরিয়া সেখানে থাকিয়া কোন মতেই ময়ূররাজকে ধরিতে না পারিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সাধের সোণার ময়ূর পাইতে না পারিয়া ক্ষেমা দেবীও জীবন-লীলা সংবরণ করিলেন। মহিষী-বিচ্ছেদে মহারাজ যারপরনাই বিষাদিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া,—"হিমালয় প্রদেশে দণ্ডক-হিরণ্য-তল পাহাড়ে একটী সোণার বরণ ময়ূর আছে, যে তাহার মাংস খাইবে, সে বুড়া হইবে না এবং মরিবেও না"—এই কথা সোণার পাতে লেখাইয়া সিন্ধুকের মাঝে রাখিয়া দিলেন। তাঁহার মরণের পর আর একজন রাজা, সেই লেখা পড়িয়া, অজর ও অমর হইব, ভাবিয়া সেই খানে আর এক

জন শিকারী পাঠাইয়া দিলেন। সেও যাবজ্জীবন সেইখানে থাকিয়া তাঁহাকে ধরিতে পারিল না। অবশেষে কালপ্রাপ্ত হইল। এইরূপে বারাণসীতে ক্রমান্বয়ে ছয় জন রাজা গত হইয়া গেলেন। কিন্তু কেহই ময়ূররাজকে ধরিয়া আনাইতে পারিলেন না। অবশেষে সপ্তম রাজা সিংহাসনারোহণ করিয়াই অপর একজন শিকারী পাঠাইয়া দিলেন। সে গিয়া, বুদ্ধাঙ্কুর ময়ূররাজ জালের উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলেও জালে বাজে না, এবং পরিত্রাণ-মন্ত্র পড়িয়াই চরিতে বাহির হয়, এই সকল জানিতে পারিয়া, অপর এক স্থান হইতে একটী ময়ূরী ধরিয়া আনিল। এবং যেন হাতের তালিতেই নাচে ও আঙুলের তুরী মারিলেই গান করে, এমত ভাবে শিক্ষা দিল। তার পর একদিন, অতি প্রত্যুষে ময়ূররাজ উঠিয়া, পরিত্রাণ-মন্ত্র পড়িবার আগেই, শিকারী জাল পাতিয়া হাতের তুরী মারিয়া ময়ূরীকে নাচাইতে ও গান করাইতে লাগিল। ময়ূররাজ অসদৃশ রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত সুমধুর সুস্বর লহরী শ্রবণ করিয়া, কামাতুর চিত্তে পরিত্রাণ-মন্ত্র পড়িতে ভুলিয়া গিয়া, যেই ময়ূরীর সহিত আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, অমনি জালে বদ্ধ হইলেন। শিকারী তাঁহাকে ধরিয়া নিয়া বারাণসী-রাজকে অর্পণ করিল। মহারাজ তাঁহার অপূর্ব্ব সুবর্ণবর্ণ রূপশ্রীদর্শনে সসম্ভ্রমে আসন হইতে উঠিয়া সিংহাসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ময়ূররাজ নির্দ্দিষ্টাসনে বসিয়া মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ!

কেন আমাকে ধরিয়া আনাইয়াছেন ?” রাজা কহিলেন, শুনিয়াছি, “যে তোমার মাংস খাইবে, সে মরিবে না এবং বুড়াও হইবে না ; আমারও এই ইচ্ছা ; তাই তোমাকে ধরিয়া আনাইয়াছি।” ময়ূররাজ বলিলেন, “যে আমার মাংস খাইবে, সে মরিবেও না এবং বুড়াও হইবে না,একথা সত্য ; কিন্তু, মহারাজ ! আমি ত মরিব ?”রাজা বলিলেন,“হাঁ,তুমি মরিবে।” ময়ূররাজ বলিলেন,“আমার মাংস খাইলে, যদি আমি মরিলাম, তবে আমার মাংস ভক্ষকগণ কেন মরিবেন না ?”রাজা বলিলেন, “তুমি যে সোণার-বরণ।”ময়ূর-রাজ বলিলেন,“মহারাজ ! আমি শুধু সোণারবরণ হই নাই ; পূর্ব্বে এই নগরেই আমি চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলাম, তখন আমি নিজে পঞ্চশীল পালিতাম এবং প্রজাগণকেও পঞ্চশীল পালন করাইতাম, সেই ফলে মরণের পর ত্রয়োত্রিংশ-স্বর্গে গমন করি ; তথায় আয়ু কাল পর্য্যন্ত থাকিয়া মরণান্তে অপর এক পূর্ব্ব-পাপের ফলে ময়ূর-যোনিতে জন্ম ও পঞ্চশীল রক্ষার ফলে সোণার বরণ হইয়াছি। রাজা বলিলেন,“সে কথা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করি ? বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ আছে ?” ময়ূর বলিলেন, “হাঁ, মহারাজ ! আছে।” রাজা বলিলেন, “কি আছে ?” ময়ূর বলিলেন, “মহারাজ ! যখন আমি চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলাম, তখন,আমি সপ্ত রত্নময় রথে চড়িয়া গগন-মার্গে ভ্রমণ করিতাম, আমার সেই রথ রাজ-মঙ্গল-পুষ্ক-

রিণীতে গাড়া আছে,তাহা তোলেন,তাহাই আমার সাক্ষী।” তাহা শুনিয়া, মহারাজ,রথ তুলিবার জন্য সাধুবাদ দিয়া সম্মত হইলেন এবং পুকুরের জল সেচাইয়া বুদ্ধাঙ্কুরের সকল কথা বিশ্বাস করিলেন। বুদ্ধাঙ্কুর বলিলেন, “মহা-রাজ! এক অমৃত নির্ব্বাণ ছাড়া, আর যত কিছু সৃষ্টির অধীন, সে সকলই, সময়ে, নষ্ট হইবে, সকলই অনিত্য ক্ষণ-ভঙ্গুর,ক্ষয় ও ব্যয় ধর্ম্মের অধীন বলিয়া জানিবেন।” এই বলিয়া রাজাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করতঃ, বিবিধ ধর্ম্ম-কথা কহিয়া,তাঁহাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মহারাজ,যারপরনাই তুষ্ট হইয়া,রাজ্য-দানে ময়ুর-রাজকে পূজা করিলেন। ময়ূররাজ, রাজাকে, রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া,কিছুকাল সেখানে থাকিয়া,– “মহারাজ! সতর্ক হইয়া শীল রক্ষা করুন”—ইত্যাদি উপদেশ দিয়া গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া দণ্ডক-হিরণ্য-তল পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। রাজাও বুদ্ধাঙ্কুরের উপদেশ শিরোধার্য্য করতঃ দানাদি বিবিধ পুণ্য-কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কালান্তে যথাকর্ম্ম গতি প্রাপ্ত হইলেন।

ভগবান্ এই ধর্ম্ম-কথা কহিয়া সত্য প্রকাশ করতঃ জাতক সমাপ্ত করিলেন। সত্যাবসানে উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হৎ-ফল প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময়ে রাজা ছিল আনন্দ এবং আমিই (বুদ্ধদেব স্বয়ং) সুবর্ণবর্ণ ময়ূররাজ ছিলাম। [যাঁহারা দিবসে, সকালে ও বৈকালে ময়ুর-পরিত্রাণ

একান্তমনে পাঠ করেন, কোন শত্রুই তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন না। আত্ম-রক্ষার এমন পরমোৎ-কৃষ্ট মন্ত্র আর নাই। ময়ূর-জাতক সমাপ্ত]।

ময়ূর-পরিত্রাণ সমাপ্ত।

বর্ত্তক-পরিত্রের ভূমিকা।

(পালি।)

১। পূরেন্তং বোধিসম্ভারে, নিব্বত্তং বট্টজাতিয়ং॥
যস্স তেজেন দাবগ্গি, মহাসত্তং বিবজ্জযি॥

২। থেরস্স সারিপুত্তস্স, লোকনাথেন ভাসিতং।
কপ্পট্ঠায়িং মহাতেজং, পরিত্তংতং ভণাম হে॥

সান্বয়ার্থ।—১। (দাবগ্গি) দাবাগ্নি (যস্স) যাহার [যে বর্ত্তক পরিত্রাণের] (তেজেন) তেজে (বোধি-সম্ভারে) পারমিতা সমূহ (পূরেন্তং) পূর্ণকারী (বট্ট-জাতিয়ং) বর্ত্তক [ভাডুই] যোনিতে (নিব্বত্তং) জন্মধারী (মহাসত্তং) মহাসত্ত্ব [বুদ্ধাঙ্কুরকে] (বিবজ্জযি) পরিত্যাগ করিয়াছিল; (২) [(যংপরিত্তং) যেই পরিত্রাণ] (লোক-নাথেন) লোকনাথ বুদ্ধকর্ত্তৃক (সারিপুত্তস্সথেরস্স) শারি-পুত্র স্থবিরকে (ভাসিতং) কথিত হইয়াছিল; (হে) ওহে! [(মযং) আমরা] (কপ্পট্ঠায়িং) কল্পস্থায়ী (মহাতেজং)

মহাতেজবিশিষ্ট (তং) তাহা [সেই বর্ত্তক-পরিত্রাণ] (ভণাম) ভণিতেছি।

গদ্যানুবাদ। ১। দাবাগ্নি যাহার প্রভাবে, বর্ত্তক-জন্মধারী পারমিতা পূর্ণকারী মহাপুরুষ বুদ্ধাঙ্কুরকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; (২) যাহা লোকনাথ বুদ্ধকর্ত্তৃক শারিপুত্র স্থবিরকে কথিত, ওহে! (আমরা) কল্পস্থায়ী মহাপ্রভাব-সম্পন্ন সেই বর্ত্তক-পরিত্রাণ পাঠ করিতেছি।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। বর্ত্তক-যোনিতে জন্ম করিয়া ধারণ।
পারমিতারাজি পূর্ব্বে করিতে পূরণ॥
যেই পরিত্রাণ-তেজে মহা দাবানল।
ছাড়ি গেল বুদ্ধাঙ্কুরে যেন পেয়ে জল॥

২। শারিপুত্র স্থবিরের কাছে ভগবান্।
যাহার গুণের কথা করিলা বাখান॥
কল্পস্থায়ী মহাতেজোবান্ যে পরিত্র।
ভণিতেছি শুনি কর জীবন পবিত্র।

বট্টক-পরিত্তং। VATTAKA PARITTAM.

(পালি।)

১। অত্থি লোকে সীলগুণো, সচ্চং সোচেয্যনুদ্দয়া।
তেন সচ্চেন কাহামি, সচ্চকিরিযমনুত্তরং॥

২। আবজ্জিত্বা ধম্মবলং,সরিত্বা পুব্বকে জিনে।
সচ্চবলমবস্সায়, সচ্চকিরিযমকাসহং ॥
৩। সন্তি পক্খা অপত্তনা, সন্তি পাদা অবঞ্চনা।
মাতা পিতা চ নিক্খন্তা,জাতবেদ! পটিক্কম ॥
৪। সহ সচ্চে কতে মযহং, মহাপজ্জলিতো সিখী।
বজ্জেসি সোল্সকরীসানি,উদকং পত্বা যথা সিখী ॥
সচ্চেন মে সমো নত্থি, এস মে সচ্চপারমীতি ॥

বট্টক-পরিত্তং নিট্ঠিতং।

সান্বয়ার্থ।

১। (লোকে) জগতে(সীলগুণো)শীলগুণ(সচ্চং) সত্য (সোচেয্যং) শৌচেয়, শুদ্ধি["অভোজনং পরিহারং, নিন্দিতানং অসেবনং। সধম্মে চ চিরট্ঠিতিং, সোচেয্যমিতিবুচ্চতি ॥" অভক্ষ্য ও নিন্দিত ব্যক্তির সংসর্গত্যাগ এবং চিরকাল স্বধর্ম্মে নিরত থাকা ইহাকেই শুদ্ধি বা শৌচেয় কহে](অনুদ্দয়া)দয়া [(অত্থি) আছে]; (তেন সচ্চেন)সেই সত্যদ্বারা (অহং)আমি (অনুত্তরং) অনুত্তর, পরম (সচ্চকিরিযং) সত্য-ক্রিয়া (কাহামি) করিতেছি।

২। (অহং)আমি(ধম্মবলং)ধর্ম্মবলকে(আবজ্জিত্বা) আবর্জ্জন করিয়া, মনে করিয়া, (পুব্বকে জিনে) পূর্ব্ব-

কালের জিন(বুদ্ধ)গণকে(সরিত্বা) স্মরণ করিয়া (সচ্চ-বলং) সত্যবলকে (অবস্সায়) আশ্রয় করিয়া (সচ্চ-কিরিযং) সত্য-ক্রিয়া (অকাসিং) করিলাম।—

৩। (মযহং) আমার(পক্খা) পাখা (সন্তি)আছে, [(তং পন)কিন্তু,তাহা] (অপত্তনা)পালকহীন,উড়িতে অক্ষম ; (পাদা) পদ (সন্তি) আছে (অবঞ্চনা) [কিন্তু] চলিতে অক্ষম (মাতা পিতা চ) আমার মাতা এবং পিতা[যাঁহারা আমাকে অন্যত্র লইয়া যাইতে সক্ষম] (নিক্খন্তা) [প্রাণভয়ে] নিষ্ক্রান্ত, চলিয়া গিয়াছেন। [(তস্মা) অতএব (জাতবেদ!) হে জাতবেদ অগ্নি! (পটিক্কম) প্রত্যাবর্ত্তন কর, ফিরিয়া যাও।

৪। (মযহং) আমার (সচ্চে কতে সহ এব) সত্য করার সাথেই (মহা পজ্জলিতো) মহা প্রজ্জ্বলিত (সিখী) শিখী, অগ্নি (সোলসকরীসানি) ষোড়শ করীষ*পরিমিত স্থান (বজ্জেসি) পরিত্যাগ করিয়াছিল। (সিখী) অগ্নি (উদকং পত্বা) জলপ্রাপ্তে (যথা) যেমন[(নিব্বায়তি)নিবিয়া যায়(তথা)তেমন(নিব্বায়ি)

* এক করীষের পরিমাণ (১।৩।/০)এক দ্রোণ চারিকাণি তিন গণ্ডা এক কড়া এক কণ্ঠ। বিঘা হিসাবে (২৪/৪) চব্বিশ বিঘা চারি কাঠা। একর হিসাবে ৮ আট একর।

নিবিয়া গেল]। (মে)আমার(সচ্চেন সমো) সত্যের সমান(অঞ্‌ঞংসচ্চংনত্থি)আর সত্য নাই। (এসো)ইহা (মে)আমার(সচ্চপারমী) সত্য পারমিতা। ইতি(বট্টক-পরিত্তং নিট্ঠিতং) বর্ত্তক-পরিত্রাণ সমাপ্ত।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

[বর্ত্তক-পরিত্রাণের গদ্য ও পদ্যানুবাদ,আমরা বর্ত্তক-জাতকের অনুবাদ সহ প্রদান করিতেছি]।

ভগবান্ বুদ্ধদেব মগধ-রাজ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করিবার সময় দাবাগ্নি উপলক্ষ্যে বর্ত্তক-জাতক বলিয়াছিলেন। এক সময় ভগবান্ যখন মগধ-রাজ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, তখন সকালে কোন এক গ্রামে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিয়া মধ্যাহ্নাহার সমাপ্ত করিলেন। তৎপর ভগবান্ শিষ্য সহ অপর গ্রামে যাইবার জন্য যাত্রা করি-লেন। পথি মধ্যে হঠাৎ দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার আগে ও পিছে অনেক ভিক্ষু ছিলেন। দাবাগ্নি ধূম-জ্বালে চারিদিক্ আঁধার করিয়া ধূধূ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে চারিদিক্ ঢাকিয়া ফেলিল। কোন কোন সাধা-রণ ভিক্ষু মরণ-ভয়ে ভীত হইয়া,—"প্রত্যগ্নি প্রদান করিব, তাহাতে দগ্ধ স্থানে অন্য অগ্নি আসিতে পারিবে না"—এই রূপ বলাবলি করতঃ কাঠ কুড়াইয়া আগুণ জ্বালিতে লাগিল। অপর কেহ কেহ কহিল,—"বলি ভাই! তোমরা

এই সব কি করিতেছ? আহা ! অন্ধ যেমন আকাশ-মার্গে থাকিয়াও চন্দ্র-সূর্য্য, সমুদ্র-তটে থাকিয়াও সাগর, এবং সুমেরু পর্ব্বতের আশ্রয়ে থাকিয়াও সুমেরুকে দেখিতে পায় না, তোমরাও তেমন অন্ধ, নচেৎ যিনি সুরাসুরনর-ব্রহ্ম সকলেরই অগ্রগণ্য মহাপুরুষ ভগবান্ সম্যক্সম্বুদ্ধ, তিনি তোমাদের সাথেই যাইতেছেন, তোমরা তাঁহাকে না দেখিয়া, "প্রত্যগ্নি-দিব"—বলিয়া বলিতেছ; কি আশ্চর্য্য!! আহা! বুদ্ধের যে কি অসীম গুণ ও অত্যাশ্চর্য্য শক্তি, তাহা তোমরা এখনও জানিলে না ; এস, তোমাদের কাঠ কুড়ানো রাখিয়া দাও, চল, বুদ্ধের কাছে যাই।"—এই বলিয়া, সকলেই বুদ্ধের কাছে আসিলেন। গুরুদেব বুদ্ধ একস্থানে দাঁড়াইলে, শিষ্যবর্গ তাঁহাকে ঘেরিয়া চারিদিকে দাঁড়াইলেন। [দাবাগ্নি মহাশব্দে ধূধূ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে বুদ্ধের দাঁড়াইবার স্থানের চারিদিকে কুড়ি দ্রোণ দূরে আসিয়াই, জলে ডুবানো তৃণ-উল্কার ন্যায় নিবিয়া গেল। তাহা দেখিয়া, ভিক্ষুগণ, বুদ্ধের গুণগান করিতে লাগিলেন,—"মরি মরি বুদ্ধের কি চমৎকার ও অসীম গুণ! অচেতন অগ্নিও আমাদের বুদ্ধের গুণ জানে, এবং তাঁহার কাছে আসিতে ভয় করে; তাঁহার দাঁড়াইবার জায়গার কাছে আসিতে না আসিতেই জলে ডুবানো তৃণোল্কার ন্যায় নিবিয়া গেল! আহা বুদ্ধের কি গুণ !! কি চমৎকার ও অসীম প্রভাব !!!" গুরুদেব

বুদ্ধ, তাঁহাদের কথা শুনিয়া কহিলেন,—"ভিক্ষুগণ ! এই স্থান পাইয়া যে অগ্নি নিবিয়া গেল, উহা আমার ইহ বুদ্ধ জন্মের প্রভাব নহে; উহা আমার পুরাতন বুদ্ধাঙ্কুর কালের সত্যবল। এই স্থান পূর্ণ এককল্প দাবানলদ্বারা দগ্ধ হইবে না। যেহেতু, এখানে আমার কল্পস্থায়ী সত্যবলের প্রভাব বিদ্যমান্ আছে।" তিনি এইরূপ বলিলে পর শ্রীমৎ মহাস্থবির আনন্দ, ভগবান্ বসিবার জন্য, চারি ভাঁজ সংঘাটী বিছাইয়া দিলেন। গুরুদেব সুখাসনে উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুগণও প্রভুকে অভিবাদন পূর্ব্বক চারিদিকে ঘেরিয়া বসিলেন। অনন্তর ভিক্ষুগণ কহিলেন—"প্রভো ! এখন যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ত আমরা স্বচক্ষে,প্রত্যক্ষেই দেখিলাম,কিন্তু অতীত ঘটনা আমাদের অপ্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত। যদি ভগবান্, শিষ্যবর্গের প্রতি কৃপা বিতরণে তাহা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে,সেবকগণের কৌতূহল নিবারণ হয় ও সেবকেরা চির কৃতার্থন্মন্য হয়। ভিক্ষুকর্ত্তৃক যাচিত হইয়া, ভগবান্ অতীত ঘটনা বলিতে লাগিলেন।—

পূর্ব্বকালে, বোধিসত্ত্ব, মগধরাজ্যের ঠিক এই খানেই ভাড়ুই (বর্ত্তক) জন্ম ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মা বাপ তাঁহাকে বাসায় শোয়াইয়া ঠোঁটে করিয়া আহার আহরণ করতঃ পালন করিতেন। এখনও তাঁহার পাখা মেলিয়া উড়িতে,কি পা ফেলিয়া চলিতে শক্তি হয় নাই।

এখানে বছর বছর দাবদাহ হয়। এই বছর ও মহারবে দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। পাখীরা নিজ নিজ বাসা ছাড়িয়া মরণ-ভয়ে কলরব করিয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল। বুদ্ধাঙ্কুরের মা, বাপও মরণ-ভয়ে ভীত হইয়া, তাঁহাকে বাসায় ফেলাইয়া পলায়ন করিল। বুদ্ধাঙ্কুর বাসা হইতে মাথা তুলিয়া দেখিলেন, আগুণ ধূধূ করিয়া, চারিদিক্ ছাইয়া আসিতেছে। দেখিয়া ভাবিলেন "আহা! যদি আমার পাখা দু'টী মেলিয়া উড়িতে পারিতাম, তাহা হইলে অন্যত্র উড়িয়া যাইতাম; অথবা যদি পা ফেলিয়া হাঁটিতে পারিতাম, তাহা হইলে, অন্য কোনখানে চলিয়া যাইতাম; অহো! আমার মা, বাপ, যাঁহারা আমার রক্ষক, তাঁহারাও মরণের ডরে আমাকে একাকী ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলাতক; এখন আর আমার জীবনের ভরসা নাই। আহা! আমি নিরুপায় ও নিরাশ্রায়!! আমার আর রক্ষা নাই!!! অহো! আজ আমার কি করা উচিত?" তারপর তাঁহার মনে এইরূপ ভাবোদয় হইল,—"এই জগতে শীল (চরিত্র) গুণ নামে এক গুণ আছে এবং সত্য গুণ নামেও এক গুণ আছে। আর পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে পারিমতারাজী পূর্ণ করিয়া, বোধিতলে বসিয়া, যাঁহারা সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, যাঁহারা শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও বিমুক্তি-জ্ঞানালঙ্কৃত এবং যাঁহারা সকল প্রাণীর প্রতি সমান দয়াভাবাপন্ন ছিলেন, এইরূপ গণনপথাতীত

সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধগণও আছেন, তাঁহারা যে সকল ধর্ম্ম বুঝিয়া ছিলেন, সেই সকল ধর্ম্মের গুণও আছে এবং বর্ত্তমান কালের আমার একটী স্বাভাবিক সত্য ঘটনাও দেখা যাইতেছে। অতএব সনাতন বুদ্ধগণ ও তাঁহাদের জ্ঞাত ধর্ম্ম-গুণকে স্মরণ করিয়া,আমার বর্ত্তমান স্বাভাবিক সত্য ঘটনা লইয়া, সত্য-ক্রিয়া করতঃ দাবানল-প্রতিনিবৃত্ত পূর্ব্বক অদ্য আমার নিজ প্রাণ ও আর আর পাখীগণকে পরিত্রাণ করা উচিত। এই হেতু প্রথম ও দ্বিতীয় গাথা বলা হইয়াছে। (তাহার গদ্যানুবাদ যথা)।

১। জগতে শীল ও সত্য-গুণ এবং দয়া ও পবিত্রতা আছে। আমি,সেই সত্যে অনুপম সত্য-ক্রিয়া করিতেছি।

২। ধর্ম্ম-বলকে মনে করিয়া, সনাতন জিনগণকে স্মরণ করিয়া ও সত্যবলের উপর নির্ভর করিয়া, আমি এই সত্য-ক্রিয়া করিলাম। (পদ্যানুবাদ, যথা) ;—

১। ভবে আছে শীল-গুণ, সত্য, শৌচ, দয়া।
সেই সত্যে করি অনুপম সত্য-ক্রিয়া॥

২। ধর্ম্ম-বলে পূর্ব্ব-জিনে অন্তরে স্মরিয়া।
সত্য-ক্রিয়া করি সত্য-বলে ভর দিয়া॥

তারপর,বুদ্ধাঙ্কুর, অতীত সময়ে নির্ব্বাণগামী ভূতপূর্ব্ব বুদ্ধগণ ও তাঁহাদের গুণাবলী মনে করিয়া, নিজের বর্ত্ত-

মান সত্য-ঘটনা লক্ষ্য করিয়া, সত্য-ক্রিয়া করিবার জন্য এই তৃতীয় গাথা বলিলেন। (গদ্যানুবাদ, যথা)।—

৩। আমার পাখা আছে, কিন্তু উড়িতে পারি না; পদ আছে চলিতে পারি না, মাতা পিতা আছেন, তাঁহারাও পলাতক,(অতএব)হে অগ্নি! প্রতিনিবৃত্ত হও। (পদ্যানুবাদ যথা)।—

৩। পাখা মম আছে, বটে উড়িতে না পারি।
পদ আছে বটে কিন্তু চলিবারে নারি॥
মাতা পিতা আছে বটে গেছে পলাইয়া।
এই সত্যে হুতাশন! যাও হে ফিরিয়া॥

এই কথা বলিয়া,মহাসত্ত্ব বোধি-সত্ত্ব,বাসায় বসিয়াই, সত্য-ক্রিয়া করিলেন। তাঁহার সত্য-ক্রিয়া মাত্র, বাসা হইতে চারিদিকে ষোল করীষ বা প্রায় কুড়ি দ্রোণের মাথা হইতে আগুণ ফিরিয়া গেল। ফিরিবার সময় আর জ্বলিত না হইয়া, জলে ডুবানো তৃণোল্কার ন্যায় নিবিয়া গেল। এই হেতু চতুর্থ গাথা উক্ত হইয়াছে।(গদ্য যথা)।—

৪। আমার সত্য-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপ্রজ্বলিত অগ্নি জল প্রাপ্ত অনলবৎ ষোড়শ-করীষ-স্থান পরিত্যাগ করিল। আমার সত্যের সমান আর সত্য নাই। ইহাই আমার সত্য পারমিতা। (পদ্য যথা)।—

৪। মম সত্য-ক্রিয়া মাত্রে জ্বলন্ত অনল।
বর্জ্জিল করীষ ষোল যেন পেয়ে জল ॥
হেন সত্য সম মম নাহি কিছু আর।
মম এই সত্য-পারমিতা সত্য-সার ॥

এই সেই স্থান। এই স্থান পূর্ণ এক কল্প অগ্নিদ্বারা অভিভূত হইবে না। এই হেতু"কল্পস্থায়িপ্রাতিহার্য্য"নাম হইয়াছে। বোধি-সত্ত্ব,এইরূপে সত্য-ক্রিয়া করিয়া আয়ুঃ-পূর্ণে যথাকর্ম্ম গতি প্রাপ্ত হইলেন।"

গুরুদেব বুদ্ধ কহিলেন,—"ভিক্ষুগণ। অগ্নিদ্বারা এই বনভূমি দগ্ধ না হওয়ার কারণ, আমার ইহ বুদ্ধজন্মের প্রভাব নহে,উহা আমার বর্ত্তক-শাবক-জন্মের সত্য-বল।" এই বলিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করতঃ সত্য প্রকাশ করিলেন। সত্য ব্যাখ্যাবসানে কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী,কেহ কেহ অনাগামী ও কেহ কেহ অর্হৎ-ফল প্রাপ্ত হইলেন। শাস্তা ও অনুসন্ধি ঘটাইয়া জাতক সমাধান করিলেন। এইক্ষণকার মাতা-পিতাই, তখনকার মাতা-পিতা এবং আমিই দাবানল-নির্ব্বাপক বর্ত্তক-শাবক। বর্ত্তক-জাতক সমাপ্ত। (এই বর্ত্তক-পরিত্রাণ নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তির মুখে এখনও পূর্ব্বের ন্যায় অগ্নি-নির্ব্বাপক)।

বর্ত্তক-পরিত্রাণ সমাপ্ত।

ধ্বজাগ্র-পরিত্রের ভূমিকা।

(পালি।)

১। যস্সানুস্সরণেনাপি, অন্তলিক্খে পি পাণিনো।
পতিট্ঠমধিগচ্ছন্তি, ভূমিযং বিয সব্বদা॥

২। সব্বূপদ্দব-জালম্হা, যক্খচোরাদিসম্ভবা।
গণনা ন চ মুত্তানং, পরিত্তং তং ভণাম হে॥

সান্বয়ার্থ।—১। (যস্স) যাহার [যেই পরিত্রের বা পরিত্রাণের] (অনুস্সরণেন) অনুস্মরণদ্বারা [বারংবার স্মরণদ্বারা] (পাণিনো) প্রাণীগণ (ভূমিযং বিয) ভূমির ন্যায় (অন্তলিক্খে পি) অন্তরীক্ষে ও (সব্বদা) সর্ব্বদা (পতিট্ঠং) প্রতিষ্ঠা, আশ্রয় (অধিগচ্ছন্তি) প্রাপ্ত হয়।

২। (যক্খচোরাদিসম্ভবা) যক্ষ চোরাদিসম্ভব [যক্ষ ও চোর ইত্যাদি হইতে সমুৎপন্ন] (সব্বূপদ্দব-জালম্হা) সর্ব্বোপদ্রব-জাল হইতে (মুত্তানং) বিমুক্তগণের (গণনা চ) গণনা (নত্থি) নাই; (হে) ওহে [শ্রোতাগণ! (মযং) আমরা] (তং পরিত্তং) সেই পরিত্রাণ (ভণাম) বর্ণনা করিতেছি।

গদ্যানুবাদ।—(১) যেই পরিত্রাণ বারংবার স্মরণ

করিলে, জীবগণ, ভূমির ন্যায় আকাশেও সর্ব্বদা, আশ্রয় প্রাপ্ত হয়; (২) যক্ষচোরাদি সম্ভব বিবিধ উপদ্রব-জাল হইতে বিমুক্তগণের সংখ্যা নাই; ওহে! সেই (ধ্বজাগ্র পরিত্র, আমরা)পাঠ করিতেছি। (পদ্যানুবাদ,যথা)। —

১। বারংবার যাহার স্মরণে জীবগণ।
ভূমি সম পায় ঠাঁই নভে অনুক্ষণ॥

২। যক্ষ চোর আদি হ'তে যাহা উপজয়।
সর্ব্ব উপদ্রব-জাল হ'তে জীবচয়।
যাহার প্রভাবে মুক্ত জীব অগণন।
শুন, সে পরিত্র, ভক্ত! করিব বর্ণন॥

ধজগ্‌গ-পরিত্তং বা ধজগ্‌গ-সুত্তং।

Dhajagga Parittam va Dhajagga Suttam.

(পালি।)

১। এবং মে সুতং;—একং সমযং ভগবা, সাবত্থিযং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তত্র খো ভগবা ভিক্খূ আমন্তেসি—"ভিক্খবো"তি। "ভদন্তে"তি তে ভিক্খূ ভগবতো পচ্চস্সোস্সুং। ভগবা এতদবোচ;—

২। "ভূতপুব্বং ভিক্খবে! দেবাসুর-সংগামো সমুপব্যুল্হো অহোসি। অথ খো ভিক্খবে! সক্কো, দেবানমিন্দো, দেবে তাবতিংসে আমন্তেসি—'সচে মারিসা! দেবানং সংগামগতানং উপ্পজ্জেয্য ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, মমেব তস্মিং সময়ে ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ। মমং হি বো ধজগ্গং উল্লোকযতং, যং ভবিস্সতি ভয়ং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পহিযিস্সতি।

৩। নো চে মে ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ, অথ পজাপতিস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ। পজাপতিস্স হি বো দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং, যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পহিযিস্সতি।

৪। নো চে পজাপতিস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ, অথ বরুণস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ। বরুণস্স হি বো দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকয়তং, যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পহিযিস্সতি।

৫। নো চে বরুণস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকেয্যাথ, অথ ঈসানস্স দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকে-

য্যাথ। ঈসানস্স হি বো দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং, যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পহিয্যিস্সতীতি'।

৬। তং খো পন ভিক্খবে! সক্কস্স বা দেবানমিন্দস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং, পজাপতিস্স বা দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং, বরুণস্স বা দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং, ঈসানস্স বা দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পহিয্যেথাপি, নো পহিয্যেথ। তং কিস্স হেতু? সক্কো হি ভিক্খবে! দেবানমিন্দো, অবীতরাগো, অবীতদোসো, অবীতমোহো, ভীরু, ছম্ভী, উত্রাসী, পলাযীতি।

৭। অহঞ্চ খো ভিক্খবে! এবং বদামি।—সচে তুম্হাকং ভিক্খবে! অরঞ্ঞগতানং বা রুক্খমূলগতানং বা সুঞ্ঞাগারগতানং বা, উপ্পজ্জেয্য ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, মমেব তস্মিং সমযে অনুস্সরেয্যাথ।—"ইতি পি সো ভগবা অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জা চরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদূ, অনুত্তরো পুরিসদম্মসারথী সত্থাদেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা'তি।"—মমং হি বো ভিক্খবে! অনুস্সরতং, যং ভবিস্সতি ভযং

বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা,সো পহিয্যিস্সতি।

৮। নো চে মং অনুস্সরেয্যাথ, অথ ধম্মং অনুস্সরেয্যাথ।—"স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো অকালিকো এহিপস্সিকো ওপনাযিকো পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহী'তি।"—ধম্মং হি বো ভিক্খবে! অনুস্সরতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পহিয্যিস্সতি।

৯। নো চে ধম্মং অনুস্সরেয্যাথ, অথ সংঘং অনুস্সরেয্যাথ।— 'সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, ঞাযপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, সামীচিপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো, যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি অট্ঠ পুরিসপুগ্গলা, এসভগবতো সাবকসংঘো,আহুনেয্যো পাহুনেয্যো দক্খিণেয্যো অঞ্জলিকরণীযো, অনুত্তরং পুঞ্ঞক্খেত্তং লোকস্সাতি।"—সংঘং হি বো ভিক্খবে! অনুস্সরতং যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোম হংসো বা, সো পহিয্যিস্সতি।

১০। তং কিস্স হেতু? তথাগতো হি ভিক্খবে! অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো, বীতরাগো, বীতদোসো, বীতমোহো, অভীরু, অচ্ছম্ভী, অনুত্রাসী, অপলাযীতি।"

—ইদমবোচ ভগবা। ইদং বত্বান সুগতো অথাপরং এতদবোচ সত্থা।—

১১। "অরঞ্ঞে রুক্খমূলে বা,সুঞ্ঞাগারে ব ভিক্খবে!।
অনুস্সরেথ সম্বুদ্ধং, ভযং তুম্হাকং নো সিয়া॥

১২। নো চে বুদ্ধং সরেয্যাথ,লোকজেট্ঠং নরাসভং।
অথ ধম্মং সরেয্যাথ,নিয্যানিকং সুদেসিতং॥

১৩। নো চে ধম্মং সরেয্যাথ,নিয্যানিকং সুদেসিতং।
অথ সংঘং সরেয্যাথ, পুঞ্ঞক্খেত্তং অনুত্তরং॥

১৪। এবং বুদ্ধং সরন্তানং, ধম্মং সংঘঞ্চ ভিক্খবো।
ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা, লোমহংসো ন হেস্সতীতি।"

ধজগ্গপরিত্তং বা ধজগ্গসুত্তং নিট্ঠিতং।

সান্বয়ার্থ।

১। শ্রীমৎ আনন্দ মহাস্থবির বলিতেছেন,—"[(ধজগ্গপরিত্তং, বা ধজগ্গসুত্তং)ধ্বজাগ্র-পরিত্রাণ বা ধ্বজাগ্র-সূত্র] (মে)মৎকর্ত্তৃক(এবং)এইরূপ (সুতং) শ্রুত হইয়াছে ;—(একং সমযং) একসময় (ভগবা) ভগবান্ [বুদ্ধদেব] (সাবত্থিযং) শ্রাবস্তিনগরের নিকটস্থ (জেতবনে) জেত নামক রাজকুমারের উদ্যানে (অনাথপিণ্ডিকস্স)অনাথ পিণ্ডদের(আরামে)আরামে, বিহারে, (বিহরতি) বাস করিতেছেন। (তত্র খো)

সেই সময়ে (ভগবা)ভগবান্ (ভিক্খবো'তি)ভিক্ষুগণ ! বলিয়া(ভিক্খূ)ভিক্ষুদিগকে(আমন্তেসি) আমন্ত্রণ করিলেন, ডাকিলেন। (তে ভিক্খ) সেই ভিক্ষুরা (ভদন্তে'তি) যে আজ্ঞা প্রভো ! বলিয়া (ভগবতো) ভগবান্‌কে (পচ্চস্সোসুং)প্রত্যুত্তর দিলেন। (ভগবা)ভগবান্ (এতদবোচ) এই বলিলেন ;—

২। (ভিক্খবে !) হে ভিক্ষুগণ ! (ভূতপুব্বং)ভূতপূর্ব্বে (দেবাসুর-সংগামো) দেবাসুর-সংগ্রাম (সমুপব্যুল্‌হো অহোসি) সংঘটন হইয়াছিল। (ভিক্খবে !) ভিক্ষুগণ ! (অথ খো) তাহাতে নাকি (সক্কো) শক্র (দেবানমিন্দো)দেবগণের ইন্দ্র(তাবতিংসে দেবে)ত্রয়োত্রিংশ[স্বর্গবাসী]দেবগণকে(আমন্তেসি)আমন্ত্রণ করিলেন,ডাকিয়া বলিলেন,—'(মারিসা দেবা !)হে মাদৃশ দেবগণ ! (সচে)যদি (সংগামগতানং দেবানং)সংগ্রাম গামিদেবগণের (ভযং বা) ভয় বা (ছম্ভিতত্তং বা) স্তব্ধতা বা (লোমহংসো বা)অথবা কি রোমহর্ষ(উপ্পজ্জেয্য) উৎপন্ন হয় ; (তস্মিং সময়ে) সেই সময়ে (মমেব) আমারই (ধজগ্‌গং) রথধ্বজের অগ্রভাগ (উল্লোকেয্যাথ)দর্শন করিবে। (মমং ধজগ্‌গং)আমার ধ্বজাগ্র (উল্লোকয়তং)দর্শন করিলে(হি)নিশ্চয়(বো)

তোমাদের (যং ভযং বা) যে ভয় বা (ছম্ভিতত্তং বা) স্তব্ধতা বা (লোমহংসো বা) রোমহর্ষ (ভবিস্সতি) হইবে (সো) তাহা (পহিয্যিস্সতি) দূর হইবে।

৩। (চে) যদি (মে) আমার (ধজগ্গং) ধ্বজাগ্র (উল্লোকেয্যাথ নো) দর্শন কর না, (অথ) তবে (দেবরাজস্স পজাপতিস্স) দেবরাজ প্রজাপতির(ধজগ্গং) ধ্বজাগ্র (উল্লোকেয্যাথ)দর্শন করিবে(দেবরাজস্স পজাপতিস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং হি)দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্রদর্শন করিলেই(বো) তোমাদের (যং ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা ভবিস্সতি)যেই ভয় বা স্তব্ধতা বা রোমহর্ষ হইবে, (সো পহিয্যিস্সতি) তাহা দূর হইবে।

৪। (দেবরাজস্স বরুণস্স)দেবরাজ বরুণের,[আর সমুদয় ৩য় ক্লসে দেখ]।

৫। (দেবরাজস্স ঈসানস্স) দেবরাজ ঈশানের, [আর সমুদয় ৩য় ক্লসে দেখ]'।

৬। (খোপন) কিন্তু (ভিক্খবো) হে ভিক্ষুগণ! (দেবানমিন্দস্স সক্কস্স) দেবেন্দ্র শক্রের (তং ধজগ্গং) সেই ধ্বজাগ্র (উল্লোকযতংবা) দর্শন করিলে বা (দেবরাজস্স পজাপতিস্স)দেবরাজ প্রজাপতির(ধজগ্গং

উল্লোকযতংবা)ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে বা (দেবরাজস্স বরুণস্স ধজগ্গং উল্লোকযতংবা) দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে বা (ঈসানস্স বা দেবরাজস্স ধজগ্গং উল্লোকযতং) অথবা দেবরাজ ঈশানের ধ্বজাগ্র দর্শন করিলেও বা (যং ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা ভবিস্সতি) যেই ভয় বা স্তব্ধতা বা রোমহর্ষ হইবে (সো পহিয্যেথাপি) তাহা দূর হইবে বলিলেও (পহিয্যেথ নো) দূর হইল না। (তং কিস্স হেতু ?)তাহা কিসের কারণ ? (ভিক্খবে !) হে ভিক্ষুগণ ! (সক্কো হি দেবানমিন্দো) শক্র, দেবতার ইন্দ্র (অবীতরাগো) অবীতরাগ, সকাম, (অবীতদোসো) অবীতদ্বেষ, সহিংস, (অবীতমোহো) অবীতমোহ, সমোহ, (ভীরু) ভয়ালু (ছম্ভী) স্তব্ধীভূত (উত্রাসী) ত্রাসযুক্ত ও (পলাযী) পলায়নপর। (ইতি) এই কারণ।

৭। (ভিক্খবে !)হে ভিক্ষুগণ ! (অহঞ্চ খো)আমি কিন্তু (এবং বদামি) এই বলিতেছি যে (সচে) যদি (ভিক্খবে !) হে ভিক্ষুগণ ! (অরঞ্ঞগতানং বা) কি অরণ্যগত (রুক্খমূলগতানংবা) কি তরুমূলগত(সুঞ্ঞাগারগতানং বা) কি শূন্যাগার বিহারগত (তুম্হাকং)

তোমাদের (যং ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা) পূর্ব্ববৎ (উপ্পজ্জেয্য) উৎপন্ন হয়, (তস্মিং সমযে) সেই সময়ে (মমেব) আমাকেই (অনুস্সরেয্যাথ) অনুস্মরণ করিবে, বারংবার স্মরণ করিবে ;—

"(ইতি পি) ইনিও (সো ভগবা) সেই ভগবান্ (যো) যিনি (অরহং) অর্হং(সম্মাসম্বুদ্ধো) সম্যক্সম্বুদ্ধ (বিজ্জাচরণসম্পন্নো) বিদ্যাচরণসম্পন্ন (সুগতো)সুগত (লোকবিদূ) লোকজ্ঞ (অনুত্তরো) অনুত্তর (পুরিসদম্মসারথী) পুরুষদম্য সারথী (দেবমনুস্সানংসত্থা)দেবতা ও মনুষ্যদিগের শাস্তা (বুদ্ধো) বুদ্ধ (ভগবা) ভগবান্ (ইতি) এই *।" (ভিক্খবে !) হে ভিক্ষুগণ ! (মমংহি) আমাকেই (অনুস্সরতং)বারংবার স্মরণ করিলে (বো) তোমাদের(যং ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসোবা) যেই ভয় বা স্তব্ধতা বা রোমহর্ষ (সো পহিয্যিস্সতি) তাহা দূর হইবে।

৮। (চে) যদি (মং) আমাকে (অনুস্সরেয্যাথ

* ২৬ পৃষ্ঠার ১৭শ পংক্তি হইতে ৩০ পৃষ্ঠার ১৬শ পংক্তি পর্য্যন্ত বুদ্ধাভিথূতিং এর সান্বয়ার্থ ও বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ ও পদ্যানুবাদ দেখ।

নো) বারংবার স্মরণ না কর, (অথ ধম্মং অনুস্সরে-য্যাথ) তবে ধর্ম্মকে অনুস্মরণ করিবে।—

"(যো ধম্মো) যেই ধর্ম্ম(ভগবতা)ভগবান্ কর্ত্তৃক (স্বাক্খাতো) সুচারুরূপে আখ্যাত (সন্দিট্ঠিকো) সন্দৃষ্টিক, (অকালিকো) অকালিক, (এহিপস্সিকো) আহ্বানিক, (ওপনাযিকো) ঔপনায়িক (বিঞ্ঞূহি) বিজ্ঞগন কর্ত্তৃক (পচ্চত্তং) নিজে নিজে, বিশেষরূপে (বেদিতব্বো) জ্ঞাতব্য। (ইতি)এই *।" (ভিক্খবে!) ভিক্ষুগণ! (ধম্মং হি অনুস্সরতং) ধর্ম্মকেই অনুস্মরণ করিলে (বো) তোমাদের (যং ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পহিয্যিস্সতি) পূর্ব্ববৎ।

৯। (চ)যদি(ধম্মং অনুস্সরেয্যাথ নো, অথ সংঘং) যদি ধর্ম্মকে অনুস্মরণ না কর, তবে সংঘকে(অনুস্সরে-য্যাথ) অনুস্মরণ করিবে।—

"(সুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো)সুপ্রতিপন্ন ভগবানের শ্রাবকসংঘ, (উজুপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো) ঋজুপ্রতিপন্ন ভগবানের শ্রাবকসংঘ, (ঞাযপটিপন্নো ভগবতো সাবকসংঘো) ন্যায়প্রতি-পন্ন ভগবানের শ্রাবকসংঘ, (সামীচিপটিপন্নো ভগ-

* ধম্মাভিথূতি দেখ।

বতো সাবকসংঘো)সাম্যপ্রতিপন্ন ভগবানের শ্রাবক সংঘ (যদিদং চত্তারি পুরিসযুগানি) যাহা এই চারি যোড়া পুরুষ (অঠ্‌ঠপুরিসপুগ্‌গলা) অষ্ট পুরুষপুদ্গাল (এস ভগবতো সাবকসংঘো) এমন যে ভগবানের শ্রাবকসংঘ (আহুনেয্যো) আহ্বানীয়, (পাহুনেয্যো) প্রাহ্বানীয়, (দক্খিণাযো) দক্ষিণীয়, (অঞ্জলিকরণীয়ো) অঞ্জলিকরণীয়, (লোকস্স অনুত্তরং পুঞ্ঞক্ষেতং) জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র (ইতি)এই *।" (ভিক্খবে! সংঘং অনুস্সরতংহি)ভিক্ষুগণ! সংঘকে অনুস্মরণ করিলেই(যং ভবিস্সতি ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো বা, সো পহিয্যিস্সতি) পূর্ব্ববৎ।

১০। (তং কিস্স হেতু?)তাহা কিসের কারণ? (ভিক্খবে!) ভিক্ষুগণ! (তথাগতো হি) তথাগতই (অরহং) অর্হৎ (সম্মাসম্বুদ্ধো) সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, পূর্ণবুদ্ধ [যিনি বিনাগুরূপদেশে ও বিনা অধ্যয়নে স্বয়ং দুঃখ দুঃখের কারণ, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের পথ এই চারি মহাসত্য বুঝিয়াছেন ও সেই সত্য-পথে স্বয়ং চলিয়া, অপরকেও সেই সত্যপথে চলিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন] (বীতরাগো) বীতরাগ,

* সংঘাভিগুপ্তিং দেখ।

কামহীন, (বীতদোসো) বীতদ্বেষ, হিংসাহীন, (বীত-মোহো) বীতমোহ, মোহহীন, (অভীরু) অভীরু, (অচ্ছম্ভী) অস্তব্ধীভূত, (অনুত্রাসী) ত্রাসহীন, এবং (অপলাযী) অপলায়নপর (ইতি) এই কারণ।—(ভগবা) ভগবান্ (ইদং অবোচ) এই কথা বলিলেন। (সুগতো) সুগত (ইদং) ইহা (বত্বান) বলিয়া (অথ) অনন্তর (সত্থা) শাস্তা (অপরং) অপর গাথায় (এতং) ইহা (অবোচ) বলিলেন ;—

১১। "(ভিক্ষবে !) হে ভিক্ষুগণ ! (অরঞ্ঞে বা) কি অরণ্যে (রুক্খমূলে বা) কি তরুমূলে (সুঞ্ঞগারেব) কি শূন্যাগারে, বিহারে (সম্বুদ্ধং) সম্বুদ্ধকে (অনুস্স-রেথ) অনুস্মরণ করিবে, [(তেন হি) তাহা হইলে] (তুম্হাকং) তোমাদের (ভযং) ভয় (সিয়া নো) হইবে না।

১২। (চে) যদি (লোকজেট্ঠং) লোকজ্যেষ্ঠ (নরাসভং) নরর্ষভ, নরশ্রেষ্ঠ (বুদ্ধং) বুদ্ধকে (নো সরেয্যাথ) স্মরণ না কর, (অথ) তবে (নিয্যানিকং) নৈর্য্যানিক, নির্ব্বাণ-নগরে গমনের রথস্বরূপ (সুদে-সিতং) সদুপদিষ্ট (ধম্মং) ধর্ম্মকে (সরেয্যাথ) স্মরণ করিবে।

১৩। (চে) যদি (নিয্যানিকং) নৈর্য্যানিক, সমস্ত

দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় স্বরূপ (সুদেসিতং) সুদে-
শিত,সদুপদিষ্ট(ধম্মং)ধর্ম্মকে(নো সরেয্যাথ)স্মরণ না
কর,(অথ)তবে(অনুত্তরং)অনুত্তর, সর্ব্বোৎকৃষ্ট (পুঞ্ঞ-
ক্খেত্তং) পুণ্যক্ষেত্র(সংঘং)সংঘকে (সরেয্যাথ) স্মরণ
করিবে।

১৪। (ভিক্খবো!) হে ভিক্ষুগণ! (এবং) এই
রূপ (বুদ্ধং ধম্মঞ্চ সংঘং) বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘকে (সরন্তানং)
স্মরণকারিগণের (ভযং বা ছম্ভিতত্তং বা লোমহংসো
বা)ভয় বা স্তব্ধতা, অথবা কি রোমহর্ষ (হেস্সতি ন)
হইবে না। (ইতি) সমাপ্ত।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। (শ্রীমৎ আনন্দ মহাথেরঃ বলিতেছেন, ধ্বজাগ্র-
সূত্র বা ধ্বজাগ্র পরিত্রাণ), মৎকর্ত্তৃক এইরূপ শ্রুত হই-
য়াছে।—এক সময় ভগবান্ শ্রাবস্তী-সন্নিহিত জেতবনে,
অনাথপিণ্ডদের আরামে অবস্থান করিতেছেন। তখন
ভগবান্,ভিক্ষুগণকে,"ভিক্ষুগণ!"বলিয়া আহ্বান করিলেন।
ভিক্ষুগণ, "যে আজ্ঞা প্রভো!" বলিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান
করিলেন। ভগবান্(তাঁহাদিগকে) এই কথা বলিলেন।—

২। "ভিক্ষুগণ! ভূতপূর্ব্বে একবার দেবাসুরের
সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাহাতে দেবেন্দ্র শক্র, ত্রয়ো-
ত্রিংশবাসী দেবতাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন,—'দেখ,

দেবতাগণ ! সংগ্রাম-ভূমিতে যদি তোমাদের কাহারও কিছু ভয় বা স্তব্ধতা বা রোমহর্ষ হয়, তখন আমারই ধ্বজাগ্র দর্শন করিবে ; আমার ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে, নিশ্চয় তোমাদের যে ভয়, স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চ হইবে, তাহা দূর হইবে।

৩। যদি আমার ধ্বজাগ্র দর্শন না কর, তবে দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্র দর্শন করিও। দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে, নিশ্চয় তোমাদের যে ভয়, স্তব্ধতা ও রোমাঞ্চ হইবে, তাহা দূর হইবে।

৪। যদি দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্রদর্শন না কর, তবে দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র দর্শন করিও। দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে,নিশ্চয় তোমাদের যে ভয় স্তব্ধতা ও রোমাঞ্চ হইবে, তাহা দূর হইবে।

৫। যদি দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র দর্শন না কর,তবে দেবরাজ ঈশানের ধ্বজাগ্র দর্শন করিও। দেবরাজ ঈশানের ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে, নিশ্চয় তোমাদের যে ভয়, স্তব্ধতা ও রোমাঞ্চ হইবে, তাহা দূর হইবে।'

৬। ভিক্ষুগণ ! তাহাতে, কিন্তু—দেবেন্দ্র শক্রের ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে বা, দেবরাজ প্রজাপতির ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে বা,দেবরাজ বরুণের ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে বা, দেবরাজ ঈশানের ধ্বজাগ্র দর্শন করিলে বা যে ভয়, স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চ হইবে, তাহা দূর হইবে, বলি-

লেও—দূর হইল না। তাহার কারণ কি? দেবেন্দ্র শক্র রাগহীন, দ্বেষহীন ও মোহহীন নহে, ভীরু, স্তব্ধী, ত্রাসযুক্ত ও পলায়নপর।

৭। কিন্তু, হে ভিক্ষুগণ! আমি এই কথা বলিতেছি। কি অরণ্যে, কি তরুমূলে, কি শূন্যাগার বিহারে, যেখানে যাও না কেন, যদি তোমাঁদের ভয়, স্তব্ধতা ও রোমাঞ্চ হয়, তখন এই বলিয়া আমাকে স্মরণ করিও।—"ইনিও সেই ভগবান্ অর্হৎ, সম্যকৃসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর, পুরুষদম্যসারথী, সুরনর-গুরু, বুদ্ধ ও ভগবান্।" ভিক্ষুগণ! আমাকে স্মরণ করিলেই, তোমা-দের যে ভয়, স্তব্ধতা ও রোমাঞ্চ হইবে, তাহা দূর হইবে।

৮। যদি আমাকে স্মরণ না কর, তবে, এইরূপে ধর্ম্মকে স্মরণ করিও।—"ধর্ম্ম, ভগবান্ কর্ত্তৃক সুচারুরূপে আখ্যাত, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, ফলপ্রদানের কালাকালের অপেক্ষা করে না বলিয়া আকালিক, "এস একবার আমাকে দেখ" বলিয়া সকলকে সাদরে আহ্বান করে বলিয়া আহ্বানিক, বুদ্ধের পরিবর্ত্তে বুদ্ধস্বরূপ বলিয়া ঔপনায়িক ও বিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক নিজে নিজে বিশেষরূপে জানিবার যোগ্য।"—ভিক্ষুগণ! ধর্ম্মকে স্মরণ করিলেই, তোমাদের যে ভয়, স্তব্ধতা ও রোমাঞ্চ হইবে, তাহা দূর হইবে।

৯। যদি ধর্ম্মকে স্মরণ না কর, তবে এইরূপে সংঘকে

স্মরণ করিও।—"সুপথে উপনীত ভগবানের শ্রাবক সংঘ, ঋজুপথে উপনীত ভগবানের শ্রাবকসংঘ, ন্যায়পথে উপনীত ভগবানের শ্রাবকসংঘ, সাম্যপথে উপনীত্র ভগবানের শ্রাবকসংঘ—এই যে চারি যোড়া পুরুষ, অষ্টপুরুষ ব্যক্তি—এমন যে ভগবানের শিষ্যসংঘ, যাঁহারা আহ্বানীয়, পুনরাহ্বানীয়, দক্ষিণীয়, করপুটে নমস্য ও জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।"—ভিক্ষুগণ! সংঘকে স্মরণ করিলেই তোমাদের যে ভয়, স্তব্ধতা ও রোমাঞ্চ হইবে, তাহা দূর হইবে।

১০। তাহার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! তথাগত অর্হৎ সম্যক্সম্বুদ্ধই রাগহীন, দ্বেষহীন ও মোহহীন, এবং অভীরু অস্তব্ধী, অত্রাসী ও অপলায়নপর।" ভগবান্ ইহা বলিলেন। সুগত এই কথা বলিয়া শাস্তা অপর গাথায় এইরূপ বলিলেন।

১১। "ভিক্ষুগণ! কি বনে, কি তরুমূলে, কি শূন্যাগারে (বিহারে) সম্বুদ্ধকে অনুস্মবণ করিবে, (তাহা হইলে) তোমাদের ভয় হইবে না।

১২। যদি লোকজ্যেষ্ঠ নরর্ষভ বুদ্ধকে স্মরণ না কর, তবে নির্ব্বাণ-রথ সুদেশিত ধর্ম্মকে স্মরণ করিবে।

১৩। যদি নির্ব্বাণ-রথ সুদেশিত ধর্ম্মকে স্মরণ না কর, তবে অনুত্তর পুণ্য-ক্ষেত্র সংঘকে স্মরণ করিবে।

১৪। ভিক্ষুগণ! এইরূপে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘানুস্মারক দিগের ভয় বা স্তব্ধতা বা রোমাঞ্চ হইবে না।"

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—দীর্ঘ ত্রিপদী।

১। শ্রীমৎ আনন্দ কন, শুন ওহে ভিক্ষুগণ !,
ধ্বজাগ্র-পরিত্র বিবরণ।
শুনিয়াছি যেই মত, কহিতেছি সেই মত,
একদিন প্রভু শৌদ্ধোদন ॥
শ্রাবস্তী নগর কাছে, যথা জেতবন আছে,
অনাথপিণ্ডদ যে বাগানে।
ভগবান্‌-বাস তরে, বিহার নির্ম্মা'য়ে পরে,
অরপিয়া দিলা ভগবানে ॥
সেইখানে লোকনাথ, শিষ্যবর্গ করি সাথ,
বসেছেন, হরষিত মন।
তবে প্রভু ভগবান্‌, ডাকি'বলে ভিক্ষুস্থান,
"শুন বলি, ওহে ভিক্ষুগণ ! ॥"
"যে আজ্ঞা" বলিয়া তবে, নিবেদিল ভিক্ষু সবে,
সসম্ভ্রমে হ'য়ে যোড়হাত।
বুঝিয়া ভিক্ষুর মন, ভিক্ষুগণে এ'বচন,
কহিলেন ত্রিলোকের নাথ ॥—
২। "পূর্ব্বকালে ভিক্ষুগণ !, দেবাসুরে মহারণ,
একবার হৈল সংঘটন।

তাহে ইন্দ্র সুরপতি, ত্রয়োত্রিংশ দেবে তথি,
ডাকি' বলে এমত বচন ॥—
'শুন, ওহে দেবগণ !, রণে যাবে যেইক্ষণ,
যদি তোমাদের কিছু ভয়।
স্তবধ রোমাঞ্চ ভাব, যদি হয় আবির্ভাব,
ধ্বজা মম হের সে সময় ॥
নিশ্চয় হে দেবগণ !, মম ধ্বজা দরশন,
করিলে, যে হ'বে কোন ভয়।
স্তব্ধতা রোমাঞ্চ আর, তোমাদের সবাকার,
দূর হ'বে কহিনু নিশ্চয় ॥
৩। যদি মম ধ্বজবর, দরশন নাহি কর,
শুন, তবে, ওহে দেবগণ !।
প্রজাপতি দেবরাজ, হেরিবে তাঁহার ধ্বজ,
তাঁর ধ্বজা করিলে দর্শন ॥
নিশ্চয় হে দেবগণ !, তাঁর ধ্বজ দরশন,
করিলে, যে হ'বে কোন ভয়।
স্তব্ধতা রোমাঞ্চ আর, তোমাদের সবাকার,
দূর হ'বে নাহিক সংশয় ॥
৪। যদি তাঁর ধ্বজবর, দরশন নাহি কর,
শুন তবে ওহে দেবগণ !।

দেবরাজ বরুণের, পতাকা তখনি হের,
তাঁর ধ্বজা করিলে দর্শন ॥
নিশ্চয় হে দেবগণ !, তাঁর ধ্বজা দরশন,
করিলে, যে হ'বে কোন ভয়।
স্তব্ধতা রোমাঞ্চ আর, তোমাদের সবাকার,
দূর হ'বে নাহিক সংশয় ॥
৫। যদি তাঁর ধ্বজবর, দরশন নাহি কর,
শুন তবে ওহে দেবগণ ! ।
দেবরাজ ঈশানের, কেতন তখন হের'
তাঁর কেতু করিলে দর্শন ॥
নিশ্চয় হে দেবগণ !, তাঁর ধ্বজা দরশন,
করিলে, যে হ'বে কোন ভয়।
স্তব্ধতা রোমাঞ্চ আর, তোমাদের সবাকার,
দূর হ'বে নাহিক সংশয় ॥'
৬। কিন্তু তা'তে ভিক্ষুগণ !, করিলেও দরশন,
দেবরাজ শক্রের কেতন।
প্রজাপতি বরুণের, দেবরাজ ঈশানের,
কেতন করিলে দরশন ॥
'যে ভয় স্তবধ ভাব, রোমহর্ষ আবির্ভাব,
দূর হ'বে নাহিক সংশয়।'

কহিলেও এ’ বচন, তবু তাহা সেইক্ষণ,
কোন মতে দূর নাহি হয়॥
বলি তার কি কারণ ?,—শুন ওহে ভিক্ষুগণ,
দেবরাজ শক্র পুরন্দর।
নহে রাগ-দ্বেষ-হীন, নহে ভয়-মোহ-হীন,
স্তব্ধী ত্রাসী পলায়নপর॥

৭। কিন্তু আমি ভিক্ষুগণ !, কহিতেছি এ’ বচন,
কি অরণ্যে কি তরুতলায়।
জনশূন্য কি আগারে, শূন্যাগার কি বিহারে,
যাও, থাক, যথায়, তথায়॥
শুন ওহে ভিক্ষুগণ !, ভয় লাগে যেইক্ষণ,
স্তবধতা, রোম হরষণ।
যদি হয় সংঘটন, এ’ বলিয়া সেইক্ষণ,
মোরে সবে করিবে স্মরণ॥—
“এই সেই ভগবান্, ইনি সেই অরহান্,
ইনি সেই সম্যক্‌সম্বুদ্ধ।
ইনি বিদ্যা-আচরণ,— বিভূষিত দেহমন,
ইনি সেই সুগত লোকজ্ঞ॥
ইনি সেই অনুত্তর, বিশ্বধামে পরাৎপর,
নর-দম্য সারথী পরম।

ইনি নর-দেব-গুরু, বুদ্ধ-জ্ঞান-কল্প-তরু,
ভগবান্ লোকে নিরুপম ॥”
শুন ওহে ভিক্ষুগণ !, মোর নাম অনুক্ষণ,
স্মরণ করিলে বার বার।
নিশ্চয় যে কিছু ভয়, চমক, রোমাঞ্চ হয়,
দূর হ’বে তোমা সবাকার ॥
৮। যদি মোরে নাহি স্মর, ধরমে স্মরণ কর,
এইরূপে হ’য়ে সাবধান।—
“যে ধরম ভগবান্, করিলেন সুবাখান,
গোচরে যে ফল করে দান ॥
ফল দানে কাল নাই, যে সে কালে ফল পাই,
গ্রহণ পালন কাল নাই।
‘এস এস একবার, দেখি যাও কি আচার,
মোর মতে চলি যাও ভাই ॥’—
এ’ বলিয়া সবাকারে, ডাকে ধর্ম্ম সমাদরে,
বুদ্ধহীনে বুদ্ধ যে ধরম।
জ্ঞানিগণ নিজে নিজে, জ্ঞাতব্য অন্তর মাঝে,
যে ধরম অনুপ মরম ॥”
শুন ওহে ভিক্ষুগণ!, ধর্ম্ম মম অনুক্ষণ,
স্মরণ করিলে বার বার।

নিশ্চয় যে কিছু ভয়, চমক, রোমাঞ্চ হয়,
দূর হ'বে তোমা সবাকার॥
৯। ধরমে যদি না স্মর, সংঘেরে স্মরণ কর,
এইরূপে হ'য়ে সাবহিত।—
"ভগবান-শিষ্য যত, সুপথেতে উপনীত,
যাঁরা সোজা-পথে উপনীত॥
ভগবান-শিষ্য যত, ন্যায়-পথে উপনীত,
সাম্য-পথে উপনীত যাঁরা।
চারি যোড়া—অষ্টজন, পুরুষ-রতন, হেন,
বুদ্ধ ভগবান-শিষ্য তাঁরা॥
যাঁরা ভবে আহ্বানীয়, নিমন্ত্রিয়া পূজনীয়,
যাঁরা আহ্বানীয় বারবার।
দান-পাত্র দক্ষিণীয়, করপুটে বন্দনীয়,
বিশ্ব-পুণ্য-ক্ষেত্র পরাৎপর॥"
শুন ওহে ভিক্ষুগণ!, সংঘে মম অনুক্ষণ,
স্মরণ করিলে বারবার।
নিশ্চয় যে কিছু ভয়, চমক, রোমাঞ্চ হয়,
দূর হ'বে তোমা সবাকার॥
১০। বলি, তার কি কারণ?,—শুন ওহে ভিক্ষুগণ!,
অর্হৎই সম্যক্সম্বুদ্ধ।

রাগ-দ্বেষ-মোহ-হীন, ভয়হীন, ত্রাসহীন,
নহে পলায়নপর, স্তব্ধ ॥”—
এই কথা ভগবান্, কহিলেন শিষ্য স্থান,
এই কথা কহিয়া সুগত।
অনন্তর বুদ্ধ শাস্তা, এই কথা রচি’ গাথা,
কহিলেন নিম্ন উক্ত মত ॥—

১১। “কাননে বা তরুমূলে ওহে ভিক্ষুচয় !।
অথবা বিহারে যদি পাও কিছু ভয় ॥
বার বার সম্বুদ্ধকে করিও স্মরণ।
তোমাদের ভয় নাহি হ’বে কদাচন ॥
১২। যিনি লোক-জ্যেষ্ঠ নর-ঋষভ যে জন।
যদি সে সম্বুদ্ধে নাহি কর হে স্মরণ ॥
নির্ব্বাণ-গমনে ধর্ম্ম সুরচিত রথ।
তবে সেই ধরমেরে স্মর অবিরত ॥
১৩। সুরচিত রথ ধর্ম্ম নির্ব্বাণ-গমনে।
যদি বা স্মরণ নাহি কর কোনজনে ॥
জগতের পুণ্য-ক্ষেত্র বুদ্ধ-শিষ্যগণ।
পরাৎপর সংঘে তবে করিবে স্মরণ ॥
১৪। এইরূপে বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সংঘকে স্মরণ।
অবিরত বার বার করে যেইজন ॥

ভয় বা স্তবধ ভাব, লোমহরষণ।
কদাচ তা'দের নাহি হ'বে ভিক্ষুগণ!॥"

ধ্বজাগ্র-পরিত্র বা ধ্বজাগ্র-সূত্র সমাপ্ত।

আটানাটিয়-সূত্রের ভূমিকা।

(পালি।)

১। অপ্পসন্নেহি নাথস্স, সাসনে সাধুসম্মতে।
অমনুস্সেহি চণ্ডেহি, সদা কিব্বিসকারীভি॥

২। পরিসানং চতস্সন্নং, অহিংসায চ গুত্তিযা।
যং দেসেসি মহাবীরো, পরিত্তং তং ভণাম হে॥

সান্বয়ার্থ।—১। (সাধুসম্মতে) সাধুসম্মত, সাধুপ্রিয় (নাথস্স) নাথের (সাসনে) সাসনে, [শাস্ত্র, আচার ও নির্ব্বাণ-জ্ঞান এই ত্রিবিধ ধর্ম্মে] (অপ্পসন্নেহি চণ্ডেহি সদা কিব্বিসকারীভি অমনুস্সেহি) অপ্রসন্ন, চণ্ড, সদা কলুষকারী অমনুষ্যগণ হইতে, (২)—(চতুস্সন্নং পরিসানং) চারি প্রকার পারিষদকে, [ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা অথবা সুর-নর-মার-ব্রহ্ম, এই চারি প্রকার পারিষদকে] (অহিংসায় চ গুত্তিয়া) অহিংসা

ও রক্ষার জন্য (মহাবীরো) মহাবীর, বুদ্ধ (যং) যাহা, যেই আটানাটিয়-সূত্র, (দেসেসি) উপদেশ দিয়াছিলেন, (হে) ওহে! (তং পরিত্তং) সেই পরিত্রাণ (ভণাম) [আমরা] বর্ণনা করিতেছি।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ—১। সাধু-সম্মত-নাথ-শাসনে অপ্রসন্ন, চণ্ড, সদা কলুষকারী অমনুষ্যগণ হইতে (২) পারিষদ্ চতুষ্টয়কে অহিংসা ও রক্ষার জন্য, মহাবীর বুদ্ধ যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন; ওহে! আমরা সেই পরিত্রাণ বর্ণনা করিতেছি।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১,২। সাধু-প্রিয় বুদ্ধ-ধর্ম্মে অপ্রসন্ন মন।
সদা পাপকারী, চণ্ড, অমনুষ্যগণ॥
তাহাদের হাতে রক্ষা, অহিংসা কারণ।
পারিষদ্ চতুর্ব্বিধে করিতে রক্ষণ॥
মহাবীর বুদ্ধ যাহা দিলা উপদেশ।
ভণি সে পরিত্র শুন হইয়া নিবেশ॥

আটানাটিয়-সুত্তং। ATANATIYA SUTTAM.

(পালি।)

১। বিপস্সিস্স নমত্থু, চক্খুমন্তস্স সিরীমতো।
সিখিস্স পি নমত্থু, সব্বভূতানুকম্পিনো॥
২। বেস্সভুস্স নমত্থু, নহাতকস্স তপস্সিনো।
নমত্থু ককুসন্ধস্স, মারসেনপ্পমদ্দিনো॥
৩। কোনগমনস্স নমত্থু, ব্রাহ্মণস্স বুসীমতো।
কস্সপস্স নমত্থু, বিপ্পমুত্তস্স সব্বধি॥
৪। অঙ্গীরসস্স নমত্থু, সক্যপুত্তস্স সিরীমতো।
যো ইমং ধম্মং দেসেসি, সব্বদুক্খাপনুদনং॥
৫। যে চাপি নিব্বুতা লোকে, যথাভূতং বিপস্সিসুং।
তে জনা অপিসুনাথ, মহন্তা[১] বীতসারদা॥
৬। হিতং দেবমনুস্সানং, যং নমস্সন্তি গোতমং।
বিজ্জাচরণসম্পন্নং, মহন্তং[২] বীতসারদং॥
৭। এতে চ'ঞ্ঞে চ সম্বুদ্ধা, অনেকসতকোটিযো।
সব্বে বুদ্ধাসমসমা[৩], সব্বে বুদ্ধা মহিদ্ধিকা॥
৮। সব্বে দসবলূপেতা, বেসারজ্জেহুপাগতা।
সব্বে তে পটিজানন্তি, আসভণ্ঠানমুত্তমং॥

৯। সীহনাদং নাদন্তেতে, পরিসাসু বিসারদা।
ব্রহ্মচক্কং পবত্তেন্তি, লোকে অপ্পটিবত্তিযং॥
১০। উপেতা বুদ্ধধম্মেহি, অঠ্ঠরসহি নায়কা।
বত্তিংস-লক্খণূপেতা৪, সীত্যানুব্যঞ্জনধরা৫॥
১১। ব্যামপ্পভায সুপ্পভা, সব্বে তে মুনিকুঞ্জরা।
বুদ্ধা সব্বঞ্ঞুনো এতে, সব্বে খীণাসবা জিনা॥
১২। মহাপ্পভা, মহাতেজা, মহাপঞ্ঞা, মহাব্বলা।
মহাকারুণিকা, ধীরা, সব্বেসানং সুখাবহা॥
১৩। দীপা, নাথা, পতিঠ্ঠা চ, তাণা, লেণা চ পাণীনং।
গতী, বন্ধু, মহস্সাসা, সরণা চ হিতেসিনো॥
১৪। সদেবকস্স লোকস্স, সব্বে এতে পরাযনা।
তেসাহং সিরসা পাদে, বন্দামি পুরিসুত্তমে॥
১৫। বচসা মনসা চেব, বন্দামেতে তথাগতে।
সযনে, আসনে, ঠানে, গমনে চা পি সব্বদা॥
১৬। সদা সুখেন রক্খন্তু, বুদ্ধা সন্তিকরা তুবং।
তেহি ত্বং রক্খিতো সন্তো, মুত্তো সব্বভযেহি৬চ॥
১৭। সব্বরোগা বিনিমুত্তো, সব্বসন্তাপবজ্জিতো।
সব্ববেরমতিক্কন্তো, নিব্বুতো চ তুবং ভব৭॥
১৮। তেসং সচ্চেন সীলেন, খন্তী মেত্তবলেন চ।
তে পি তুম্হে'নুরক্খন্তু৮, অরোগেন৯ সুখেন চ॥

১৯। পুরিত্থিমস্মিং দিসাভাগে,সন্তি ভূতা মহিদ্ধিকা।
তে পি তুম্হে'নুরক্খন্তু[৮],অরোগেন[৯] সুখেন চ॥
২০। দক্খিণস্মিং দিসাভাগে, সন্তি দেবা মহিদ্ধিকা।
তে পি তুম্হে'নুরক্খন্তু[৮],অরোগেন[৯] সুখেন চ॥
২১। পচ্ছিমস্মিং দিসাভাগে,সন্তি নাগা মহিদ্ধিকা।
তেপি তুম্হে'নুরক্খন্তু[৮],অরোগেন[৯] সুখেনচ ॥
২২। উত্তরস্মিং দিসাভাগে, সন্তি যক্খা মহিদ্ধিকা।
তে পি তুম্হে'নুরক্খন্তু[৮],অরোগেন[৯] সুখেন চ॥
২৩। পুরত্থিমেন[১০] ধতরট্ঠো,দক্খিণেন বিরূল্হকো।
পচ্ছিমেন বিরূপক্খো, কুবেরো উত্তরং দিসং॥
২৪। চত্তারো তে মহারাজা,লোকপালা যসস্সিনো।
তে পি তুম্হে'নুরক্খন্তু[৮],অরোগেন[৯] সুখেন চ॥
২৫। আকাসট্ঠা চ ভুম্মট্ঠা, দেবনাগা মহিদ্ধিকা।
তে পি তুম্হে'নুরক্খন্তু[৮],অরোগেন[৯] সুখেন চ॥

(শ্যামী পুস্তকে),—১ মহন্তা, ২ মহন্তং, ৩ অসমসমা; ৪ দ্বত্তিংস-লক্খণূপেতা। (বর্ম্মা পুস্তকে)—৫ সীতানুব্যঞ্জনধরা। ৬(শ্যামী)সব্বভযেন চ.৭নিব্বুতো চ ভবাহি ত্বং। ৮ (বর্ম্মা পুস্তকে) অম্হে'নুরক্খন্তু,ও(শ্যামী পুস্তকে)—তুম্হে অনুরক্খন্তু। ৯(শ্যামী) আরোগ্যেন। ১০ শ্যামী পুস্তকে (পুরিমদিসং)। ১১, এই ২৬ম গাথা, শ্যামী পুস্তকে ছাড়। ১২ শ্যামী (ভবত্তন্তরায়ো)।

২৬। ইদ্ধিমন্তো চ যে দেবা, বসন্তা ইধ সাসনে।
তে পি তুম্হে'নুরক্খন্তু[৮], অরোগেন[৯] সুখেন চ[১১]॥
২৭। সব্বীতিযো বিবজ্জন্তু, সোকো রোগো বিনস্সতু।
মা তে ভবন্ত্বন্তরায়া[১২], সুখী দীঘায়ুকো ভব॥
২৮। অভিবাদনসীলস্স, নিচ্চং বুড্ঢাপচাযিনো।
চত্তারো ধম্মা বড্ঢন্তি, আয়ু, বণ্ণো, সুখং, বলং॥

আটানাটিয়-সুত্তং নিট্ঠিতং।

সান্বয়ার্থ।

১। (চক্খুমন্তস্স) পঞ্চচক্ষুসম্পন্ন (সিরীমতো) রূপশ্রী ও জ্ঞানশ্রীযুক্ত (বিপস্সিস্স) বিপশ্চিৎ নামক বুদ্ধকে (নমত্থু) [আমার] নমস্কার। (সব্বভূতানুকম্পিনো) সকল জীবের প্রতি দয়ালু (সিখিস্স পি) শিখী নামক বুদ্ধকেও (নমত্থু) নমস্কার।

২। (নহাতকস্স) স্নাতক বা নিহতক্লেশী (তপস্সিনো) পাপন্তপ, পাপতাপনকারী, তপস্বী (বেস্সভুস্স) বিশ্বভু নামক বুদ্ধকে (নমত্থু) নমস্কার। (মারসেনপ্পমদ্দিনো) মারসেনা প্রমর্দ্দনকারী (ককুসন্ধস্স) ক্রকুশ্চন্দ্র নামক বুদ্ধকে (নমত্থু) নমস্কার।

৩। (ব্রাহ্মণস্স) বহিস্কৃতপাপ, ব্রাহ্মণ [অর্থাৎ চিত্ত হইতে যিনি পাপকে বাহির করিয়া দিয়াছেন,

নিষ্পাপ,অর্হৎ](বুসীমতো)পর্য্যবসিত ব্রহ্মচর্য্য [অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মচর্য্যের অবসান বা শেষ সীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন](কোনগমনস্স)কনকমুনি নামক বুদ্ধকে(নমত্থু) নমস্কার। (সব্বধি) সকল পাপ হইতে একেবারে (বিপ্পমুত্তস্স)বিশেষরূপে প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হইয়াছেন যে(কস্সপস্স) কশ্যপবুদ্ধকে (নমত্থু) নমস্কার।

৪। (যো) যিনি (সব্বদুক্খাপনুদনং) সর্ব্বদুঃখ বিনাশক (ইমংধম্মংঅদেসয়ি) এই বর্ত্তমান বৌদ্ধ-ধর্ম্ম উপদেশ দিয়াছেন, (সিরীমতো) এবং রূপশ্রী ও জ্ঞানশ্রী সম্পন্ন (সক্যপুত্তস্স)শাক্যপুত্র (অঙ্গীরসস্স) জ্ঞান-রশ্মি ও শরীররশ্মি শোভিত গৌতম নামক বুদ্ধকে (নমত্থু) নমস্কার।

৫। (লোকে)জীবলোকে(যে চাপি) যে সকল ক্ষীণাশ্রব, বুদ্ধ (নিব্বুতা) ক্লেশাগ্নি-পরিনির্ব্বাণপ্রাপ্ত, (যথাভূতং বিপস্সিসুং) তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পঞ্চস্কন্ধাদির উদয় বিলয়, বিশেষরূপে দর্শন করিয়াছেন বা ভাবনা করিয়াছেন; (তে জনা) [সেই সকল ব্যক্তি] তাঁহারা (অপিসুণা)সুচক, কর্কশ ও মিথ্যাবাক্যবিরহিত মিতভাণী (মহত্তা) দেবতা ও মনুষ্যগণের পূজনীয় মহাত্মা(বীতসারদা) সংসার ভয় বির-

হিত,নির্ভয়,(তেসম্পি নমত্থু)তাঁহাদিগকেও আমার নমস্কার।

৬। (বিজ্জাচরণসম্পন্নং) দ্বাদশবিদ্যা ও পঞ্চদশ আচরণ বিভূষিত, বিদ্যাচরণসম্পন্ন [২৭ পৃষ্ঠার ৫ম পংক্তি হইতে ২৯ পৃষ্ঠার ১৯ম পংক্তি পর্য্যন্ত দেখ] (মহত্তা) মহৎভাব, মহামহিম, ও মহাশীলসমাধি আদি গুণযুক্ত, মহাত্মা (বীতসারদং) চতুর্বৈশারদ্য জ্ঞান-যুক্ত, নির্ভয় (দেবমনুস্সানং হিতং) দেবতা ও মনুষ্যগণের [প্রতি মৈত্রচিত্তস্ফুরণ হেতু] হিতকারী (যং গোতমং) যেই গৌতমকে (নমস্সন্তি) [দেব মনুষ্যের সহিত সমস্ত জীবলোক]নমস্কার করিতেছে, (তস্স পি নমত্থু) তাঁহাকেও নমস্কার।

৭। (এতে চ) ইহাঁরা এবং (অঞ্ঞেচ) অন্য আরো (অনেকসতকোটিয়ো) অনেক শত কোটী (সম্বুদ্ধা) সম্বুদ্ধ, (সব্বেবুদ্ধা) সকল বুদ্ধ (অসমসমা) অসমের সম [অর্থাৎ বিশ্বে যাঁহার সমান কেহ নাই, ইহাঁরা তাঁহার সমান], (সব্বে বুদ্ধা)সকল বুদ্ধ (মহিদ্ধিকা)মহর্দ্ধিক,মহৈশীশক্তিসম্পন্ন,সর্ব্বশক্তিমান্।

৮। (সব্বে) সকলে(দসবলুপেতা) দশবলোপেত, দশবলভূষিত, ১(দানবলং)দানবল, ২ (সীলবলং)শীল-

বল, ৩ (খন্তিবলং)ক্ষান্তিবল, ক্ষমাবল, ৪ (সদ্ধাবলং) শ্রদ্ধাবল, ৫ (বিরিয়বলং) বীর্য্যবল, ৬ (সতিবলং) স্মৃতিবল, ৭ (হিরিবলং) লজ্জাবল, ৮ (ওত্তপ্পবলং) ঔত্তাপ্যবল, পাপ-ভয়-বল, ৯ (সমাধিবলং) সমাধি-বল, ১০(পঞ্ঞাবলং) প্রজ্ঞাবল(ইমেহি দসহি বলেহি উপেতা) এই দশবিধ বলদ্বারা উপেত, ভূষিত], (বেসারজ্জেহুপাগতা = বেসারজ্জেহি + উপগতা) চতুর্ব্বিধ বৈশারদ্যালঙ্কত[১ সর্ব্বজ্ঞতা লাভের জ্ঞান, ২ তৃষ্ণাক্ষয় করিবার জ্ঞান, ৩ কাম্যভোগের অশেষ দোষ ও ধর্ম্ম জীবনের বিঘ্ন বর্ণনের জ্ঞান, ৪ সম্যক্-রূপে নির্ব্বাণের উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জ্ঞান—এই চারিপ্রকার বৈশারদ্যগুণে বিভূষিত], (তে সব্বে) তাঁহারা সকলে (উত্তমং আসভণ্ঠানং) উত্তম আর্যভ-স্থান, অর্হৎপদ (পটিজানন্তি) পাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন।

৯। (এতে বিসারদা বুদ্ধা) এই সকল বিশারদ, [নির্ভীক]বুদ্ধগণ(পরিসাসু)[উপাসক,উপাসিকা,ভিক্ষু, ভিক্ষুণী অথবা দেবতা মনুষ্য, মার ও ব্রহ্মাএই সকল] পারিষদ্‌বর্গের মধ্যে (সীহনাদং) সিংহনাদ (নদন্তি) শব্দ করেন[অর্থাৎ সিংহের ন্যায় সিংহনাদে

ধৰ্ম্মোপদেশ প্রদান করেন]। এবং(লোকে) জগতে (অপ্পাটিবত্তিযং) অপ্রবর্ত্তিত, পূর্ব্বে যাহা কেহ প্রবর্ত্তন বা প্রচার করেন নাই এমন(ব্রহ্মচক্কং)ব্রহ্মচক্র ব্রহ্মরাজ্য বা ব্রহ্মচর্য্যধৰ্ম্ম (পবত্তেন্তি) প্রবর্ত্তন করেন বা প্রচার করেন।

১০। (এতে নায়কা)ঐ সকল নায়ক[বুদ্ধগণ], (অঠ্ঠারসহি বুদ্ধধম্মেহি উপেতা, অষ্টাদশ-বুদ্ধ-গুণালঙ্কৃত, (বত্তিংসলক্খণূপেতা) বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ-ভূষিত ও (অসীতি অনুব্যঞ্জনধরা) অশীতি অনুব্যঞ্জনধর) আশি প্রকার সামান্য লক্ষণাক্রান্ত।

১১। (এতে সব্বে মুনিকুঞ্জরা) ঐ সকল মুনিকুঞ্জর, [মুনিবর বুদ্ধগণ], (ব্যামপ্পভায়)ব্যাম প্রভায়, ব্যাম ব্যাপীপ্রভায়[বুদ্ধগণের শরীর হইতে যে কয়েক ব্যাম ব্যাপী আলোক বাহির হয়, তাহাতে](সুপ্পভা) সুপ্রভান্বিত, অতিশয় প্রভাশালী। (এতে বুদ্ধা) ঐ সকল বুদ্ধ (সব্বঞ্ঞুনো) সর্ব্বজ্ঞ,(সব্বে) সকলে(খীণাসবা)ক্ষীণাশ্রব, তৃষ্ণাহীন ও (জিনা)মারজিৎ।

১২। (মহপ্পভা) মহাপ্রভাশালী(মহাতেজা) মহাতেজশালী (মহাপ্পঞ্ঞা) মহাপ্রজ্ঞাশালী (মহব্বলা) মহাবলশালী(মহাকারুণিকা)মহাকরুণাশালী(ধীরা)

ধীর, মহা ধীশক্তিসম্পন্ন ও(সব্বেসানং)আব্রহ্মকীট সকলের (সুখাবহা)সুখাবহ, সুখজনক।

১৩। [ভবার্ণবে ভাসমান জীবগণের](দীপা)দ্বীপ, [অনাথের] (নাথো) নাথ, [আশ্রয়হীনের বা স্থান-ভ্রষ্টের](পতিট্ঠা) প্রতিষ্ঠা, স্থান, [ত্রাণহীনের](তাণা) ত্রাণ,[আলয়হীনের](লেণা) আলয়(চ) এবং(পাণীনং) প্রাণিগণের(গতী)গতি(বন্ধূ)বন্ধু(মহাস্সাসা) মহাশ্বাস (সরণা চ) শরণ ও(হিতেসিনো) হিতৈষী।

১৪। (এতে সব্বে)ঐ সকল বুদ্ধ(সদেবকস্স লোকস্স) দেবতার সহিত জগজ্জনের(পরায়না = পর + অযনা) পরম পথ। (অহং) আমি (এতে পুরিসুত্তমে চ) ঐ সকল পুরুষোত্তমকে ও(তেসং পাদে)তাঁহাদের বিশ্বা-রাধ্য শ্রীচরণে (সিরসা) অবনত শিরে(বন্দামি)বন্দনা করিতেছি।

১৫। (অহং) আমি (এতে তথাগতে)ঐ সকল তথা-গতকে [আর্য্য চারি মহাসত্যজ্ঞ সম্যক্সম্বুদ্ধকে] (কায়েন)[প্রাণিহত্যা-বিরতি,পরদ্রব্যাপহরণবিরতি ও ব্যভিচার-বিরতি] কার্য্যে, (বচসা)[মিথ্যাবাদ-বিরতি, পরুষবাক্-বিরতি,পিশুনবাক্-বিরতি, ও সম্প্রপ্রলাপ-বিরতি]বাক্যে,(মনসা চেব)ও[নির্লোভ ,দয়া ও সৎ-

দৃষ্টি] মানসে (সযনে) শয়নে, (আসনে) আসনে, উপবেশনে,(ঠানে)দণ্ডায়মানে(গমনে চাপি)এবং গমনেও (সব্বদা) সর্ব্বদা (বন্দামি) বন্দনা করিতেছি।

১৬। (সন্তিকরা বুদ্ধা) শান্তিকারক বুদ্ধগণ(তুবং) তোমাকে(সদা)সদা(সুখেন)সুখে(রক্খন্তু)রাখুন। (ত্বং) তুমি(তেহি) তাঁহাদের দ্বারা (রক্খিতো সন্তো)রক্ষিত হইয়া(সব্বভযেহি চ)সকল ভয় হইতে (মুত্তো) মুক্ত (ভব) হও।

১৭। (তুবং) তুমি (সব্বরোগা) সর্ব্ব রোগ হইতে (বিনিমুত্তো) বিনির্মুক্ত, (সব্বসন্তাপবজ্জিতো) সর্ব্ব সন্তাপ-বর্জ্জিত (সব্ববেরমতিক্কন্তো) সর্ব্ব বৈরাতিক্রান্ত (নিব্বুতো চ)ও নির্বৃত,পরম সুখী(ভব)হও।

১৮। (তে পি) তাঁহারাও (তেসং সচ্চেন সীলেন খন্তীমেত্তবলেন চ) তাঁহাদের সত্য, শীল, ক্ষান্তি ও মৈত্রবলে (তুম্হে)তোমাদিগকে(অরোগেন সুখেনচ) আরোগ্য ও সুখের সহিত(অনুরক্খন্তু)অনুক্ষণ রাখুন।

১৯। (পুরত্থিমস্মিং দিসাভাগে) পূর্ব্বদিক্ ভাগে (মহিদ্ধিকা)মহাঋদ্ধি সম্পন্ন, মহেশীশক্তিশালী(ভূতা সন্তি)ভূতগণ আছেন(তেপি তুম্হে অরোগেন সুখেন চ অনুরক্খন্তু) তাঁহারাও রক্ষা করুন। (পূর্ব্ববৎ)

২০। (দক্খিণস্মিং দিসাভাগে)দক্ষিণ দিক্‌ভাগে(মহিদ্ধিকা)মহর্দ্ধিসম্পন্ন,মহা-দৈব-শক্তিশালী(দেবা)দেবগণ (সন্তি)আছেন, (তে পি তুম্হে অরোগেন সুখেন চ অনুরক্খন্ত) পূর্ব্ববৎ।

২১। (পচ্ছিমস্মিং দিসাভাগে মহিদ্ধিকা নাগা সন্তি) পশ্চিম দিগ্‌ ভাগে মহর্দ্ধিসম্পন্ন নাগেরা আছেন; পূর্ব্ববৎ।

২২। (উত্তরস্মিং দিসাভাগে মহিদ্ধিকা যক্খাসন্তি) উত্তর দিগ্‌ ভাগে মহর্দ্ধিক যক্ষেরা আছেন; পূর্ব্ববৎ।

২৩ (পুরত্থিমেন) পূর্ব্বদিকে (ধতরট্ঠো)ধৃতরাষ্ট্র, (দক্খিণেন) দক্ষিণে (বিরুল্হকো)বিরূঢ়ক(পচ্ছিমেন) পশ্চিমে (বিরুপক্খো) বিরুপাক্ষ (উত্তরং দিসংচ) এবং উত্তরদিকে (কুবেরো) কুবের।

২৪। (তে চত্তারো) তাঁহারা চারিজন(মহারাজা) মহারাজ(যসস্সিনো) যশস্বী (লোকপালা)লোকপাল; (তেপি) ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

২৫। (আকাসট্ঠা চ)আকাশস্থ ও(ভূম্মট্ঠা)ভূমিস্থ(হদ্মিদ্ধিকা দেবা নাগা) মহৈশীশক্তিশালী-দেবনাগগণ পূর্ব্ববৎ।

২৬। (ইধ সাসনে)ইহ বৌদ্ধধর্ম্মে(বসন্তা)বসতিকারী

বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী(ইদ্ধিমন্তো) ঐশীশক্তিসম্পন্ন(যে দেবা)যে সকল দেবতা ; পূর্ব্ববৎ।

২৭। (তে)তোমার (সব্বীতিয়ো) সকল ঈতি,বিঘ্ন (বিবজ্জন্তু) বিবর্জ্জিত হউক, (সোকো রোগো বিনস্সতু)শোক ও রোগ বিনষ্ট হউক,(অন্তরায়া মা ভবন্তু) আপদাদি না হউক ;(সুখী দীঘাযুকো ভব)তুমি সুখী ও দীর্ঘায়ু হও।

২৮। (নিচ্চং বুড্‌ঢাপচাযিনো)নিত্যবৃদ্ধিপ্রচয়ী,নিত্য শ্রীবৃদ্ধি সঞ্চয়কারী (অভিবাদনসীলস্স) অভিবাদন শীলের (আয়ু, বণ্ণো,সুখং, বলং) আয়ু, বর্ণ [রূপ], সুখ ও বল (ইমে চত্তারো ধম্মা) এই চারিটী ধর্ম্ম বা বিষয় (বড্‌ঢন্তি) বৃদ্ধি হয়।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। পঞ্চচক্ষুসম্পন্ন* রূপশ্রী ও জ্ঞানশ্রীযুক্ত বিপশ্চিৎ বুদ্ধকে আমার নমস্কার। সর্ব্বভূতানুকম্পী শিখীবুদ্ধকে আমার নমস্কার।

২। নিহতক্লেশ, স্নাতক, পাপন্তপ, তপস্বী বিশ্বভূ বুদ্ধকে আমার নমস্কার। মারসেনা-প্রমর্দ্দনকারী ক্রকুশ্চন্দ্র বুদ্ধকে আমার নমস্কার।

৩। বহিস্কৃতপাপ-ব্রাহ্মণ,পর্য্যবসিত-ব্রহ্মচর্য্য কনক

* মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু, সমন্তচক্ষু ও বুদ্ধচক্ষু।

মুনিকে আমার নমস্কার। সর্ব্বপাপ-বিপ্রমুক্ত কশ্যপবুদ্ধকে আমার নমস্কার।

৪। যিনি সর্ব্বদুঃখাপনোদক, বর্ত্তমান বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেষ্টা, রূপশ্রী ও জ্ঞানশ্রীসম্পন্ন, শাক্যপুত্র, জ্ঞান-রশ্মি ও কায়-রশ্মিসম্পন্ন, তাঁহাকে (গৌতমবুদ্ধকে) নমস্কার।

৫। জীবজগতে যাঁহারা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ও তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা মিতভাষী, মহাত্মা ও সংসার-ভয়-বিরহিত; তাঁহাদিগকে আমার নমস্কার।

৬। বিদ্যাচরণসম্পন্ন, মহাত্মা, চতুর্বৈশারদ্য-জ্ঞানধর, সংসার-ভয়বিরহিত, সুরনরগণের হিতৈষী যে গৌতমকে সকলেই নমস্কার করিতেছে, তাঁহাকে আমারও নমস্কার।

৭। ইহাঁরা এবং আরো অনেক শতকোটী সম্বুদ্ধ, সকলবুদ্ধই অসম-সম, সকলবুদ্ধই সর্ব্বশক্তিমান্।

৮। সকল বুদ্ধই দশবলধর, চতুর্বৈশারদ্য-বিভূষিত; তাঁহারা সকলেই পরমার্ষভপদপ্রাপ্ত স্বীকার করিয়াছেন।

৯। ঐ সকল বিশারদ-বুদ্ধ, পারিষদ্‌গণের মধ্যে সিংহনাদ ও অপ্রবর্ত্তিতপূর্ব্ব ব্রহ্মচর্য্য প্রবর্ত্তন করেন।

১০। ঐ সকল বুদ্ধ, অষ্টাদশবিধ বুদ্ধগুণালঙ্কৃত; দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনধর।

১১। ঐ সকল বুদ্ধ, মুনিকুঞ্জর ব্যাম-প্রভায় সুপ্রভান্বিত, সর্ব্বজ্ঞ, বুদ্ধ, সকলে ক্ষীণাশ্রব ও জিন।

১২। ঐ সকল বুদ্ধ, মহাপ্রভাশালী,মহাতেজশালী, মহাপ্রজ্ঞাশালী, মহাবলশালী, মহাকরুণাশালী, মহা• ধীশক্তিসম্পন্ন ও সকলেরই মহাসুখজনক।

১৩। ঐ সকল বুদ্ধ, ভবার্ণবে ভাসমান্ প্রাণিবৃন্দের দ্বীপ, অনাথের নাথ, অপ্রতিষ্ঠের প্রতিষ্ঠা, ত্রাণহীনের ত্রাণ, আলয়হীনের আলয়,অগতির গতি, বন্ধুহীনের বন্ধু, নৈরাশের আশা, অশরণের শরণ ও জগতের হিতৈষী।

১৪। ঐসকল বুদ্ধ,সদেব-মনুষ্য-লোকের পরম পথ। আমি ঐ সকল পুরুষোত্তমকে ও তাঁহাদের শ্রীচরণ কমলে অবনত শিরে বন্দনা করিতেছি।

১৫। আমি, ঐ সকল তথাগতকে, শয়নে, আসনে গমনে, ভ্রমণে ও দণ্ডায়মাণে, সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে বন্দনা করিতেছি।

১৬। ঐ সকল শান্তিকারক বুদ্ধ, তোমাকে সর্ব্বদা সুখে রক্ষা করুন। তুমি, তাঁহাদের দ্বারা রক্ষিত হইয়া সকল ভয় হইতে মুক্ত হও।

১৭। তুমি,সর্ব্বরোগ-বিনির্ম্মুক্ত,সর্ব্বসন্তাপ-বর্জ্জিত, সর্ব্ববৈরবিরহিত ও সুখী হও।

১৮। তাঁহারাও তাঁহাদের সত্য, শীল, ক্ষমা ও দয়াবলে তোমাদিগকে সুখারোগ্যে অনুক্ষণ রক্ষা করুন।

১৯। পূর্ব্বদিগে মহেশীশক্তিশালী ভূতগণ আছেন; তাঁহারাও তোমাদিগকে অনুক্ষণ সুখারোগ্যে রক্ষা করুন।

২০। দক্ষিণদিগে মহেশীশক্তিশালী দেবতারা আছেন ; (পূর্ব্ববৎ)।

২১। পশ্চিমদিগে মহেশীশক্তিশালী নাগেরা আছেন, (পূর্ব্ববৎ)।

২২ উত্তরদিগে মহেশীশক্তিশালী যক্ষেরা আছেন ; (পূর্ব্ববৎ)।

২৩। পূর্ব্বদিগে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণে বিরূঢ়ক, পশ্চিমে বিরূপাক্ষ ও উত্তরে কুবের।

২৪। তাঁহারা চারিজন মহারাজা, যশস্বী লোকপাল; তাঁহারাও তোমাদিগকে অনুক্ষণ সুখারোগ্যে রক্ষা করুন।

২৫। আকাশস্থ ও ভূমিস্থ যে সকল মহেশীশক্তি-সম্পন্ন দেবতা ও নাগ; (পূর্ব্ববৎ)।

২৬। এই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মহেশীশক্তিশালী যে সকল দেবতা ; তাঁহারাও তোমাদিগকে অনুক্ষণ সুখা-রোগ্যে রক্ষা করুন।

২৭। তোমার সকল বিঘ্ন দূর হউক ; শোকরোগ বিনষ্ট হউক ; কোন অন্তরায় না হউক ; তুমি সুখী ও দীর্ঘায়ু হও।

২৮। শ্রীবৃদ্ধিসঞ্চয়ী অভিবাদনশীলের আয়ু, রূপ, সুখ ও বল—এই চারিটী বিষয় বর্দ্ধিত হয়।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। রূপশ্রী-জ্ঞানশ্রী-বিভূষিত দেহ-মন।
নমঃ বিপশ্চিৎ বুদ্ধ শ্রীপঙ্কনয়ন॥
জগতের ব্রহ্মকীট আদি জীবগণে।
নমঃ দয়াবান্ শিখী বুদ্ধের চরণে॥

২। নমস্তু বিশ্বভু বুদ্ধ তপস্বী স্নাতক।
যিনি পাপন্তপ, যিনি ক্লেশ-বিঘাতক॥
নমঃ বুদ্ধ ক্রকুশ্চন্দ্র, মার সেনাগণ।
অবহেলে যেই প্রভু করিলা মর্দ্দন॥

৩। নমস্তু কনকমুনি ব্রাহ্মণ, অর্হতঃ।
নমস্তু কশ্যপবুদ্ধ বিমুক্ত সর্ব্বতঃ॥

৪। নমঃ অঙ্গীরস বুদ্ধ শ্রীশাক্য-নন্দন।
যে রচে এ' ধর্ম্ম, সর্ব্ব দুঃখ-বিনোদন॥

৫। এ' ভব ভুবনে যাঁরা নির্ব্বাণ পাইলা।
যথাযথ সত্য-তত্ত্ব দর্শন করিলা॥
সত্যবাদী মিতভাষী মহাত্মা সুজনে।
ভব-ভয়-বিরহিত, নমামি চরণে॥

৬। সুর-নর-হিতকারী মহাত্মা যেজন।
ভব-ভয়-বিরহিত, যাঁর দেহ মন॥

যে গৌতম বিভূষিত বিদ্যা-আচরণ।
সদা যাঁরে নমস্কারে জগতের জন॥
তাঁর সেই অনুপম চরণ কমলে।
বারবার নমি আমি পড়িয়া ভূতলে॥
৭। এই সব সহ আরো আরো বুদ্ধগণ।
অনেক শতেক কোটী সংখ্যা অগণন॥
অসম-সমান ভবে সর্ব্ব বুদ্ধগণ।
সর্ব্বশক্তিমান্ সবে, জগত তারণ॥
৮। দশবলধর সবে বৈশারদ্য চারি।
"পরম নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত" গেলেন স্বীকারি'॥
৯। সর্ব্বধর্ম্মে বিশারদ যাঁরা ধর্ম্মরাজ।
সিংহনাদে ধর্ম্ম-কথা কহে সভামাঝ॥
পূরবে যা' পরচার সংসারে না ছিল।
হেন ব্রহ্মচর্য্য যাঁরা প্রচার করিল॥
১০। সবার নায়ক যাঁরা জগত ঈশ্বর।
অষ্টাদশ বুদ্ধ-গুণ-ধর কলেবর॥
দেহ বিভূষিত মহাবত্রিশ লক্ষণে।
বিভূষিত আরো ক্ষুদ্র অশীতি ব্যঞ্জনে॥
১১। ব্যাম-প্রভা-বিভূষিত দেহ প্রভাকর।
যাঁরা সব মুনিশ্রেষ্ঠ মুনিতে কুঞ্জর॥

যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, সবে সর্ব্বজ্ঞানময়।
তৃষ্ণাহীন, জিন,—মারসেনা করি' জয়॥
১২। মহাপ্রভাশালী যাঁরা মহাতেজস্বান্।
মহাপ্রজ্ঞাশালী যাঁরা মহাবলবান্॥
যাঁরা মহাকারুণিক, ধীর—জ্ঞানাধার।
এ' জগতে যাঁরা সুখ-জনক সবার॥
১৩। ভবার্ণবে দ্বীপ, নাথ, প্রতিষ্ঠা, আশ্রয়।
সবার তারক, বন্ধু, যাঁরা মহাশয়॥
অগতির গতি যাঁরা নৈরাশের আশা।
জগৎ হিতৈষী যাঁরা নির্ব্বাসের বাসা॥
১৪। দেবলোক সহ নরলোক সবাকার।
যাঁহারা পরম পথ এ'ভব মাঝার॥
সে সব পুরুষোত্তমে পাদে সবাকার।
প্রণিপাত ভূমিগত শিরেতে আমার॥
১৫। শয়নে, গমনে, সদা, দাঁড়াতে, বসিতে।
কায়মনোবাক্যে বন্দি সর্ব্ব তথাগতে॥
১৬। অই সব শান্তিকর তথাগতগণ।
সতত সুসুখে তোমা করুন রক্ষণ॥
তাঁহাদের তেজে তুমি হইয়া রক্ষিত।
সর্ব্বভয় হ'তে হও মুকত নিশ্চিত॥

১৭। সর্ব্বরোগ হ'তে হও মুকত বিশেষ।
সকল সন্তাপ দূর হউক অশেষ॥
সর্ব্ব অরি জিনি তুমি হও হে বিজয়।
হও হে পরম সুখী প্রশান্ত হৃদয়॥

১৮। সত্যে, শীলে, ক্ষমা-দয়াবলে তাঁহাদের।
সুখারোগ্যে তাঁরাও রক্ষুন তোমাদের॥

১৯। মহাঐশীশক্তিমন্ত ভূত পূর্ব্বদিগে।
তাঁরাও রক্ষুন সুখারোগ্যে তোমাদিগে॥

২০। মহাঐশীশক্তি দেব দক্ষিণের দিগে।
তাঁরাও রক্ষুন সুখারোগ্যে তোমাদিগে॥

২১। মহাঐশীশক্তি নাগ পশ্চিমের দিগে।
তাঁরাও রক্ষুন সুখারোগ্যে তোমাদিগে॥

২২। মহাঐশীশক্তি যক্ষ উত্তরের দিগে।
তাঁরাও রক্ষুন সুখারোগ্যে তোমাদিগে॥

২৩। পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক দক্ষিণেতে।
বিরুপাক্ষ পশ্চিমে, কুবের উত্তরেতে॥

২৪। চারি মহারাজা লোকপাল চারিদিগে।
তাঁরাও রক্ষুন সুখারোগ্যে তোমাদিগে॥

২৫। ভূ-চর বিমানচর দেব-নাগগণ।
মহাঐশীশকতি-ভূষিত যত জন॥

তাঁরাও আরোগ্য সহ আরো সুখ সহ।
তোমাদিগে রক্ষণ করুন অহরহ ॥
২৬। এই ধর্ম্ম-অবলম্বী দেবতা নিকর।
মহাঐশীশক্তি যাঁরা ভুবন ভিতর ॥
তাঁরাও আরোগ্য সহ আরো সুখ সহ।
তোমাদিগে রক্ষণ করুন অহরহ ॥
২৭। তোমার সকল বিঘ্ন হৌক পরিহার।
শোক, রোগ নষ্ট হৌক সকলি তোমার ॥
কোন অন্তরায় তব না হউক আর।
সুখী, দীর্ঘ-আয়ু হও সংসার মাঝার ॥
২৮। আপন উন্নতি নিত্য যে করে চয়ন।
পূজনীয়গণে করে পূজাভিবাদন ॥
পরমায়ু, দেহরূপ, সুখ, বল আর।
এ' চারি ধরম অবিরত বাড়ে তার।

আটানাটিয়-সূত্র সমাপ্ত।



অঙ্গুলিমাল-পরিত্রের ভূমিকা।

(পালি।)

১। পরিত্তং যং ভণন্তস্স, নিসিন্নট্ঠানধোবনং।
উদকম্পি বিনাসেতি, সব্বমেব পরিস্সয়ং।
সোত্থিনা গব্ভবুট্ঠানং, যঞ্চ সাধেতি তং খণে॥
২। থেরস্স অঙ্গুলিমালস্স, লোকনাথেন ভাসিতং।
কপ্পট্ঠায়িং মহাতেজং, পরিত্তং তং ভণাম হে॥

সান্বয়ার্থ।—১। (যং পরিত্তং) যেই অঙ্গুলিমাল-পরিত্রাণ (ভণন্তস্স) বর্ণনাকারীর (নিসিন্নট্ঠানধোবনং) বসিবার স্থান ধৌত (উদকং পি) জলও (সব্বং পরিস্সযং এব) সকল আপদ বিপদই (বিনাসেতি) বিনাশ করে; (যঞ্চ) এবং যেই পরিত্রাণ (গব্ভবুট্ঠানং) প্রসব-ক্রিয়া (তং খণে) তৎক্ষণাৎ (সোত্থিনা) স্বচ্ছন্দে (সাধেতি) সাধন করে। (২) (হে) ওহে (ময়ং) আমরা (লোকনাথেন) লোকনাথ বুদ্ধকর্ত্তৃক (অঙ্গুলিমালস্স থেরস্স) অঙ্গুলিমালস্থবিরকে (ভাসিতং) ভাষিত, কথিত (কপ্পট্ঠায়িং

মহাতেজং)কল্পস্থায়ী মহাতেজশালী (তং পরিত্তং) সেই পরিত্রাণ (ভণাম) বর্ণনা করিতেছি।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।—(১) যেই অঙ্গুলিমাল-পরিত্র-পাঠকের আসন ধৌত জলও সকল বিঘ্ন বিনাশ করে; এবং যাহা গর্ভ্ভ-প্রসবক্রিয়া স্বচ্ছন্দে সাধন করে। (২) ওহে! আমরা, লোকনাথ বুদ্ধকর্ত্তৃক অঙ্গুলিমাল স্থবিরকে ভাষিত কল্পস্থায়ী মহাতেজশালী সেই পরিত্রাণ বর্ণনা করিতেছি।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। যে পরিত্র-পাঠকের পীড়ি ধৌত জল।
নিঃশেষে বিনাশ করে বিঘ্ন সে সকল॥
যে পরিত্র পড়া জল করিলে ভক্ষণ।
স্বচ্ছন্দে প্রসব হয় সন্তান তৎক্ষণ॥

২। অঙ্গুলিমালক স্থবিরের সন্নিহিত।
লোকনাথ বুদ্ধ-মুখে হইল বর্ণিত॥
কল্পস্থায়ী মহাতেজশালী যে পরিত্র।
ভণিতেছি, শুনি, কর জীবন পবিত্র॥

অঙ্গুলিমাল-পরিত্তং । Angulimala Parittam.

(পালি ।)

যতো'হং ভগিনি ! অরিয়ায় জাতিয়া জাতো,
নাভিজানামি সঞ্চিচ্চ পাণং জীবিতা বোরোপেতা ।
তেন সচ্চেন সোত্থি তে হোতু সোত্থি গব্ভস্স॥(৩বার)॥

সান্বয়ার্থ । (ভগিনি !) হে ভগ্নি ! (যতো) যদবধি (অহং) আমি(অরিয়ায় জাতিয়া জাতো) আর্য্যজাতিতে জন্ম ধারণ করিয়াছি [অর্থাৎ স্রোতাপন্ন হইয়াছি], (ততো) তদবধি (সঞ্চিচ্চ) সচিত্তে,সজ্ঞানে (পাণং) প্রাণীকে (জীবিতা) জীবন হইতে (বোরোপেতা) বঞ্চিত করা [(কিংকম্মং) কি কর্ম্ম] (অভিজানামি ন)কোনমতেই জানি না,[জ্ঞাতসারে প্রাণিহত্যা করা যে কি কর্ম্ম,তাহা আমি জানিনা অর্থাৎ আমি কখনও জ্ঞাতসারে প্রাণিহত্যা করি নাই]। (তেন সচ্চেন)সেই সত্যে(তে)তোমার(সোত্থি)স্বস্তি, শুভ(হোতু)হউক ;(তে গব্ভস্স সোত্থি হোতু)তোমার গর্ব্ভেরও শুভ হউক । তিনবার পাঠ করিবে।

গদ্যানুবাদ।—ভগ্নি ! যদবধি আমি আর্য্যকুলে জন্ম-গ্রহণ

করিয়াছি,স্রোতাপন্ন হইয়াছি, তদবধি সজ্ঞানে কোন প্রাণিহত্যা করি নাই। আমার এই সত্য-বাক্যের প্রভাবে তোমার ও তোমার গর্ব্ভের শুভ হউক।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

যদবধি আর্য্যকুলে জনমধারণ।
হে ভগিনি! স্রোতাপন্ন হইনু যখন॥
তদবধি জ্ঞাতসারে জীবের জীবন।
কোনদিন আমি নাহি করিনু হরণ॥
এই সত্যে তব আর (ও) গর্ব্ভের তোমার।
শুভ হৌক,শুভ হৌক, বচনে আমার॥

অঙ্গুলিমাল-পরিত্র সমাপ্ত *।

বোধ্যঙ্গপরিত্রের ভূমিকা।

(পালি।)

১। সংসারে সংসরন্তানং, সব্বদুক্খবিনাসনে।
সত্তধম্মে চ বোজ্ঝঙ্গে, মারসেনপ্পমদ্দিনো॥
২। বুজ্ঝিত্বা যে পিমে সত্ত, তিভবমুত্তকুত্তমা।
অজাতিং অজরাব্যাধিং, অমতং নিব্ভয়ংগতা॥

* অঙ্গুলিমালস্থবিরের বিশেষ বৃত্তান্ত সূত্রপিটকান্তর্গত মধ্যমনিকায়ের মধ্যমপঞ্চাশকে দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে এখানে সংগৃহীত হইল না।

৩। এবমাদি গুণূপেতং, অনেকগুণসংগহং।
. ওসধঞ্চ ইমং মন্তং, বোজ্ঝঙ্গন্তং ভণাম হে॥

সান্বয়ার্থ—(১) (মারসেনপ্পমদ্দিনো) মারসেনা-প্রমর্দ্দক বুদ্ধগণ, (সংসারে সংসরন্তানং) জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুশীল ভব-সংসার-চক্রে পরিভ্রান্ত জীবগণের (সব্বদুক্খবিনাসনে)জন্ম, বার্দ্ধক্য, পীড়া, মরণ, শোক,বিলাপ,কায়িক ও মানসিক দুঃখ ও নৈরাশ্যাদি সমস্ত ভব-দুঃখ বিনাশক (সত্ত বোজ্ঝঙ্গে ধম্মে চ)সপ্ত বোধ্যঙ্গ ধর্ম্ম (২) (বুজ্ঝিত্বা)বুঝিয়া (তিভবা) [কাম, রূপ ও অরূপভব—এই] ত্রিভব হইতে (মুত্তকানং উত্তমা অহোসিং) বিমুক্তগণের উত্তম হইয়াছেন; (অথ) এবং (অজাতিং) জন্মরহিত (অজরা)জরারহিত (অব্যাধিং) ব্যাধিরহিত (অমতং)মৃত্যুরহিত (নিব্ভযং) ভয়রহিত(নিব্বানং)নির্ব্বাণে(গতা)গমন করিয়াছেন। (৩) (হে) ওহে! (ময়ং) আমরা(এবমাদিগুণূপেতং) এবংবিধ গুণ-বিভূষিত(অনেকগুণসংগহং)অনেকগুণ-সংগ্রহ, বিবিধ গুণসমষ্টি বিশিষ্ট (ওসধং চ মন্তং চ) ঔষধওমন্ত্রস্বরূপ (ইমং তং বোজ্ঝঙ্গ-পরিত্তং) এই সেই বোধ্যঙ্গ-পরিত্রাণ (ভণাম)বর্ণনা করিতেছি।

বাঙ্গালা গদ্যানুবাদ।—(১)মারসেনা-প্রমর্দ্দক বুদ্ধগণ,

সংসারচক্রে পরিভ্রান্ত জীবগণের জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য ও নৈরাশ্যাদি সর্ব্বদুঃখ-বিনাশক এই যে সপ্তবোধ্যঙ্গ-ধর্ম্ম (২) জ্ঞাত হইয়া ত্রিভব-বিমুক্তগণোত্তম ও জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-ভয়-বিরহিত নির্ব্বাণগত হইয়াছেন। (৩) ওহে! আমরা এবংবিধ গুণধর, বিবিধ- গুণ-সংগ্রহ ঔষধ ও মন্ত্রস্বরূপ, সেই বোধ্যঙ্গ-পরিত্র বর্ণনা করিতেছি!

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। এ' ভব সংসারে ভ্রমে যত জীবগণ।
নানাবিধ শোকে, দুঃখে দহে অনুক্ষণ॥
জনম, বার্দ্ধক্য, পীড়া, মরণ, বিলাপ।
শোক, দুঃখ, অগণন নিরাশা সন্তাপ॥
ইত্যাদি সকল দুঃখ যা'তে বিনাশন।
যে সপ্ত বোধ্যঙ্গ, মারসেনাজয়ী গণ॥
২। সপ্তবিধ যে বোধ্যঙ্গ বুঝি' বুদ্ধগণ।
ত্রিভব-বিমুক্তগণ মাঝে সর্ব্বজন॥
সবার পরম বলি জগত পূজিত।
জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-ভয়-বিরহিত॥
অমৃত নির্ব্বাণপুরে করিলা প্রবেশ।
৩। হেন গুণে যে বোধ্যঙ্গ ভূষিত বিশেষ॥

নানা গুণ-সংগৃহীত ঔষধ স্বরূপ।
নানা গুণধর মন্ত্র অথবা যেরূপ ॥
বোধ্যঙ্গ-পরিত্র এই নানাগুণধর।
ভণিতেছি, শুন, যত ভকত নিকর ॥



বোজ্ঝঙ্গ-পরিত্তং। BOJJHANGA-PARITTAM.

(পালি।)

১। বোজ্ঝঙ্গো সতিসংখাতো, ধম্মানং বিচয়ো তথা।
বিরিয়ং, পীতি, পস্সদ্ধি, বোজ্ঝঙ্গা চ তথাপরে ॥
২। সমাধুপেক্খবোজ্ঝঙ্গা, সত্তেতে সব্বদস্সিনা।
মুনিনা সম্মদক্খাতা, ভাবিতা বহুলীকতা ॥
৩। সংবত্তন্তি অভিঞ্ঞায়, নিব্বানায চ বোধিয়া।
এতেন সচ্চবজ্জেন, সোত্থি তে হোতু সব্বদা ॥
৪। একস্মিং সময়ে নাথো, মোগ্গল্লানঞ্চ কস্সপং।
গিলানে দুক্খিতে দিস্বা, বোজ্ঝঙ্গে সত্ত দেসয়ি ॥
৫। তে চ তং অভিনন্দিত্বা, রোগা মুচ্চিংসু তং খণে।
এতেন সচ্চবজ্জেন, সোত্থি তে হোতু সব্বদা ॥
৬। একদা ধম্মরাজা পি, গেলঞ্ঞেনাভিপীলিতো।
চুন্দত্থেরেন তঞ্ঞেব, ভণাপেত্বান সাদরং ॥

৭। সম্বোদিত্বা চ আবাধা, তম্হা বুঠ্‌ঠাসি ঠানসো।
এতেন সচ্চবজ্জেন, সোত্থি তে হোতু সব্বদা॥
৮। পহীনা তে চ আবাধা, তিণ্ণন্নম্পি মহেসীনং।
মগ্‌গাহতকিলেসা'ব, পত্তানুপত্তিধম্মতং।
এতেন সচ্চবজ্জেন, সোত্থিতে হোতু সব্বদা॥
বোজ্‌ঝঙ্গ-পরিত্তং নিট্‌ঠিতং।

সান্বয়ার্থ। (১) (সতিসংখাতো বোজ্‌ঝঙ্গ) স্মৃতি-সংস্কৃত বোধ্যঙ্গ বা সৎস্মৃতি,(তথা)(ধম্মানং বিচয়ো) ধর্ম্মাদির বিচয় বা অনুসন্ধিৎসা, ধর্ম্মাধর্ম্মের মীমাংসা, (তথাপরে) তথা অপর (বিরিযং) বীর্য্য (পীতি চ) প্রীতি(পস্সদ্ধি) ও প্রশ্রব্ধি, প্রশান্তি, (বোজ্‌ঝঙ্গা) বোধ্যঙ্গ [বহুবচন]।

২। (সমাধুপেক্খ বোজ্‌ঝঙ্গা) সমাধি ও উপেক্ষা বোধ্যঙ্গ (এতে সত্ত বোজ্‌ঝঙ্গা) এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ (সব্বদস্সিনা মুনিনা)সর্ব্বদর্শী মুনি[বুদ্ধ]কর্ত্তৃক (সম্মদক্খাতা)সুচারুরূপে আখ্যাত(ভাবিতা)ভাবিত(বহুলীকতা) ও বহুলীকৃত বা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

৩। (অভিঞ্ঞায চ) অভিজ্ঞার জন্য (নিব্বানায়) নির্ব্বাণের জন্য ও (বোধিয়া) বোধি বা বুদ্ধজ্ঞানের জন্য (সংবত্তন্তি) সম্যক্ বিদ্যমান আছে। (এতেন

সচ্চবজ্জেন) এই সত্যবাক্যে (সব্বদা) সর্ব্বদা(তে) তোমার (সোত্থি হোতু) স্বস্তি [শুভ] হউক।

৪। (একস্মিং সময়ে) একসময়ে (নাথো) নাথ [বুদ্ধ], (মোগ্গল্লানঞ্চ কস্সপং) মৌদ্গলায়ন ও মহা-কশ্যপ নামক শিষ্যদ্বয়কে(গিলানে দুক্খিতে) পীড়ায় দুঃখিত (দিস্বা) দেখিয়া(সত্ত বোজ্ঝঙ্গে দেসয়ি) সপ্ত বোধ্যঙ্গ উপদেশ দিয়াছিলেন।

৫। (তে চ) এবং তাঁহারাও (তং) তাহা(অভি-নন্দিত্বা) অভিনন্দন করিয়া, আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া (তং খণে) তৎক্ষণাৎ (রোগা) রোগ হইতে (মুচ্চিংসু) মুক্ত হইয়াছিলেন। (এতেন সচ্চবজ্জেন সব্বদা তে সোত্থি হোতু) এই সত্য-বাক্যে সর্ব্বদা তোমার শুভ হউক।

৬। (একদা) একদা(ধম্মরাজাপি) ধর্ম্মরাজ [বুদ্ধ] ও (গেলঞ্ঞেনাভিপীলিতো হুত্বা) পীড়াভিপীড়িত হইয়া, (চুন্দত্থেরেন)চুন্দ নামে স্থবিরদ্বারা (তঞ্ঞেব) তাহাই (সাদরং ভণাপেত্বান) সাদরে পড়াইয়া,

৭। (সম্মোদিত্বা চ) অনুমোদন বা সন্তোষের সহিত গ্রহণ করতঃ (ঠানসো) স্থানশঃ, অবশ্যম্ভাবী রূপে (তম্হা আবাধা) সেই পীড়া হইতে (বুট্ঠাসি)

ব্যুত্থিত হইলেন, আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। (এতেন সচ্চবজ্জেন) ইত্যাদি পূর্ব্বৎ।

৮।(অপি চ) অপিচ (তিণ্ণন্নং মহেসীনং) তিন-জনা মহর্ষির (তে আবাধা) সেই সকল রোগ(মগ্গা-হতকিলেসা'ব) মার্গাহত ক্লেশবৎ, আর্য্য আষ্টাঙ্গিক মার্গদ্বারা বিমর্দ্দিত পাপবৎ (পহীনা) প্রহীন ও (অনুপ্পত্তিধম্মতং) অনুৎপত্তিস্বভাব (পত্তা) প্রাপ্ত হইয়া ছিল অর্থাৎ পুনরুৎপত্তি হইয়াছিল না। (এতেন সচ্চবজ্জেন) ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। সৎস্মৃতি, ধর্ম্মবিচয়(অনুসন্ধিৎসা), বীর্য্য, প্রীতি, প্রশান্তি,(২)সমাধি ও উপেক্ষা—এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ, সর্ব্বদর্শী মহামুনি (বুদ্ধ) কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে আখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত হইয়াছে; (৩) যাহা, অভিজ্ঞা, নির্ব্বাণ ও বোধিজ্ঞানের জন্যই সংবর্ত্তমান্ আছে। এই সত্য-বাক্যে সতত তোমার মঙ্গল হউক।

৪। একদা নাথ (বুদ্ধ,তাঁহার প্রধান শিষ্য)মহামৌদ্‌-গলায়ন ও মহাকশ্যপকে রোগাভিভূত দেখিয়া, এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ উপদেশ দিয়াছিলেন; (৫)এবং তাঁহারাও তাহা সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিয়া,তৎক্ষণাৎ রোগ-মুক্ত হইয়া ছিলেন;—এই সত্য-বাক্যে সতত তোমার মঙ্গল হউক।

৬। একদা রোগাভিভূত ধর্ম্মরাজ(বুদ্ধ)ও চুন্দ মহাস্থবিরের দ্বারা তাহাই সমাদর পূর্ব্বক পাঠ করাইয়া, (৭) অনুমোদন করতঃ,অবশ্যম্ভাবীরূপে,সেই রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন ;—এই সত্য-বাক্যে সতত তোমার মঙ্গল হউক।

৮। এই মহর্ষিত্রয়ের রোগ মার্গাহত ক্লেশবৎ অনুৎপত্তিধর্ম্ম প্রাপ্ত ও সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়াছিল। এই সত্য-বাক্যে তোমার মঙ্গল হউক।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। বোধ্যঙ্গ সম্যক্ স্মৃতি, ধরম-বিচয়।
যত্ন, প্রীতি, শান্তি, পরে বোধ্যঙ্গ ত্রিতয়॥
২। সমাধি, উপেক্ষা,—এই বোধি-অঙ্গ সাত।
ভাবিত, বহুলীকৃত সর্ব্বজ্ঞ-আখ্যাত॥
৩। অভিজ্ঞা, নির্ব্বাণ, ভবে, বোধির কারণে।
সদা শুভ হোক তব এ' সত্য-বচনে॥
৪। একদা কশ্যপ-মোগ্গলানে দেখি' নাথ।
পীড়িত দুঃখিত, ভণে, বোধ্যঙ্গ এ' সাত॥
৫। তাঁরা তাহা সমাদরে করিয়া গ্রহণ।
রোগ হ'তে বিমুক্ত হইলা ততক্ষণ॥
এ' যে আমি সত্য সত্য বলিনু বচন।
এই সত্যে শুভ তব হোক অনুক্ষণ॥

৬। একদিন ধর্ম্মরাজ পীড়ায় পীড়িত।
সাদরে ডেকে, তা', চুন্দে, করায় পঠিত॥

৭। প্রভু তাহা সমাদরে করিয়া গ্রহণ।
রোগ হ'তে বিমুক্ত হইলা ততক্ষণ॥
এ' যে আমি সত্য সত্য কহিনু বচন।
এই সত্যে শুভ তব হোক অনুক্ষণ॥

৮। এ' তিন মহর্ষি রোগ হইল বিলয়।
অষ্ট মহাপথাহত যেন পাপ-ক্ষয়॥
পুনঃ নাহি উপজিল রোগ এ' সকল।
এই সত্য-বাক্যে তব হউক মঙ্গল॥

বোধ্যঙ্গ-পবিত্র সমাপ্ত।

সুপুব্বণ্হসুত্তং। SUPUBBANHA SUTTAM.

(পালি।)

১। যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ,
যো চামনাপো সকুণস্স সদ্দো।
পাপগ্গহো দুস্সপিনং অকন্তং,
বুদ্ধানুভাবেন বিনাসমেন্তু॥ *

২। দুক্খপ্পত্তা চ নিদ্দুক্খা, ভযপ্পত্তা চ নিব্ভয়া।
সোকপ্পত্তা চ নিস্সোকা, হোন্তু সব্বে পি পাণিনো॥

---

* এই গাথার (বুদ্ধানুভাবেন) স্থলে যথাক্রমে (ধম্মানুভাবেন) ও (সংঘানুভাবেন) বসাইয়া আরও দুই বার পড়িবেন।

৩। এত্তাবতা চ অম্হেহি, সম্ভতং পুঞ্ঞসম্পদং।
সব্বে দেবানুমোদন্তু, সব্বসম্পত্তিসিদ্ধিয়া॥

৪। দানং দদন্তু সদ্ধায়, সীলং রক্খন্তু সব্বদা।
ভাবনাভিরতা হোন্তু, গচ্ছন্তু দেবতাগতা॥

৫। সব্বে বুদ্ধা বলপ্পত্তা, পচ্চেকানঞ্চ যং বলং।
অরহন্তাঞ্চ তেজেন, রক্খং বন্ধামি সব্বসো॥

৬। * যং কিঞ্চি বিত্তং ইধ বা হুরং বা,
সগ্গেসু বা যং রতনং পণীতং।
ননো সমং অত্থি তথাগতেন,
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচ্চেন সুবত্থি হোতু॥

৭। ভবতু সব্বমঙ্গলং, রক্খন্তু সব্বদেবতা।
সব্ববুদ্ধানুভাবেন,সদা সোত্থী ভবন্তু তে †॥

৮। মহাকারুণিকো নাথো,হিতায় সব্বপাণীনং।
পূরেত্বা পারমী সব্বা, পত্তো সম্বোধিমুত্তমং॥

---

* ব্রতীর হাতে রক্ষা (রাখী সুতা)বাঁধিতে বাঁধিতে এই গাথা তিন বার পড়িবেন। ২য় বার পাঠকালীন, এই গাথার ৪র্থ পদস্থ (বুদ্ধে) স্থলে (ধম্মে) ও ৩য় বারে (সংঘে) বলিবেন।

† (সব্ববুদ্ধানুভাবেন) স্থলে যথাক্রমে (সব্বধম্মানুভাবেন) ও (সব্বসংঘানুভাবেন) বসাইয়া আরও দুই বার পড়িবেন।

৯। জয়ন্তো বোধিয়া মূলে,সক্যানং নন্দিবড্‌ঢনো।
এবমেব জয়ো হোতু, জয়স্সু জয়মঙ্গলে॥

১০। অপরাজিতপল্লঙ্কে, সীসে পুথুবী মুক্কলে।
অভিসেকে সম্বুদ্ধানং,অগ্‌গপ্পত্তো পমোদতি॥

১১। সুনক্খত্তং সুমঙ্গলং,সুপভাতং সুহুট্ঠিতং।
সুখণো সুমুহুত্তোচ, সুযিট্ঠং ব্রহ্মচারীসু॥

১২। পদক্খিণং কায়কম্মং, বাচাকম্মং পদক্খিণং।
পদক্খিণংমনোকম্মং, পণিধী' তে পদক্খিণা॥

১৩। পদক্খিণানি কত্বান, লভন্তত্থে পদক্খিণে।
তে অত্থলদ্ধা সুখিতা,বিরূলহা বুদ্ধসাসনে।
অরোগা সুখিতা হোথ,সহ সব্বেহি ঞাতীভি॥

সুপুব্বণহ-সুত্তং নিট্ঠিতং।

সান্ববার্থ।

১। (যং দুন্নিমিত্তং) যে কোন দুর্নিমিত্ত, অশুভ-ঘটনা (অবমঙ্গলঞ্চ) অমঙ্গল এবং (সকুণস্স) পাখীর (যো কোচি) যে কোন(সদ্দো চ)শব্দ ও(পাপগ্‌গহো) পাপগ্রহ (অকন্তং দুস্সুপিনং চ)এবং অকান্ত দুঃস্বপ্ন, ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন (বুদ্ধানুভাবেন) বুদ্ধানুভাবে, বুদ্ধের প্রভাবে [(ধম্মানুভাবেন) ধর্ম্মের প্রভাবে, (সংঘানু

ভাবেন) সংঘ-প্রভাবে, টীকা] (বিনাসং এন্তু)বিনাশে আসুক অর্থাৎ বিনাশ হউক।

২। (সব্বে পি পাণিনো)বিশেষতঃ সকল প্রাণী(যে দুক্কপ্পত্তা) যাহারা দুঃখ প্রাপ্ত (তে নিদ্দুক্কা হোন্তু) তাহারা দুঃখহীন হউক; (যে ভয়প্পত্তা) যাহারা ভয়-প্রাপ্ত, (তে নিব্ভয়া হোন্তু) তাহারা নির্ভয় হউক; (যে সোকপ্পত্তা) যাহারা শোক-প্রাপ্ত, (তে নিস্সোকা হোন্তু) তাহারা শোকহীন হউক।

৩। (অম্হেহি) আমাদের দ্বারা (এত্তাবতা চ) এতাবৎ (যং পুঞ্ঞ-সম্পদং) যে পুণ্যসম্পদ (সম্ভতং) সঞ্চিত হইয়াছে(সব্বে দেবা)সকল দেবতা(সব্বসম্পত্তি সিদ্ধিয়া) সকল সম্পত্তি সিদ্ধির জন্য (তং পুঞ্ঞং)সেই পুণ্য(অনুমোদন্তু)অনুমোদন করুন, সন্তোষের সহিত গ্রহণ করুন। [এইটী পুণ্য বাঁটারা]।

৪। (সদ্ধায) শ্রদ্ধার সহিত (দানং দদন্তু) দান দিউন,(সব্বদা)সর্ব্বদা(সীলং)শীল(রক্খন্তু)রক্ষা করুন; (ভাবনাভিরতা) ভাবনা রত (হোন্তু) হউন; (আগতা দেবতা গচ্ছন্তু)আগত দেবতাগণ গমন করুন। [এইটী দেবতা বিদায়]।

৫। (সব্বে বুদ্ধা)সকল বুদ্ধেরা(বলপ্পত্তা)বলপ্রাপ্ত

হইয়াছেন,(পচ্চেকানঞ্চ) প্রত্যেক বুদ্ধগণের(যং বলং) যে বল(অরহন্তানঞ্চ তেজেন)এবং অর্হংগণের তেজ দ্বারা (সব্বসো) সর্ব্বশঃ (রক্খং বন্ধামি) রক্ষা[রাখী] বন্ধন করিতেছি।

৬। রত্ন-সূত্রের ৩য় গাথার সান্বয়ার্থের তুল্য।

৭। (সব্বমঙ্গলং)[তোমার]সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল(ভবতু) হউক, (সব্বদেবতা)সকল দেবতা(রক্খন্তু) [তোমাকে] রক্ষা করুন(সব্ববুদ্ধানুভাবেন) সকল বুদ্ধের প্রভাবে (সদা) সদা (তে)তোমার (সোত্থী) স্বস্তি,শুভ (ভবন্তু) হউক। [(সব্বধম্মানুভাবেন)সর্ব্বধর্ম্মপ্রভাবে (সব্ব-সংঘানুভাবেন) সর্ব্বসংঘ প্রভাবে, টীকা]।

৮। (মহাকারুণিকো নাথো) মহাকারুণিক নাথ, পরম দয়ালু বুদ্ধ (সব্বপাণীনং হিতায়) সর্ব্ব-প্রাণীর হিতার্থে(সব্বা পারমী পূরেত্বা)সর্ব্ব পারমিতা পূর্ণ করিয়া (উত্তমং সম্বোধিং) উত্তম সম্বোধি, পরম নির্ব্বাণ-জ্ঞান (পত্তো) প্রাপ্ত, পাইয়াছেন।

৯। (বোধিয়া মূলে) বোধি তরু মূলে (জয়ন্তো) মারসেনাবিজয়ী (সক্যানং নন্দিবড্ঢনো) শাক্যানন্দ-বর্দ্ধন, শাক্যদিগের আনন্দ বর্দ্ধনকারী শাক্যসিংহ (জয়মঙ্গলে) অষ্ট জয়মঙ্গলে (জযস্স) জয় প্রাপ্ত হন।

(এবমেব) সেইরূপ (তে) তোমার(জয়ো হোতু)জয় হউক।

১০। (অপরাজিতপল্লঙ্কে) অপরাজিত পালঙ্কে, বোধিপালঙ্কে (সীসে উঙ্কলে পুথুবী) শিরে কুম্ভ পৃথিবী (সম্বুদ্ধানং)সম্বুদ্ধগণের (অভিসেকে) অভিষেক সময়ে(অগপ্পত্তো)অগ্রপ্রাপ্ত,অগ্র নির্ব্বাণ-জ্ঞান-প্রাপ্ত, বুদ্ধ [(যথা) যেমন](পমোদতি) প্রমোদিত, আনন্দিত হন। [(ত্বং পি তথা পমোদিতো হোহি)তুমিও সেই রূপ প্রমুদিত হও]।

১১। (ব্রহ্মচারীসু) ব্রহ্মচারীদিগের বা ভিক্ষু-গণের প্রতি (সুযিট্ঠং) সুসম্মান, সুচারুরূপে যজন পূজনই (সুনক্কত্তং) সুনক্ষত্র, মহোৎসব, মহাপর্ব্ব, (সুমঙ্গলং) শুভ মঙ্গল, (সুপভাতং) সু-প্রভাত,(সুহুট্ঠিতং)শুভোদয়,(সুখণো চ)শুভক্ষণ ও(সুমুহুত্তো চ) শুভ মুহূর্ত্ত।

১২। (কায়কম্মং পদক্খিণং)কায়িক-কর্ম্ম প্রদক্ষিণ [অর্থাৎ প্রাণিহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার না করা]; (বাচাকম্মং পদক্খিণং) বাচনিক-কর্ম্ম প্রদক্ষিণ[অর্থাৎ মিথ্যা-বাক্য,কর্কশবাক্য,ভেদবাক্য ও অনর্থক গল্প, এই চারি প্রকার কথা না বলা]; (মনোকম্মং

পদক্খিণং)মানসিক-কর্ম্ম প্রদক্ষিণ [লোভ, হিংসা ও নাস্তিকতা,এই তিন প্রকার মানসিক পাপ পরিত্যাগ করা] ; (পণিধী পদক্খিণা)ও প্রণিধি[সঙ্কল্প] প্রদক্ষিণ [অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভার্থে বৈরাগ্য-সঙ্কল্প, অহিংসা-সঙ্কল্প, পরোপকার-সঙ্কল্প করা] (এতে) এই সকল;

১৯। (পদক্খিণানি কত্বান) প্রদক্ষিণ করিয়া[এই সকল কর্ম্মের প্রতি বাম না হইয়া,সাদরের সহিত সাধন করিয়া] (পদক্খিণে অত্থে) প্রদক্ষিণ জাত অর্থ [ফল] (লভন্তি) লাভ করে। (তে) তোমরা (সব্বেহি ঞাতীভি সহ) সমুদয় জ্ঞাতিবর্গের সহিত (অত্থলদ্ধা সুখিতা) অর্থলব্ধ সুখিত [পরমার্থ ফল বা পুণ্যফল লাভ করত সুখী],(বুদ্ধসাসনে বিরুলহা) বুদ্ধশাসনে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্নও (অরোগা সুখিতা) আরোগ্য-সুখিত [আরোগ্য সুখে সুখী](হোথ) হও।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। যে কোন দুর্নিমিত্ত,অমঙ্গল,অপ্রীতিজনক পক্ষী-রব, পাপগ্রহ ও ভীষণ দুঃস্বপ্ন,বুদ্ধ-ধর্ম্মও সংঘের প্রভাবে বিনাশ (প্রাপ্ত) হউক।

২। দুঃখ-প্রাপ্ত প্রাণিগণ নির্দুঃখ,ভয়-প্রাপ্ত নির্ভয়, ও শোক-প্রাপ্ত নিঃশোক হউক।

৩। আমাদের দ্বারা এতাবৎ যে পুণ্য সম্পদ সঞ্চিত

হইয়াছে ; সকল দেবতা সর্ব্বসম্পত্তি সাধক সেই পুণ্য অনুমোদন করুন।

৪। শ্রদ্ধার সহিত দানও সর্ব্বদা শীল রক্ষা করুন। চিন্তাশীল হউন। আগত দেবগণ গমন করুন।

৫। সকল বুদ্ধ, বুদ্ধ-বল-প্রাপ্ত ; প্রত্যেকবুদ্ধের যেই বল ও অর্হৎগণের তেজোবলে সর্ব্বতঃ তোমার রক্ষা বন্ধন করিতেছি।

৬। ইহ পরলোকে যে কিছু বিত্ত ও স্বর্গরাজীতেই বা যে কিছু পরমরত্ন আছে,এতদুভয়ও তথাগত, সত্যজ্ঞ, বুদ্ধ [ধর্ম্মও সংঘের] সমান নহে। বুদ্ধে [ধর্ম্মেও সংঘে] এই পরম রত্ন-ভাব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সত্যে শুভ হউক।

৭। তোমার সর্ব্বমঙ্গল হউক ; সর্ব্ব দেবতা তোমাকে রক্ষা করুন ; সর্ব্ব বুদ্ধ [ধর্ম্ম ও সংঘ] প্রভাবে সর্ব্বদা তোমার স্বস্তি হউক।

৮। মহাকারুণিক নাথ,সর্ব্ব প্রাণীর হিতের জন্য সর্ব্ব পারমিতা পূর্ণ করিয়া পরম বোধি(জ্ঞান)প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৯। শাক্যানন্দবর্দ্ধন (শাক্যবুদ্ধ) বোধি মূলে জয় মঙ্গলে জয় লাভ করিয়াছেন। তদ্রূপ জয় হউক। জয় মঙ্গলে জয় হও।

১০। শিরে কুম্ভ পৃথিবী, বুদ্ধগণকে অপরাজিত পালঙ্কে অভিষেক করিবার সময় অগ্রপ্রাপ্ত (বুদ্ধ যেমন) প্রমুদিত হন ; (তুমিও তেমন হও)।

১১। ব্রহ্মচারী (ভিক্ষুদিগকে) যজন পূজনই গৃহস্থ-গণের সু-নক্ষত্র, সুমঙ্গল, সুপ্রভাত,শুভোদয়, শুভক্ষণ ও শুভ মুহূর্ত্ত।

১২। তাহারা কায়িক-কর্ম্ম প্রদক্ষিণ, বাচনিক-কর্ম্ম প্রদক্ষিণ, মানসিক-কর্ম্ম প্রদক্ষিণ ও সৎপ্রণিধি প্রদক্ষিণ এই সকল (১৩)প্রদক্ষিণ করিয়া,প্রদক্ষিণ জাত অর্থ (ফল) লাভ করে। তোমরা জ্ঞাতিবর্গের সহিত অর্থলব্ধ-সুখী, বুদ্ধ-শাসনে শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যসুখে সুখী হও।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পয়ার।

১। অশুভ কারণ যেবা অমঙ্গল সব।
অপ্রীতি-জনক যে সকল পাখী-রব ॥
পাপগ্রহ আরো ভয়ঙ্কর দুঃস্বপন।
বুদ্ধের প্রভাবে সব হোক বিনাশন ॥
[ধর্ম্মের প্রভাবে সব হোক বিনাশন।
সংঘের প্রভাবে সব হোক বিনাশন] ॥

২। জগত-নিবাসী যত পরাণী-নিচয়।
দুঃখিত সুখিত হোক, সভয় নির্ভয় ॥
শোকাতুর হইয়াছে যে পরাণী গণ।
শোকহীন হোক ভবে সবে অনুক্ষণ ॥

৩। সকল বিভব ভবে যাহে উপজয়।
হেন পুণ্য-ধন যাহা করিনু সঞ্চয় ॥

হরিষ অন্তরে তাহা যত দেবগণ।
মোদের সে পুণ্য-ভাগ করুন গ্রহণ॥
৪। ভকতিতে দান সদা দাও সর্ব্বজন।
নিজ নিজ শীল সদা করুন রক্ষণ॥
অনিত্যাদি ভাবনায় হউন সে রত।
বিদায় হউন যত দেবতা আগত॥
৫। পেয়েছেন বুদ্ধ-বল সর্ব্ব বুদ্ধগণ।
প্রত্যেক বুদ্ধের যেবা বল এ' ভুবন॥
অরহতগণের যে তেজঃ আছে আর।
সবার প্রভাবে রক্ষা বাঁধি গো তোমার॥
৬ ইহলোকে পরলোকে যেবা কিছুধন।
কিংবা সুরপুরে যেই পরম রতন॥
তথাগত সত্য-জ্ঞাত বুদ্ধের সমান।
[তথাগত-আর্য্য-সত্য ধর্ম্মের সমান॥
তথাগত-আর্য্য-শিষ্য সংঘের সমান]।
কোন রত্ন হেন আর নাহি বিদ্যমান॥
ত্রিরত্নে এ' রত্ন ভাব পরম কেবল।
এই সত্যে অবিরত হউক মঙ্গল॥
৭। হউক মঙ্গল সব, রক্ষুন দেবতা সব।
সর্ব্ব বুদ্ধ পরভাবে, সদা স্বস্তি হৌক তব॥

[সর্ব্ব ধর্ম্ম পরভাবে, সদা স্বস্তি হৌক তব।
সর্ব্ব সংঘ পরভাবে, সদা স্বস্তি হৌক তব]॥

৮। যিনি জগতের নাথ মহা দয়াময়।
সকল জীবের হিত তরে মহাশয়॥
সর্ব্ব পারমিতা ভবে করিয়া পূরণ।
পাইলা পরম বোধি নির্ব্বাণ কারণ॥

৯। শাক্যানন্দবর্দ্ধন শ্রীবুদ্ধ বোধিতলে।
জয়শীল মারে জিনি' সহ দলে বলে॥
জয় মঙ্গলেতে যথা হলো তাঁর জয়।
হউক তোমার তথা জয় জয় জয়॥

১০। পালঙ্কে অপরাজিতে সর্ব্ব বুদ্ধগণে।
শিরে কুম্ভ বসুমতী আসিয়া যখনে॥
করিলেন অভিষেক তথা তথাগত।
হন যেইরূপ সুখী হও হে তেমত॥

১১। ব্রহ্মচারী সাধু ভিক্ষুগণে গৃহিগণ।
মানন, বন্দন, আরো যজন, পূজন॥
এই সুনক্ষত্র, সুমঙ্গল, শুভোদয়।
সুপ্রভাত, শুভক্ষণ, সুমুহূর্ত্ত কয়॥

১২। শারীরিক বাচনিক মানসিক আর।
তিনে দশ-পুণ্য-কর্ম্ম সতত আচার॥

প্রদক্ষিণ এই দশ কুশলে সতত।
প্রদক্ষিণ নিজ সাধু আশা অবিরত ॥
১৩। এই সব প্রদক্ষিণ করি' সর্ব্বজন।
প্রদক্ষিণ জাত ফল লভে অতুলন ॥
অতএব তোমা সবে জ্ঞাতিগণ সহ।
পরমার্থলব্ধ সুখী হও অহরহ ॥
হউক শ্রীবৃদ্ধি তব বুদ্ধের ধরমে।
হও হে আরোগ্য-সুখী জনমে জনমে ॥



সুপূর্ব্বাহ্ন-সূত্র সমাপ্ত।

জয়মঙ্গলঠ্‌ঠকং। Jayamangalatthakam.

(পালি।)

১। বাহুং সহস্সমভিনিম্মিতসাবুধন্তং,
গিরিমেখলং উদিত-ঘোর-সসেন-মারং।
দানাদিধম্মবিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ॥

২। মারাতিরেকমভিযুজ্ঝিতসব্বরত্তিং,
ঘোরম্পনালবকমক্খমথদ্ধযক্খং।
খন্তীসুদন্তবিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি ॥

৩। নালাগিরিং গজবরং অতিমত্তভূতং,
দাবগ্গিচক্কমসনীব সুদারুণন্তং।
মেত্তম্বুসেকবিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি॥

৪। উক্খিত্তখগ্গমতিহত্থ সুদারুণন্তং,
ধাবন্তিযোজনপথঙ্গুলিমালবন্তং।
ইদ্ধিভিসংখতমানো জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি॥

৫। কত্বান কট্ঠমুদরং ইব গব্ভিনিয়া,
চিঞ্চায় দুট্ঠবচনং জনকায়মজ্ঝে।
সন্তেন সোমবিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি॥

৬। সচ্চং বিহায়মতিসচ্চকবাদকেতুং,
বাদাভিরোপিতমনং অতি অন্ধভূতং।
পঞ্ঞাপদীপজলিতো জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি॥

৭। নন্দোপনন্দভুজগং বিবুধং মহিদ্ধিং,
পুত্তেন থেরভুজগেন দমাপয়ন্তো।
ইদ্ধুপদেসবিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি॥

৮। দুগ্গাহদিট্ঠিভুজগেন সুদট্ঠহত্থং,
ব্রহ্মং বিসুদ্ধি জুতিমিদ্ধিবকাভিধানং।
ঞাণাগদেন বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি॥

৯। এতাপি বুদ্ধ-জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথা,
যো বাচনো দিনে দিনে সরতেমতন্দি।
হিত্বান নেক বিবিধানি চুপদ্দবানি,
মোক্খং সুখং অধিগমেয্য নরো সপঞ্ঞো॥

জয়মঙ্গলট্ঠকংনিট্ঠিতং।

সান্বয়ার্থ।

১। (যো মুনিন্দো) যেই মুনীন্দ্র [বুদ্ধ](দানাদি ধম্মবিধিনা) দানাদি ধর্ম্ম-বিধিদ্বারা (অভিনিম্মিত) অভিনির্ম্মিত, সুনির্ম্মিত (সাবুধন্তং) সআয়ুধ, সশস্ত্র (সহস্সবাহুং) সহস্রবাহু (গিরিমেখলং উদিতং) গিরিমেখলারূঢ় [গিরিমেখলা নামক হস্তীর উপর আরূঢ়] (ঘোরং) ঘোর, ভয়ঙ্কর(সসেনং মারং) সসৈন্য মারকে (জিতবা) জিতবান্, জয় করিয়াছেন। (তন্তেজসা) তাঁহার তেজদ্বারা(তে)তোমার(জয়মঙ্গলানি)জয়মঙ্গল (ভবতু) হউক।

২। (যো মুনিন্দো) যেই মুনীন্দ্র (খন্তী-সুদান্ত

বিধিনা) ক্ষান্তি ও সুদান্ত বিধি দ্বারা (সব্বরত্তিং) সমস্তরাত্রি(মারাতিরেকং)মারাতিরেক, মার হইতেও বেশী (অভিযুজ্ঝিতং) মহাযুদ্ধকারী (ঘোরং) ঘোর, ভয়ঙ্কর (মক্খং) দুর্দ্ধর্ষ (থদ্ধং) কঠিন হৃদয় (আলবকং যক্খং পন) আলবক যক্ষকেও (জিতবা) জিতবান্; (তং তেজসা)তাঁহার তেজে (তে জয়মঙ্গলানি ভবন্তু) তোমার জয়মঙ্গল হউক।

৩। (যো-মুনিন্দো) যেই মুনীন্দ্র (মেত্তাম্বুসেক বিধিনা)প্রেমবারি বর্ষণদ্বারা (দাবগ্গিচক্কং বাঅসনি ইব) দাবাগ্নিচক্র বা অশনিবৎ (অতিমত্তভূতং) অতি মদমত্ত (সুদারুণন্তং) সুদারুণ (নালাগিরিং গজবরং) নালাগিরি নামক গজবরকে (জিতবা) জিতবান্; (পূর্ব্ববৎ)।

৪। (যো মুনিন্দো) যেই মুনীন্দ্র (ইদ্ধি অভি-সংখতমানো) ঋদ্ধি বা ঐশীশক্তি প্রকাশ করিয়া (উক্খিত্তখগ্গং) উৎক্ষিপ্ত খড়্গ, খড়্গোত্তলনকারী (অতিহত্থসুদারুণন্তং) নালাগিরি হস্তী হইতেও-সুদারুণ (তিযোজনপথং ধাবং) ত্রিযোজন-পথ-ধাবমান্ (অঙ্গুলিমালবন্তং)অঙ্গুলিমালাধারী দস্যুকে(জিতবা) জিতবান্, জয় করিয়াছেন; (পূর্ব্ববৎ)।

৫। (যো মুনিন্দো) যেই মুনীন্দ্র(সন্তেন সোমবিধিনা)শান্তসৌম্য বিধানে(জনকায়মজ্ঝে)জনসমাজ মধ্যে (চিঞ্চায়) চিন্তা নাম্নী রমণীর (গব্ভিনীয়া ইব) গর্ভিণীর ন্যায়(কট্ঠং উদরং কত্বা)কাষ্ঠময় উদর করিয়া (দুট্ঠবচনং)দুষ্টবচন,অপবাদজনক বাক্যকেও(জিতবা) জিতবান্; (পূর্ব্ববৎ)।

৬.। (যো মুনিন্দো)যেই মুনীন্দ্র,(সচ্চং বিহায়) সত্য ছাড়িয়া (বাদাভিরোপিতং) বিবাদপ্রোথিত (অতিসচ্চকবাদকেতুং) অসত্যবাদরূপ ধ্বজায় (অতি অন্ধভূতং মনং)অতিশয় তমাবৃত মনকে(পঞ্ঞাপদীপজলিতো)প্রজ্ঞাপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া(জিতবা)জিতবান্; (পূর্ব্ববৎ)।

৭। (যো মুনিন্দো) যেই মুনীন্দ্র (ইদ্ধূপদেসবিধিনা) ঋদ্ধি উপদেশ বিধানে, ঐশীশক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক উপদেশ দিয়া(পুত্তেন থেরভুজগেন সহ)সপুত্র বৃদ্ধভুজঙ্গ (নন্দোপনন্দ ভুজগং) নন্দ ও উপনন্দ নামক ভুজঙ্গকে (দমাপয়ন্তো) দমন করিয়া (জিতবা) জিতবান্; (পূর্ব্ববৎ)।

৮। (যো মুনিন্দো)যেই মুনীন্দ্র (ঞাণাগদেন বিধিনা) জ্ঞানাগদ বিধানে, জ্ঞানৌষধ প্রয়োগে

(দুগ্‌গাহ দিট্ঠি ভুজগেন) দুর্গ্রাহ্য দৃষ্টি-ভুজঙ্গ দ্বারা, নাস্তিকতারূপ সর্পদ্বারা (সুদট্ঠহত্থং) সুদষ্ট, অতি ভয়ানকরূপে দংশিতহস্ত(তং)সেই (বিসুদ্ধিং জুতিং) বিশুদ্ধিদ্যুতি (ইদ্ধিং) ঋদ্ধিসম্পন্ন (বকাভিধানং) বক নামক(ব্রহ্মং)ব্রহ্মাকে (জিতবা)জিতবান্; (তন্তেজসা তে জয়মঙ্গলানি ভবতু) তাঁহার তেজে তোমার জয়-মঙ্গল হউক।

৯। (যো বাচনো) যেই পাঠক (এতাপি বুদ্ধ-জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথা) এই সকল বুদ্ধ-জয়মঙ্গল নামক অষ্টগাথা(দিনে দিনে)প্রতিদিন(অতন্দিতো সরতি) অতন্দ্রিতভাবে স্মরণ করেন (সো সপঞ্ঞো নরো) সেই সপ্রজ্ঞ [জ্ঞানী]নর(নেক বিবিধানি চুপদ্দবানি) অনেক ও বিবিধ উপদ্রব(হিত্বান) পরিত্যাগ করিয়া (মোক্খং সুখং)মোক্ষ-সুখ (অধিগমেয্য) প্রাপ্ত হয়।

বাঙ্গালা—গদ্যানুবাদ।

১। যেই মুনীন্দ্র, সুনির্ম্মিত আয়ুধধর সহস্রবাহু, গিরিমেখলা নামক হস্ত্যারূঢ়, ঘোর ও সসৈন্য মারকে দানাদিধর্ম্ম-বলে জয় করিয়াছেন; তৎপ্রভাবে তোমার জয়মঙ্গল হউক।

২। যেই মুনীন্দ্র, মারাতিরিক্ত সর্ব্বরাত্রি সংগ্রাম-কারী ঘোর, দুর্দ্ধর্ষ ও কঠিন-হৃদয় আলবক যক্ষকেও

ক্ষান্তিসুদান্তবলে জয় করিয়াছেন ; তৎ প্রভাবে তোমার জয়-মঙ্গল হউক।

৩। যেই মুনীন্দ্র, দাবাগ্নিচক্র বা অশনি সদৃশ অতি মদমত্ত সুদারুণ নালাগিরি হস্তীকেও মৈত্রবারিবর্ষণে জয় করিয়াছেন ; তৎ প্রভাবে তোমার জয়-মঙ্গল হউক।

৪। যেই মুনীন্দ্র, উৎক্ষিপ্ত খড়্গ, নালাগিরি হস্তী হইতেও সুদারুণ ও ত্রি-যোজন-পথ ধাবমান্ অঙ্গুলিমালকেও অলৌকিক ঐশীশক্তি প্রকাশ করিয়া জয় করিয়াছেন, তৎ প্রভাবে তোমার জয়-মঙ্গল হউক।

৫। যেই মুনীন্দ্র, গর্ভিনীবৎ কাষ্ঠময় উদর কারিণী চিঞ্চা নামক রমণীর অপবাদবাক্য শান্তসৌম্যবলে জয় করিয়াছেন ; তৎ প্রভাবে তোমার জয়-মঙ্গল হউক।

৬। যেই মুনীন্দ্র, সত্য ছাড়িয়া, বিবাদ প্রোথিত অসত্য-ধ্বজান্ধীভূতমনকে, প্রজ্ঞা-প্রদীপ-জ্বালাইয়া জয় করিয়াছেন ; তৎ প্রভাবে তোমার জয়-মঙ্গল হউক।

৭। যেই মুনীন্দ্র, সপুত্র ঋদ্ধ ভুজঙ্গকে—দৈবীশক্তিসম্পন্ন নন্দ ও উপনন্দ নামক ভুজঙ্গদ্বয়কে—ঐশীশক্তি প্রদর্শন করতঃ উপদেশ দিয়া জয় করিয়াছেন ; তৎ-প্রভাবে তোমার জয়-মঙ্গল হউক।

৮। যেই মুনীন্দ্র, দুর্গ্রাহ্য দৃষ্টি-ভুজঙ্গ-দষ্ট-পাণি, বিশুদ্ধ জ্যোতি ও দৈবশক্তিসম্পন্ন বক নামক ব্রহ্মকে জ্ঞানৌষধি

প্রয়োগে জয় করিয়াছেন ; তৎ প্রভাবে তোমার জয়-মঙ্গল হউক।

৯। যে কোন পাঠক, এই বুদ্ধ-জয়মঙ্গল নামক অষ্ট গাথা অতন্দ্রিতভাবে প্রতিদিন স্মরণ করেন, সেই জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বিবিধ উপদ্রব পরিহার পূর্ব্বক মোক্ষ-সুখ লাভ করিবেন।

বাঙ্গালা—পদ্যানুবাদ—পযার।

১। সহস্রেক ভুজ যার, প্রতি ভুজে যার।
সুশানিত অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্য সহ মার॥
ভয়ঙ্কর গজে, গিরিমেখলা নামক।
আরোহণ করি' রণে আসে ভয়ানক॥
যে মুনীন্দ্র দান-ধর্ম্ম-বলে করে জয়।
তাঁর তেজে হোক তব শুভ জয় জয়॥

২। আলবক যক্ষ মার হ'তে ঘোরতর।
সর্ব্ব রাত্রি ভয়ঙ্কর করিল সমর॥
যে মুনীন্দ্র ক্ষম-দম-বলে করে জয়।
তাঁর তেজে হোক তব শুভ জয় জয়॥

৩। নালাগিরি নামে মদমত্ত গজবর।
সুদারুণ, দাবানল-অশনি সোসর॥
যে মুনীন্দ্র মৈত্র-বারি বর্ষি' করে জয়।
তাঁর তেজে হোক তব শুভ জয় জয়॥

৪। মালাগিরি গজ হ’তে দারুণ, দুর্ব্বার।
উত্তোলন করি হাতে খড়্গ তীক্ষ্ণধার॥
অঙ্গুলিমালক দস্যু শ্রীবুদ্ধে হেরিয়া।
ত্রি-যোজন পথ ধায় তাঁরে তাড়াইয়া॥
যে মুনীন্দ্র ঋদ্ধিবলে করে তারে জয়।
তাঁর তেজে হৌক তব শুভ জয় জয়॥

৫। কাঠেতে গর্ব্বিণী মত করিয়া উদর।
অপবাদ করে চিন্তা সভার ভিতর॥
যে মুনীন্দ্র শান্তসৌম্যবলে করে জয়।
তাঁর তেজে হৌক তব শুভ জয় জয়॥

৬। সত্য পরিহরি যেই অসত্য-কেতন।
বিবাদ-প্রোথিত যাহে অন্ধীভূত মন॥
যে মুনীন্দ্র প্রজ্ঞা-দীপ জ্বালি’ করে জয়।
তাঁর তেজে হৌক তব শুভ জয় জয়॥

৭। মহাজ্ঞানবন্ত মহাঋদ্ধিমন্ত আর।
নন্দ উপনন্দ নামে ভুজঙ্গ দুর্ব্বার॥
পুত্রের সহিত বৃদ্ধ ভুজঙ্গ রাজনে।
ঐশীশক্তি দেখাইয়া উপদেশ দানে॥
যে মুনীন্দ্র নাগরাজে করিলা বিজয়।
তাঁর তেজে হৌক তব শুভ জয় জয়।

[illegible] বা বৌদ্ধ মহাপরিত্রাণ [illegible]

৮ [illegible] দুষ্ট [illegible]-দৃষ্টি সর্প দষ্ট [illegible]

বক নামক ব্রহ্ম শুদ্ধি ঋদ্ধি জ্যোতি [illegible]

[illegible] জ্ঞানাগদে করিলা বিজয়।

[illegible] তব গুণ জয় জয়।

শ্রীবুদ্ধের এই জয়মঙ্গল-অষ্টক

প্রতিদিন অতন্দ্রিত স্বরে :

পরিহার করি হেথা . .

মোক্ষ-সুখ লাভে [illegible] জানি [illegible]

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

বিজ্ঞাপন।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-গ্রন্থ।

১। হস্তসার ... ... ১।০

২। সূক্তনিপাত ... ... ১॥০

নিম্নোক্ত স্থানে ও ব্যক্তিগণের নিকট পাওয়া যায়।

কলিকাতা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ বড়ুয়া, ৪৮।১নং কপালী টোলা, ডাক্তারখানায়; শ্রীযুক্ত মহাবীর ভিক্ষু, ৫নং ওয়ারিস বাগান লেন, বৌদ্ধ-বিহার ভবন; মিষ্টার এচ ধর্ম্মপাল স্কোয়ার, ২ নং ক্রিক্‌রো মহাবোধি সোসাইটী; শ্রীযুক্ত কৃপাশরণ ভিক্ষু, বোবাজার, বৌদ্ধ-বিহার ভবন; সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী ১৪৮ নং বারাণসী [illegible]ের ষ্ট্রীট; আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়, যোড়াসাঁকো।

চট্টগ্রাম—[illegible] শ্রীযুক্ত বাবু হরকিশোর চৌধুরী, ড্রয়িং মাষ্টার, ট্রেনিং স্কুল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু ভগীরথচন্দ্র বড়ুয়া, জেলখানা। বিশ্বাস এণ্ড কোং। শ্রীযুক্ত মহাথেরঃ গ্রহ চাঁদ ঠাকুর সাতবাড়ীয়া; মহামান্য সংঘরাজ শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন পুণ্যচারী ধর্ম্মধারী, উনানপুরা; পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু নবরাজ বড়ুয়া, বৈদ্য পাড়া, পোঃ আঃ ধরদ্বীপ; শ্রীযুক্ত বাবু ভীমরাজ বড়ুয়া, কেরাণীর হাট ও গ্রন্থকারের নিজবাটী, [illegible], পোঃ আঃ [illegible]।

শক ১২৩৪ মঘাব্দ, [illegible] চৈত্র } শ্রীধর্ম্মরাজ বড়ুয়া।